CALCUTTA CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY.

আর্থিক উন্নতি

বৈশাখ—১৩৫৪ ২২শ বর্ষ—১ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

756.3
001/3
2

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926
Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta

Director
Dr. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE APRIL-MAY NUMBER, 1947.

Section 1. Wealth of Bengal : Engineering and Technical Education. Condition taple Food Crops in Bengal. p. 2.
Section 2. Economic India : Distribution of Food in India. Final Wheat cast. Customs Duty. Codition of Sugar in India. p. 3.
Section 3. World Economy : Golden Anniversary of Motor Industry in U. S. A. rnational Food Position. p. 4.
Section 4. Men, Institutions and Movements : Britain's Sterling Debt to a. p. 5.
Section 5. Interview : Sorokin vs. Sarkar. p. 6.
Section 6. World of Journals : *The Agricultural Situation.* p. 8.
Section 7. Reviews : 1857 The : Great Rebellion; The Soviet East. p. 9.
Section 8. Bibliography: 6 books announced. p. 10.
Article : Hydro-Electric Power in India.
By Bijan Behary Banerjee, M. A. p. 10.

P 24,080

বাংলার সম্পদ্

ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারীগরি শিক্ষা

ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারীগরি শিক্ষার উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার উচ্চতর ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারীগরি শিক্ষার উন্নয়ন-সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশক্রমে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শিবপুর বঙ্গীয় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে এই সকল বৃত্তি প্রদত্ত হইবে।

বৃত্তির সংখ্যা মোট ৩৩; তন্মধ্যে স্থপতি বিদ্যার জন্য ২টি, স্থপতিবিদ্যা ছাড়া অপরাপর বিষয়ে ৩টি, সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং ৩টি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ৩টি, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ৩টি এবং ধাতু সংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ারিং-এর জন্য ৩টি বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই সকল বৃত্তি ২ বৎসর হইতে ৪ বৎসরকাল স্থায়ী হইবে এবং বৎসরে উহার পরিমাণ ২৪০৲ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকা হইবে।

ইহা ছাড়া মাসিক ৫০ টাকা হারে ২০টি প্রবেশিকা বৃত্তি মঞ্জুর করা হইয়াছে। মেধাবী ছাত্রদিগকে প্রথমতঃ এক বৎসরের জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হইলেও ৪ বৎসরের জন্য পুনর্মঞ্জুর করা হইবে।

কারীগরি শিক্ষার জন্য মাত্র এক বৎসর কাল মাসিক ৫০৲ টাকা হারে ৩২টি বৃত্তিও মঞ্জুর করা হইয়াছে। অধিকন্তু বঙ্গীয় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের গবেষণার জন্য এক বৎসর কাল মাসিক ৭৫৲ টাকা হিসাবে ১০টি বৃত্তিও প্রদান করা হইবে। শেষোক্ত বৃত্তি নির্দিষ্ট কালের পর আরও এক বৎসরের জন্য পুনরায় মঞ্জুর করা হইবে।

উপরিউক্ত বৃত্তিগুলির মধ্যে ৪২টি মুসলিম ছাত্রদের জন্য এবং ১১টি তপসিলী ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত হইয়াছে।

বাংলায় ধান-চাউলের অবস্থা

সংপ্রতি রাইটার্স বিল্ডিংসে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বে-সরকারী সরবরাহ-বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার মিঃ এ, ডি, খাঁ বলেন, বাংলার খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত লাইসেন্সের এলাকার বিস্তার, মাগুরা, তোলা, রাণাঘাট ও চুয়াডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে শস্যহানি, জলপাইগুড়ির চা-বাগানগুলি কর্তৃক খাদ্যশস্য ক্রয়, আভ্যন্তরীণ বিধি-নিষেধ এবং জনসাধারণের অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতা, বিহারে খাদ্যশস্যের উচ্চতর মূল্য প্রভৃতি কারণের সমবায়ে বাংলায় চাউলের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। যে সকল স্থানে উচ্চমূল্যে চাউল বিক্রী হইতেছে, সেই সকল স্থানে মাল আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশা করা যায় যে, দর ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে।

সংখ্যামূলক তথ্যানুসারে গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর খাদ্য ফসলের অবস্থা ভাল। সুতরাং চাউল কম পড়িবার কোন কথা ছিল না। কিন্তু কতকগুলি কারণে চাউলের চলাচলের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। আবার লোকেরাও তাহাদের নিকটে যে চাউল আছে, তাহা ছাড়িতেছে না। বিহারে চাউলের দর বেশী হওয়ায় তথায় গোপনে চাউল চালান দেওয়া হইতেছে। ইহার প্রতীকারের জন্য দিনাজপুরে প্রহরীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা হইয়াছে।

১৯৪৭ সনের ২৯শে জানুয়ারি তারিখে বাড়তি জিলাগুলিতে ১৩৲০ আনা, ঘাটতি জিলাগুলিতে ১৬৲০ আনা এবং অন্যান্য জিলায় ১৫।০ আনা চাউলের দর ছিল। গবর্নমেণ্টের মোট ৯ লক্ষ টন চাউল ক্রয় করার কথা, তন্মধ্যে ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত ৪৩,৩১৮ টন ক্রয় করা হইয়াছে। গত ৩১শে জানুয়ারি যে পক্ষ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ১২,১৬৯ টন চাউল ও ১৮,৬৯৪ টন ধান ক্রয় ও আমদানি করা হইয়াছে। মেদিনীপুর, বীরভূম, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, খুলনা ও দিনাজপুর হইতেই অধিক পরিমাণে চাউল ক্রয় করা হইয়াছে।

আর্থিক ভারত

ভারতে খাদ্য-বণ্টন ব্যবস্থা

১৯৪১ সনে কেন্দ্রীয় খাদ্য-বিভাগের খাদ্যশস্য বিতরণ সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই বৎসরে সমুদ্রের অপর তীরবর্তী দেশসমূহ হইতে মোট ২২ লক্ষ ৪১ হাজার টন খাদ্যশস্য পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ৪ লক্ষ ৯১ হাজার টন দেওয়া হয়, ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ২৯ হাজার টন চাউল। তারপর বোম্বাইয়ে ৪ লক্ষ ১ হাজার, বাংলায় ২ লক্ষ ২৬ হাজার, মহীশূরে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার, ত্রিবাঙ্কুরে ১ লক্ষ ৩১ হাজার, যুক্তপ্রদেশে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার এবং বিহারে ১ লক্ষ ২২ হাজার টন খাদ্যশস্য বণ্টন করা হইয়াছে।

গমসংক্রান্ত শেষ পূর্ব্বাভাষ

কেন্দ্রীয় কৃষিজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বিভাগের ১৯৪৫-৪৬ সনের নিখিল ভারতীয় গম উৎপাদন সংক্রান্ত সর্ব্বশেষ বিবৃতিতে এই বৎসরে ৩,৪৫,৫৯ হাজার একর জমিতে ৮,৯০৩,০০০ টন গম উৎপন্ন হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৩,৫৯,৮০ হাজার একর জমিতে ১০,৫৪১,০০০ টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার জমির পরিমাণ শতকরা ৪ ভাগ ও উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগ কম হইবে।

ভারতের কাষ্টম-শুল্ক

কমার্শিয়াল ইন্‌টেলিজেন্স ও ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বিভাগের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, নবম-শুল্ক ব্যতীত স্থলপথে ও সমুদ্রপথে বাহিত পণ্যের দরুণ ১৯৪৬ সনের ডিসেম্বর মাসে ৯ কোটি টাকা কাষ্টম শুল্ক আদায় হইয়াছে। গত নবেম্বরে ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৫ সনের ডিসেম্বরে ৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা শুল্ক-স্বরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৯৪৬ সনের ডিসেম্বর মাসে মোটর-স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি ও দিয়াশলাই প্রভৃতির জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা আবকারী-শুল্ক আদায় করিয়াছেন। গত নবেম্বরে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৫ সনের ডিসেম্বরে ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা আবকারী শুল্ক বাবদ আদায় হইয়াছিল।

১৯৪৬ সনের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কাষ্টম ও আবকারী-শুল্ক বাবদ মোট ৮৯ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। গত বৎসর এই কয় মাসে উক্ত উভয় শুল্ক বাবদ আদায়ের পরিমাণ ১২৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। তন্মধ্যে আমদানি-শুল্ক বাবদ ৫৮ কোটি ৭৬ লক্ষ, রপ্তানি-শুল্ক বাবদ ৩ কোটি ৫১ লক্ষ, স্থল-কাষ্টম-শুল্ক ও বিবিধ খাতে ৬৪ লক্ষ ও কেন্দ্রীয় আবকারী শুল্ক বাবদ ২৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে।

ভারতের শর্করা-পরিস্থিতি

কিছুদিন পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের একটি প্রেসনোটে জানা গিয়াছিল, এবৎসর আখের চাষ অনেক কমিয়া গিয়াছে সেই জন্য চিনি সরবরাহের সমস্ত বরাদ্দ হইতে শতকরা ১৩ ভাগ কাটা হইবে। আগামী বৎসরে আখ চাষের কিছু উন্নতি আশা করা যায়; কিন্তু তাহাতে অভাব বিশেষ কমিবে না। এদেশে চিনির স্বাভাবিক চাহিদার পরিমাণ ১৬ লক্ষ টন। বর্ত্তমানে চিনির ঘাটতির পরিমাণ কম পক্ষে ৬ লক্ষ টন। এ ঘাটতি পূরণ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসা ৩।৪ বৎসরের মধ্যে সম্ভব নয়। চিনির ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট আরও ৪৫টি নূতন চিনির কল স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন এই ৪৫টি চিনির কল স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষ চিনি সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে সমর্থ হইবে। এখন সারা ভারতে ১৭০টি চিনির কল রহিয়াছে। সুতরাং ১৭০ + ৪৫ = ২১৫টি চিনির কল চলিলে আমাদের চিনির অভাব আর থাকিবে না, ইহাই গভর্ণমেণ্টের ধারণা। কিন্তু চিনির কল সকল করিতে হইলে আখ চাষের পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি করিতে হইবে। গত দু'বৎসর ধরিয়া জনসাধারণকে চিনির অভাবে যথেষ্ট

দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট এই বস্তুটির সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করিতে কোনও ত্রুটি করেন নাই নিশ্চয়ই। তথাপি দেখা গেল এ বৎসর আখ চাষের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থা ঘটা সত্ত্বেও হইলে চিনির কল বাড়াইয়া কোন কিছু লাভ হইবে না। অন্যদিকে এই পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতে যে সময় লাগিবে সে সময়ের মধ্যে অন্যান্য দেশের চিনি ভারতের বাজারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আসিতে আরম্ভ করিবে। তখনকার অবস্থা "প্রটেকশন" ও "রিবেটের" পুরাতন তর্কের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

আমেরিকার মোটরশিল্পের সুবর্ণ-জয়ন্তী

যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-জগতে মোটরশিল্প শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই শিল্পে আমেরিকাবাসীদের ৬৫০ কোটি ডলার বা প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা নিয়োজিত হইয়াছে। মোটর-শিল্প হইতে আমেরিকার যে কি বিপুল আয় হয় তাহা ধারণাতীত। আয়কর হিসাবে প্রতিবৎসর এই শিল্প হইতে ৫০০ কোটি টাকার উপর গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য হয়। এই শিল্পে নিযুক্ত কর্ম্মীর সংখ্যা ৭০ লক্ষ এবং দৈনিক গড় মজুরীর হার ১০ ডলার। মাত্র ৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজ এই শিল্প সমস্ত আমেরিকা তথা সমস্ত জগতের শীর্ষস্থানীয় শিল্প-প্রচেষ্টায় পরিণত হইয়াছে। প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় এ শিল্প-চেষ্টার প্রতি লোকের তেমন বিশ্বাস ছিল না। উদ্যোক্তাগণকে রীতিমত উপহাসাস্পদই হইতে হইয়াছিল। কিন্তু সেই শিল্পের আজ কি অভাবনীয় উন্নতি! ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ খানির বেশী মোটর-যান চলে নাই। আজ সেখানে মোটর-যানের সংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ। এই ৫০ বৎসরে আমেরিকার মোটর কারখানায় যে মোটর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৯ কোটি এবং তাহার মূল্য ৬৫০০ কোটি ডলার। এই শিল্পের ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় আজ ইহার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন হইতেছে।

আন্তর্জ্জাতিক খাদ্য পরিস্থিতি

সম্প্রতি আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কটকালীন খাদ্য-সংক্রান্ত কাউন্সিলের সেক্রেটারি-জেনারেল মিঃ ভেনিস্ এ, কিটজিরাল্ড পৃথিবীতে ক্রমাগত ভীষণ খাদ্যাভাব সম্পর্কে বলেন, "সামনে অত্যন্ত দুর্দ্দিন আসিতেছে। কাউন্সিলের তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে উপস্থিত ৩০টি জাতির প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, 'আগামী ফসল পর্য্যন্ত আধাদিগকে উপস্থিত সঙ্কট বা সঙ্কটের আশঙ্কার মধ্যে ক্রমাগত কাজ করিয়া যাইতে হইবে—ইহা সুস্পষ্ট। খাদ্য-বণ্টন ব্যবস্থা যাহাতে অনেক দেশেই ভীষণভাবে বিপর্য্যস্ত না হয়, যাহাতে মানুষ দুঃখ-দুর্দ্দশায় প্রপীড়িত না হয়, তাহা করিতে এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-কলহ এবং নিতান্ত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতি পরিহার করিতে হইলে সমস্ত-শ্রেণীভুক্ত দেশগুলির আন্তরিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতার প্রয়োজন। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকার ফলে আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কটকালীন কাউন্সিলের অত্যন্ত জরুরি পণ্যদ্রব্য সংক্রান্ত কতকগুলি কমিটীতে ক্রমাগত অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

আগামী কয়েক মাস রবিশস্যের সরবরাহ পূর্ব্বাপেক্ষা কম হওয়ার ফলে ভীষণ খাদ্যাভাব হইবে। অভাবগ্রস্ত দেশগুলির জন্য ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ২ কোটি ৪০ লক্ষ টনের সরবরাহ পাওয়া যাইতে পারে। কতকগুলি দেশ প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে অত্যন্ত অতিশয়োক্তি করিয়াছে। সম্ভবতঃ, এইরূপ করিবার ফলে তাহাদের অনুকূলে প্রচুর খাদ্য-প্রদানের ব্যবস্থা হইবে—এই দৃঢ় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ইহারা এরূপ উক্তি করিয়াছে।

মিঃ কিটজিরাল্ড বলেন যে, অভাবগ্রস্ত দেশগুলিতে

বর্ত্তমানে রেশনের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাও রক্ষা করা হয়ত অসম্ভব হইবে এবং রবিশস্য সম্বন্ধে এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে গত দুই বৎসরের আভ্যন্তরিক অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূরীকৃত হইলেও আমাদের বর্ত্তমান সমস্যার সম্যক্ বা অনেকটার যে সমাধান হইবে, এরূপ মনে করিবার কিছুই কারণ নাই। নিম্নলিখিত তালিকায় প্রথম স্তম্ভে প্রার্থিত খাদ্যের পরিমাণ এবং দ্বিতীয় স্তম্ভে যে পরিমাণ খাদ্য পাওয়ার সম্ভাবনা তাহা প্রদত্ত হইয়াছে।

দেশ	প্রার্থিত খাদ্য টন	যে পরিমাণ খাদ্য পাওয়ার সম্ভাবনা (টন)
ব্রিটেন	৫৭,১৪,০০০	৫০,৩১,০০০
ভারতবর্ষ	৪৪,০০,০০০	২৩,০০,০০০
ইজিপ্ট	১,০০,০০০	১,০০,০০০
ফ্রান্স	১০,১২,০০০	৩,৫০,০০০
ফরাসী উত্তর আফ্রিকা		
বেলজিয়ম		
নেদারল্যাণ্ডস্		
নরওয়ে		
ডেনমার্ক		
ফিন্‌ল্যাণ্ড		
সুইডেন্		
সুইজারল্যাণ্ড		
ইটালি		
গ্রীস্		
এংলো-আমেরিকান ও ফরাসী এলাকা (জার্মানি)	৩১,০৮,০০	

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

ভারতের স্টার্লিং পাওনা

ইংলণ্ড হইতে একদল প্রতিনিধি ব্রিটেনের নিকটে ভারতের প্রাপ্য ষ্টার্লিং সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নয়াদিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন। ভারত-গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ দীর্ঘকাল এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া ও বে-সরকারী লোকমত সংগ্রহ করিয়া বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে এতদ্বিষয়ক কাগজপত্র বৈজ্ঞানিক ও ব্যাবহারিক ভাবে প্রস্তুত করেন। ব্রিটেনের নিকটে প্রাপ্যের পরিমাণ প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা। এই টাকা দুই ভাগে পরিশোধের প্রস্তাব করা হইয়াছে। (১) ১৯৪৭-৫০ সনের মধ্যে ৮৫০ কোটি টাকা এবং (২) ১৯৫০ হইতে ১৯৬০ সনের মধ্যে দশ বৎসরে ৭৫০ কোটি টাকা। প্রথম অংশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা হইবে :— (১) ২৫০ কোটি টাকা কারেন্সি রিজার্ভে রাখা হইবে, তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে এবং প্রয়োজনানুসারে ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লওয়া হইবে। (২) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য যন্ত্রপাতি ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির আমদানির জন্য ২৫০ কোটি টাকা রাখা হইবে। (৩) ভারতবর্ষে ব্রিটিশের যেসকল বাণিজ্যিক সম্পত্তি আছে, তন্মধ্যে যাহা ভারতের উপযোগী, তাহা স্বাধিকারে আনয়নের জন্য ২৫০ কোটি টাকা রাখা হইবে। (৪) যুদ্ধ-কালীন কারখানা ও ষ্টোর ক্রয়ের জন্য ৮০ কোটি টাকা রাখা হইবে। (৫) তৃতীয় ও চতুর্থ ধারায় অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য ৪০ কোটি টাকা রাখা হইবে।

তৃতীয় ধারায় ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রয়োজনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতে ব্রিটিশের নিয়োজিত অর্থের একটি সেন্সাস গ্রহণ করিবে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য নির্ণয় ব্যতীতও প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশের যে-সকল সম্পত্তি গ্রহণ করা হইবে, তাহা ভারতের প্রতি ন্যায়বিচার যাহাতে হয়, তজ্জন্য বর্ত্তমান অতিরিক্ত হার অপেক্ষা যথেষ্ট কম হারে দেওয়া হইবে এবং বর্ত্তমানে

কেবল যেসকল সম্পত্তি হইতে উচ্চ হারে সুদ পাওয়া যায় তাহা এবং যে সকল ম্যানেজিং এজেন্সি পরিচালনে অধিক ব্যয় হয়, তাহাদের স্বত্ব ক্রয় করা হইবে।

অবশিষ্ট ৭৫০ কোটি টাকা পরিশোধ সম্পর্কে এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ১৪০ সন হইতে প্রতি বৎসর ৭৫ কোটি টাকা হিসাবে এই টাকা আদায় করা হইবে এবং ১৯৪৭ সন হইতে ১৯৮০ সন পর্য্যন্ত শতকরা দুই টাকা হারে সুদ আদায় হইবে। সুদের পরিমাণ বৎসরে ১২·৭৫ কোটি টাকা যা মূল বৎসরে মোট ১২৭·৫ কোটি টাকা হইবে। এইরূপে ব্রিটেনের ভারতবর্ষকে বৎসরে মোট ৮৭·৭৫ কোটি টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

মোলাকাৎ

সোরোকিন বনাম সরকার

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের কথোপকথন)

প্রঃ—আজ আপনার সঙ্গে মার্কিন পণ্ডিত সোরোকিন সম্বন্ধে একটু মোলাকাৎ চালাইতে চাই।

উঃ—কেন? সোরোকিন সম্বন্ধে আগে কিছু শুনিস্‌নি?

প্রঃ—না। কেবল নামটা শুনেছি। আপনার কাছে তাঁর চিঠিপত্র আসে—শুধু এইটুকু জানি। তবে তাঁর চিন্তাধারার কোনো বিশ্লেষণ আপনার মুখে এখনো শুনিনি। অবশ্য আপনার বইয়ের মধ্যে কিছু-কিছু প'ড়েছি।

উঃ—কোন্ বইয়ে পড়্‌লি?

প্রঃ—আপনার ঐ "ডিলেমেস্ অ্যাণ্ড টাউনস্ অ্যাণ্ড সোশ্যাল প্যাটার্ণ্‌স্" বইটা কিছুদিন যাবৎ পড়্‌ছি। তার ভেতর উন্নতি-দর্শন সম্বন্ধে শেষ দিকে একটা খুব বড় আলোচনা আছে। সেখানে আপনি সোরোকিন ও স্পেংলারের উন্নতি-তত্ত্ব নিয়ে প্রথমেই আলোচনা ক'রেছেন। বইটা পড়্‌বার সময় আপনার স্বকীয় মতটাও বেশ জোরের সাথে মনে দাগ রেখে গেলো। ইতিপূর্ব্বে স্পেংলার সম্বন্ধে কিছু-কিছু আলোচনা আপনার সঙ্গে চালিয়েছিলাম। আজ তাই সোরোকিন সম্বন্ধে কিছু ভাল ক'রে জান্‌তে চাই। (ডিসেম্বর ১৯৪০)

উঃ—মার্কিণ সমাজশাস্ত্রীদের ভেতর সোরোকিনের ঠাঁই বেশ উঁচুতে। লোকটা আসলে রুশ। বোল্‌শেভিক বিপ্লবের দুশ্মন—কাজেই সোভিয়েট রুশিয়া হ'তে ফেরার। গণ্ডাকয়েক বই তাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে। অধিকাংশই ইংরেজিতে। আজকাল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরে।

প্রঃ—দু' একখানা বইয়ের নাম বলুন্ না।

উঃ—তাঁর বইয়ের নাম "সোশ্যাল্ অ্যাণ্ড কাল্‌চার্যাল্ ডিনামিক্‌স্" (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর)। চার খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই তাখ্, সেদিন চতুর্থ খণ্ডটা এসে পৌঁছেছে সোরোকিনের কাছ থেকে। অন্যান্য বইয়ের ভেতর "সোশ্যাল মবিলিটি", "জেনার‍্যাল থিয়োরি অব্ ল", "কন্‌টেম্‌পোরারি সোশিঅলজিক্যাল থিয়োরীজ্" "সোশিঅলজি অব্ রেভোলিউশন্," "ফ্যাক্টর্-আর্যাল্ সোশিঅলজি" ইত্যাদি সুপরিচিত।

প্রঃ—দু-এক কথায় এখন বুঝিয়ে বলুন সোরোকিনের চিন্তা-প্রণালীর বিশেষত্ব কী।

উঃ—"সোশ্যাল মবিলিটি" (সামাজিক গতিভঙ্গী) ইত্যাদি বইয়ে সোরোকিন ছিলেন সমাজশাস্ত্রী। "ডিনামিক্‌স্" (রূপান্তর) বইয়ে তাঁকে দার্শনিক মূর্ত্তিতে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রঃ—কী তাঁর দর্শন?

উঃ—সোরোকিনের দর্শনের একটা মস্তবড় কথাই হ'লো লোকে যাকে বলে "অধ্যাত্ম-নিষ্ঠা"। সোরোকিন "সেন্সেট্" ও "আইডিয়েশন্যাল" ইত্যাদি পারিভাষিকের স্রষ্টা। প্রথমটার অর্থ "ইন্দ্রিয়মুখী" বা "বস্তুতান্ত্রিক"। দ্বিতীয়টার অর্থ "ভাবনিষ্ঠ," চিত্তমুখী ইত্যাদি। পারিভাষিক দুটো আজকাল মার্কিণ পণ্ডিতমহলে চলে মন্দ না। সোরোকিনের "আইডিয়্যালিষ্ট" (আদর্শনিষ্ঠ) পারিভাষিক এই দুয়ের সমন্বয়।

প্রঃ—আপনার বই পড়্তে-পড়্তে মাঝে-মাঝে এই সকল শব্দের প্রয়োগ দেখ্তে পাই। অর্থটা আগে ঠিক ধর্তে পারিনি। এখন আপনি বলুন সোরোকিনের উন্নতি-দর্শনটা কী।

উঃ—ফলের দিক্ দিয়ে বিচার কর্লে সোরোকিন-দর্শন স্পেংলার-দর্শনেরই প্রতিধ্বনি। "সোস্যাল অ্যাণ্ড ক্যালচার্যাল ডিনামিক্স্" বইয়ে সোরোকিন ব'লেছেন যে, পড়ুয়ারা যেন তাঁকে স্পেংলারের সঙ্গে একদলস্থ না করে। কিন্তু সত্যি কথাটা কী? দুই দার্শনিকের মধ্যে শব্দগত ও লিখ্বার ভঙ্গি-প্রণালীর পার্থক্য আছে যথেষ্ট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোরোকিনের যা চরম কথা, তা স্পেংলারের কথারই হুবহু অনুরূপ। 'ডিক্লেজেস্ অ্যাণ্ড টাউনস্ অ্যাণ্ড্ সোস্যাল্ প্যাটার্ণস্' বইয়ের আলোচনাগুলায় এসব কথা খুলে ব'লেছি।

প্রঃ—সোরোকিন তাঁর দর্শনে কী বল্তে চান?

উঃ—সোরোকিনের মতে বর্ত্তমান যুগটা চরম মাত্রায় ইন্দ্রিয়নিষ্ঠা বা বস্তুতান্ত্রিকতার যুগ,—সৃষ্টি-প্রতিভার অবনতির যুগ—বহির্মুখীনতার পরিপূর্ণ আধিপত্যের যুগ। এই স্তরের পরে একটা পূর্ণ আধ্যাত্মিক স্তরে মানুষ উঠ্বে। তখন নয়া সেইণ্ট আগাষ্টিন আবার আস্বে। এইসকল যুগাবতারের আবহাওয়ায় দুর্য্যোগের অবসান হবে। এই হ্যাখ্ চতুর্থ খণ্ড বইটা। সোরোকিনের আসল কথাগুলা একসঙ্গে গুছিয়ে বলা আছে শেষ কয় পৃষ্ঠায়। পড়্লে দেখ্বি ঠিক যেন স্পেংলারের চিন্তাধারা আর সিদ্ধান্তের সারমর্ম্ম।

প্রঃ—সোরোকিনের উন্নতি-দর্শনটা আপনার লাগে কিরূপ?

উঃ—"সোস্যাল্ মবিলিটি," "ফ্ল্যাক্স-আর্ব্বান সোশি-অলজি", "কণ্টেম্পোরারি সোশিঅলজিক্যাল থিয়োরীজ্" ইত্যাদি বইয়ের যাদই আমার মতে ঠেঁকসই। এ-সবের তথ্য ও যুক্তি দুই-ই অনেকাংশে স্বীকারযোগ্য। কাজেই "সমাজশাস্ত্রী" সোরোকিনের চিন্তার সঙ্গে আমার মিল আছে বহু ক্ষেত্রে। "দার্শনিক" সোরোকিনের সঙ্গে আমার বনিবনাও অসম্ভব। "ডিনামিক্স্" বইটায় সোরোকিন দার্শনিকের মূর্ত্তিতে দাঁড়াতে চেষ্টা ক'রেছেন। দার্শনিক সোরোকিনের চিন্তাধারাকে আমার দর্শন বহু আয়গাতেই বরদাস্ত কর্তে পারে না। এই বইটার চার খণ্ড অনেকাংশেই বস্তুনিষ্ঠায়ও দরিদ্র আর যুক্তিনিষ্ঠায়ও দরিদ্র।

প্রঃ—উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন?

উঃ—সোরোকিন বলেন,—মানুষ বর্ত্তমানে পূর্ব্বেকার চেয়ে সৃষ্টিশক্তিতে ছোট। এই মতবাদের চরম বদ আমি। আমি বস্তুনিষ্ঠ নজরে মানব-প্রতিভার ক্রমিক অবনতি দেখ্তে পাচ্ছি না। দ্বিতীয়তঃ, সোরোকিনের বিচারে মানুষগুলা বর্ত্তমানে অতিরেকী বস্তুনিষ্ঠ। একথাও প্রতিবাদ-যোগ্য। তৃতীয়তঃ, সোরোকিন মানুষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধ্যাত্ম-বিজয়ের পাঁড়-প্রচারক। আমি এই মতবাদকে নেহাৎ হেঁয়ালিময় ও বুজরুকিপূর্ণ বিবেচনা করি। আমার বিচারে মানুষগুলা কোনো অবস্থাতেই পুরাপুরি বস্তুনিষ্ঠ নয়; আবার এমন কোনো স্তরও নেই যেখানে দুনিয়ার নরনারী পুরাপুরি আধ্যাত্মিক জীবে পরিণত হবে। দুনিয়ার সকল যুগে মানুষ একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ আর চিত্তনিষ্ঠ। অথবা এই দুইয়ের সমন্বয়—সোরোকিনের "আইডিয়্যাদিজ্ম্"—সকল স্তরেই বর্ত্তমান।

প্রঃ—সোরোকিন কি বলেন যে, এমন স্তর একদিন আসবে যখন মানুষের জীবনে অসৎ, অসুন্দর, অশিবের কোনো ছায়াও থাকবে না ?

উঃ—হাঁ। এই ধরণের কথা সোরোকিন বলতে অভ্যস্ত। তাঁর দর্শনে মানুষের পক্ষে চরম "আধ্যাত্মিকত্ব"র স্তরে ওঠা সম্ভব—সেখানে সবই শিব, সবই সত্য, আর সবই সুন্দর। এসব কথার বিরুদ্ধে আমার কী মতামত তা তোর বেশ জানা আছে।

প্রঃ—তবুও আবার বলুন।

উঃ—হিংসা-চুকলি, টক্কর, হাম্-বড়াই, ছুচ্ছুরি, বদ্‌মায়েসি, গুণ্ডামি, লড়াই ইত্যাদি অ-শিব ছাড়া রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব। এই সকল অ-শিব, অ-সত্য বা অ-সুন্দর সম্বন্ধে একালের মানুষ আগেকার (সত্য যুগের) মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। অপরদিকে ভবিষ্যতের (কলি-যুগের) মানুষও বর্ত্তমান (কলিযুগের) নরনারীর চেয়ে বেশী-বেশী সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী থাকবে না। হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, ছুচ্ছুরি, গুণ্ডামি, বাটপাড়ি, বদ্‌মায়েসি, ইত্যাদি অশিবগুলা আকার-প্রকারে বদ্‌লে যাচ্ছে মাত্র। কিন্তু টক্কর থাকবেই থাকবে। লড়াই থাকবেই থাকবে। হিংসা অমর ও সনাতন। কোনো যুগাবতারের বাবার সাধ্যি নেই যে, সে এসে পৃথিবীর মানুষ-গুলাকে ছুতিয়ে অহিংসা-নিষ্ঠ ক'রে তোলে। আমার বিবেচনায় স্পেংলার আর সোরোকিন দুইই সমানভাবে বাতিল। দুই সমাজপাত্রী বা দার্শনিকের চিন্তারই গলদ র'য়েছে বিস্তর। প্রথমতঃ তথ্যের ভুল। দ্বিতীয়তঃ তথ্য-ব্যাখ্যার, তর্ক-প্রণালীর আর যুক্তিপ্রয়োগের ভুল। এই কথায় ধরা পড়ছে আবার এই অধমের "গলদি"-দর্শন।

পত্রিকা-জগৎ

"দি এগ্রিকাল্‌চারাল সিচুয়েশন"

(জানুয়ারী, ১৯৪৭)

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কৃষিবিভাগ হইতে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যায় "আমেরিকার শুষ্ক দুধের কারবার" নামক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান লাভ করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সবই বিচিত্র। শুক্‌নো দুধের কারবারে এই দেশ যে পয়সা রোজগার করে তাহা ভাবিতে গেলে মন অবাক বিস্ময়ে পূর্ণ হয়ে উঠে। যুদ্ধের মধ্যে এই কারবারটাও বেশ ফেঁপে উঠে। ১৯৩৫-৩৯ সনের তুলনায় ১৯৪৪ সনে খাঁটি ও মাখন-তোলা উভয় জাতীয় শুষ্ক দুধ উৎপাদন তিন গুণেরও অধিক বাড়িয়া যায়। ১৯৪৬ সনের উৎপাদনও ১৯৪৫ সনের কাছাকাছি।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মাখন-তোলা শুষ্ক দুধের তুলনায় খাঁটি শুষ্ক দুধ উৎপাদন খুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময় এই চিজের উৎপাদন অন্য যে কোন খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনকে বহু দূর অতিক্রম করিয়াছে। প্রাগ্-যুদ্ধ গড় উৎপাদন ১৯ মিলিয়ন পাউণ্ডের স্থলে ১৯৪৫ সনে উৎপাদন দাঁড়ায় ২১৯ মিলিয়ন পাউণ্ড।

যুদ্ধের আগে মাখন-তোলা শুষ্ক দুধ পশু-খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধের কল্যাণে মানুষ এই বস্তুও উদরসাৎ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ১৯৪৬ সনে সকল রকমের মাখন-তোলা শুক্‌নো দুধের উৎপাদন দাঁড়ায় ৬৩৫,০০০,০০০ পাউণ্ড; পক্ষান্তরে যুদ্ধের আগে (১৯৩৫-৩৯) গড় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড। ১৯৩৫-৩৯ সন-গুলায় পশুখাদ্যরূপে মাখন-তোলা শুক্‌নো দুধের গড় উৎপাদন ছিল ১৩০,০০০,০০০ পাউণ্ড। ১৯৪৬ সনে উৎপাদন দাঁড়ায় মাত্র ১৫,০০০,০০০ পাউণ্ড।

১৯৪৭ সনে শুষ্ক দুধ রপ্তানি ও সামরিক বিভাগে ইহার চাহিদা নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইবে।

তাহা সত্ত্বেও প্রাগ্‌যুদ্ধ সময়ের তুলনায় রপ্তানি নিশ্চয়ই কয়েকগুণ বেশী দাঁড়াইবে। এই আয়ের একটা মোটা অংশ স্থায়ী আকার ধারণ করিবে। অন্যান্য চাহিদাও যথেষ্ট পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মাখন-বর্জ্জিত শুষ্কনা দুধের কারখানার সংখ্যা ২৮০টী ছিল। ১৯৪৩ সনে কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫২৯। ১৯৪৪ সনে আরও অনেক নতুন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

মাখন-হীন শুষ্কনা দুধের কারখানার তুলনায় খাঁটি শুষ্কনা দুধের কারখানার সংখ্যা অনেক কম। ১৯৪৪ সনে শেষোক্ত শ্রেণীর কারখানা-সংখ্যা ৯৭; খাঁটি শুষ্কনা দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ১৭৮ মিলিয়ন পাউণ্ড। ১৯৪৫ সনে মাখনহীন শুষ্কনা দুধ তৈরীর জন্য প্রায় ১২ লাখ গরুর দরকার হইয়াছিল। এই সনে প্রায় ৩ লাখ গরুর দুধ থেকে খাঁটি শুষ্কনা দুধের পাউডার বা চূর্ণ তৈরী হইয়াছিল।

সমালোচনা

১৮৫৭: দি গ্রেট রিবেলিয়ান্; অশোক মেহতা; হিন্দ কিতাবস্; মূল্য ১৷০।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহত্তম আন্দোলন সম্পর্কে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। ইংরেজ লেখকগণ এই মহাবিদ্রোহের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই। গ্রন্থকার সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন। তিনি অনাবশ্যক ভাব-প্রবণতাকে প্রশ্রয় না দিয়া নিরপেক্ষ-ভাবে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতেই এই বিদ্রোহের নিখুঁত বিবরণী চমকপ্রদ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। সামন্ততন্ত্রের পুনরভ্যুত্থানের চেষ্টা, জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় চৈতন্য, জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক স্ফুরণ, সামাজিক অত্যাচারের জন্য জনসাধারণের কোপানল—এই সমস্ত মিলিয়া ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ সৃষ্টি করে—গ্রন্থকারের এই অভিমত সত্য বলিয়াই মনে হয়। তা সত্ত্বেও বইখানায় অনেক অসঙ্গতি রহিয়াছে। কারণ এক স্থানে গ্রন্থকার এই বিদ্রোহের পশ্চাতে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও দীর্ঘ প্রস্তুতি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া আর এক জায়গায় ইহাকে আকস্মিক অভ্যুত্থানরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মেহ্‌তার বইখানাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ বলা যায় না। অন্যান্য গবেষকগণ এদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে অমূল্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন।

দোষ-ত্রুটী সত্ত্বেও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে বইখানার যথেষ্ট মূল্য আছে। মুদ্রণ ও বাঁধাইও চমৎকার।

দি সোভিয়েট ইউ; এল, জি, ভার্ড লিকাস; সরস্বতী লাইব্রেরী; সি ১৮ ও ১৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; কলিকাতা; ৩৷০।

সোভিয়েট ইউনিয়নের অধীনে বিপ্লবে মধ্য এসিয়া যে অসাধ্য-সাধন করিয়াছে আলোচ্য গ্রন্থে তাহার চমকপ্রদ বিবরণ স্থানলাভ করিয়াছে। বিপ্লবের আগে মধ্য এসিয়ার শিক্ষা-দীক্ষার অনগ্রসর লক্ষ লক্ষ মানুষ হীন জীবন যাপন করিত। এখানকার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদও অনাবিষ্কৃত অবস্থায় ছিল। কাজেই ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে তদানীন্তন রুশের মধ্য এসিয়ার আশ্চর্য্য মিল ছিল। বইখানায় এই পশ্চাদ্‌ভূমির বিবরণ জলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই বইখানা ভারত-বাসীর নিকট বিশেষ বার্ত্তা লইয়াই সমাগত। ইহা পড়িলে ভারতবাসীরা বিশেষ উপকৃত হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। এব্ অ্যাণ্ড্ ফ্লো ইন্ ট্রেড্ ইউনিয়নিজম্; সিণ্ড ওল্‌ম্যান্; ন্যাশনাল বুরো অব্ ইকনমিক রিসার্চ; নিউইয়র্ক; ২৭২ পৃঃ; ২·৫০ ডলার।

২। লাও অব্ দি মল ম্যান্; নিউলিস্ বাসেল স্মিথ; কিংস ক্রাউন প্রেস; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ৩০৪ পৃঃ; ৩·৫০ ডলার।

৩। কুক, কেমিন অ্যাণ্ড রিলিফ; ১৯৩০-১৯৩৬; কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস; নিউইয়র্ক; ১৯৩৬; ১৬২ পৃঃ; ১·৫০ ডলার।

৪। এ কার্টেল পলিসি ফর দি ইউনাইটেড্ নেশন্স; কব্ বিস্ ডি এডোয়ার্ডস; কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটী প্রেস; নিউইয়র্ক; ১৯৪৪; ১২৮ পৃঃ; ১·২৫ ডলার।

৫। ন্যাশনাল ইন্টারেষ্ট অ্যাণ্ড্ ইন্টার-ন্যাশনাল কার্টেলস্; চার্লস আর হুইটনে; ম্যাক্মিলান কোং; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ১৭৮ পৃঃ; ২·৫০ ডলার।

৬। কন্ট্রোলিং ওয়ার্ল্ড ট্রেড: কার্টেলস্ অ্যাণ্ড্ কমোডিটী এগ্রীমেন্টস; এডোয়ার্ড এস ম্যাসন; ম্যাক্ গ্রহিল বুক কোম্পানি; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ৩০৬ পৃঃ; ২·৫০ ডলার।

ভারতে জল-বিদ্যুৎ

শ্রীবিজনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ

ভারতে জল-বিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহারের চেষ্টা খুবই আধুনিক। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই শিল্প কোন উল্লেখযোগ্য আকার গ্রহণ করে নাই। কেবল-মাত্র আসামে, মহীশূরে ও সিন্ধুতে ইহার কিছু কিছু প্রচলন হইয়াছিল। কিন্তু ঐসকল ক্ষেত্রেও কোন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এই চেষ্টা হয় নাই। কোথাও জলসেচের সহায়তা, কোথাও কয়লার অভাব পূর্ত্তি, আর কোথাও বা প্লাবন-নিবারণের উদ্দেশ্যই মুখ্য ছিল। কিন্তু আজ যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিস্তৃত ও গভীর প্রচেষ্টা সকল প্রদেশ ও শিল্প-কর্ত্তারই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই পরিকল্পনাগুলির সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, আজিকার প্রত্যেকটি পরিকল্পনা এক একটি স্রোত-ধারার বহুমুখী ব্যবহার-প্রচেষ্টারই প্রকাশ। জলসেচ, প্লাবন নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি আজ আনুষঙ্গিক ও গৌণ। দেশের শক্তি-সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য এবং তেল ও কয়লাখনির স্বল্পতার পরিপোষক হিসাবেই এইসব পরিকল্পনা।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সরকারী বেসরকারী অনেক পরিকল্পনাই আছে। মোটামুটি দেশের শিল্পোন্নয়ন, কৃষির আধুনিকী-করণ ও জীবনযাত্রার মাপকাঠির তিন গুণ বৃদ্ধি সাধন করাই তাহাদের প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য। এই প্রচেষ্টার জন্য চাই মূলধন, যন্ত্রদক্ষ শ্রমিক ও শক্তির সুবিধাজনক সরবরাহ। তাহা হইলেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ যথাযথ ব্যবহৃত হইতে পারে। মালিকানা, শাসন-তন্ত্র সংক্রান্ত অন্যান্য যেসব অসুবিধা আছে সরকার আইনের বলেই তাহার সুরাহা করিতে পারেন। কিন্তু উপরের বর্ণিত প্রয়োজন কয়টি আইনের নাগালের বাইরে।

আমাদের জাতীয় আর্থিক সম্পদের দিকে আজ তাকাইলে দেখা যায় যে, মূলধন আজ যুদ্ধের অবসানে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও সরকার উভয়ের হাতেই যথেষ্ট জমিয়াছে। বাকীটা ঋণ করিয়া ও সম্পত্তির মালিকানা সরকারী করিয়া মিটাইয়া দেওয়া যায়। আমাদের অভাব যন্ত্রদক্ষ শ্রমিকের। তার জন্য যন্ত্রশিক্ষার প্রসার ও বিদেশী শ্রমিকের সাময়িক আমদানির চেষ্টাও চলিতেছে। কিন্তু আমদানিতে শক্তির অভাব পূরণ হয় না। আমাদের তেলের অভাব সুবিদিত। কয়লাও অপ্রচুর এবং অনুৎকৃষ্ট। তাছাড়া ৪০ কোটি লোকের জাতীয় আর্থিক জীবনে অপরিহার্য্য কুটীর-শিল্পেও শক্তি সরবরাহ করিতে হইবে। বস্তুতঃ, এই অভাবের অনুভূতিই আজ সরকার ও মালিকদের দৃষ্টি জল-বিদ্যুতের দিকে ফিরাইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্স আলসাস লোরেনের অপর্য্যাপ্ত লৌহ-সম্পদকে ফরের কয়লা ব্যতিরেকে ব্যবহার করিতে না পারিয়া এক অর্থনৈতিক অচলায়তনের মধ্যে পড়ে। কিন্তু বিগত যুদ্ধের পর হইতে ফ্রান্স এই অভাব মিটাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া জলবিদ্যুতের উৎপাদনে মনোনিবেশ

করে এবং 'শাদা কয়লা' দিয়া আসল কয়লার অভাব বহু পরিমাণে পূরণ করে। বিশেষ করিয়া রেলইঞ্জিন, তারবার্ত্তা ও যন্ত্রবহরের শিল্পগুলি প্রচুর সুবিধা পায়। কয়লারও বাঁচোয়া হয়।

আমাদের দেশেও তারবার্ত্তা এবং যানবাহনের চলাচল অধিকতর প্রসারের অপেক্ষা রাখে। ক্ষুদ্রায় ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিও শক্তির সরবরাহ পাইলে খুবই উন্নতি লাভ করিবে। অথচ পর্য্যাপ্ত শক্তির সরবরাহ আমাদের দেশে নাই। বর্ত্তমানে এই অপর্য্যাপ্ত শক্তিই আবার কিভাবে অপব্যয়িত হয় এক রেল ইঞ্জিনের দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। রেল ইঞ্জিনের বাষ্প শক্তির উৎপাদনে যে কয়লার ব্যবহার হয়, তাহাতে কয়লার তাপ-শক্তির শতকরা ৪ ভাগ মাত্র ব্যবহৃত হয়। এই জন্যই বিদ্যুৎ-চালিত যানবাহনের প্রসার হওয়া দরকার। পুনা ও মাদ্রাজে এরই মধ্যে অল্প বহরে এই ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। এখন কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া একদিকে রাণাঘাট, অন্যদিকে বর্দ্ধমান ও চাঁচানগর পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ-চালিত রেলগাড়ীর পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু যে শক্তির সরবরাহের উপরে এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে, তাহা দামোদরের স্রোতে নিহিত। এই জন্যই দামোদরে চটি বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে, যাহাতে বর্ত্তমানের শ্রাবনধারা ভাবী ভারতে মহামানবের কাজ করিতে পারে।

দামোদরের এই পরিকল্পনা বাংলা ও বিহার এই উভয় প্রদেশেই বিস্তৃত। নদীর বিভিন্ন বাঁধ বিভিন্ন এলাকায় পড়িবে। একদিকে যেমন হাজার হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে তেমনি হাজার হাজার একর জমি পাইবে জলসেচ। বিহার আবার উত্তরে নেপালের সহযোগিতায় ঘরঘোড়া-পার্ব্বত্য নদী কোশীতে বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। এই নদীর ২,৫০০ মাইল ঘরকে চাকা। এর প্রথম বাঁধটি ভূপৃষ্ঠের ৭৫০ ফুট উপরে নির্ম্মিত হইবে। পৃথিবীর ইহাই হইবে সর্ব্বোচ্চ নদী বন্ধন। আমেরিকার সর্ব্বোচ্চ নদী বন্ধন 'হোওার ড্যাম' ৭২০ ফুট উপরে অবস্থিত। দামোদরের মত এই বাঁধেরও উদ্দেশ্য হইবে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ-সরবরাহ করা। এই উদ্দেশ্যে ভারতের অন্যত্রও অনুরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

যে কয়টি পরিকল্পনা এরই মধ্যে সরকারের মনোযোগ ও তৎপরতা লাভ করিয়াছে, তার মধ্যে উত্তর ভারতে দামোদর ও কোশী, আর দক্ষিণ ভারতে হীরাকুদ, হুদ্রুমা ও তুঙ্গভদ্রা—এই কয়টিই প্রধান। এর প্রত্যেকটিই আবার ব্যবহারের প্রচেষ্টায় ও ফলাফলে একাধিক প্রদেশের স্বার্থের সাথে জড়িত। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ত, খনি ও শক্তি বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় বারিক শক্তি বোর্ড ও কেন্দ্রীয় নৌচালন ও জলসেচ কমিশন এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলিকে কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া প্রত্যেকটি নদীর উপত্যকায় একটি করিয়া আঞ্চলিক শাসন-ব্যবস্থা পৃথকভাবে বসানো হইতেছে। এই শাসন কেবলমাত্র পরিকল্পনার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যকে সার্থকভাবে রূপদান করিবার জন্যই পরিচালিত হইবে। কাজেই কোন সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বার্থ এখানে স্থান পাইবে না। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন এরই মধ্যে উপরিউক্ত নীতির উপরে গঠিত হইয়াছে। শীঘ্রই আশা করা যায় যে, কোশী নদী সম্পর্কেও এরূপ একটা শাসন-যন্ত্র কায়েম হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের রাজনীতির সঙ্কীর্ণতা দুঃখের সাথে মনে না করিয়া পারা যায় না। এখনও দুদ্রুমা উৎসের মালিকানা লইয়া উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে কলহ চলিতেছে। বাংলা ও বিহারের মধ্যেও এইরূপ এক কলহের জন্য দামোদর পরিকল্পনা কাজে লাগিতে প্রায় দুই বৎসর দেরী হইয়াছে। কে জানে কোশী লইয়াও আবার নেপালে বিহারে এক মতদ্বৈধ হইবে কিনা। মহানদীর বাঁধ লইয়া আবার সম্বলপুরের স্থানীয় অধিবাসীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু একটু যদি এই সব প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের স্থানীয় সরকার ও অধিবাসীরা বিবেচনা করেন যে, এই পরিকল্পনার পরিণতি তাহাদের কি উপকার করিবে আর এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে কি বিপুল ব্যয়ের প্রয়োজন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা দেখিতে পাইবেন কেন্দ্রীয় রক্ষণাধীনে আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এমন কি একমাত্র পন্থা। দিল্লীতে আন্তঃপ্রাদেশিক সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে, কেন্দ্রীয় পূর্ত্ত সচিব মিঃ ভাবাও এই পন্থাকেই আমাদের সমস্যার সৌরবময় সমাধান বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমেরিকার বহু বিস্তৃত টেনিসী ভ্যালী পরিকল্পনাই এই সমাধান ব্যবস্থার অগ্রদূত। দামোদরের সমস্যা যখন আজ সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, তখন আশা করা যায় অন্যান্য স্থানেও শাসন-যন্ত্রের সমস্যা অলঙ্ঘনীয় থাকিবে না।

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—ইঞ্জিনীয়ারিং ও ইঞ্জীনিয়রিং শিক্ষা। বাংলায় বন-চাউলের অবস্থা। ২

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতে খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থা। গম-সংক্রান্ত শেষ পূর্ব্বাভাষ। ভারতের কাইং শুল্ক। ভারতের সর্করা পরিস্থিতি। ৩

চলিস্তার ধনদৌলত ঃ—আমেরিকার মোটর শিল্পের স্বর্ণজয়ন্তী। আন্তর্জাতিক খাদ্য-পরিস্থিতি। ৪

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা। ৫

মোলাকাৎ ঃ—সোবোবিন বনাম সরকার। ৬

পত্রিকা-জগৎ ৮

সমালোচনা ৯

গ্রন্থপঞ্জী ৯

প্রবন্ধ ঃ—ভারতে জল-বিদ্যুৎ।

শ্রীবিজনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ ১০

জয় যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবন বীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৫ সালে ইহার প্রকৃত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সংস্থানের সারবত্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

১৯৪৫ সালের নূতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস :—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস—কলিকাতা

১, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বৈশাখ—১৩৫৪

আর্থিক উন্নতি

২২শ বর্ষ—২য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥
অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরা
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়া

CALCUTTA

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)
Established April, 1926
Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director
DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE MAY-JUNE NUMBER, 1947.

Section 1. Wealth of Bengal : Impending Famine. p. 14.

Section 2. Economic India : Wool Industry. Indian Trade Unions. Law Regarding Wages. p. 15.

Section 3. World Economy : British Foreign Trade. Mineral Wealth of Siberia. Jute Grown in Central Asia. Reconstruction Works in U. S. S. R. Economic Condition of U. S. A. p. 16.

Section 4. Men, Institutions and Movements : Labour Strikes in Calcutta. Indian Science Congress. Foreign Scientists Honoured in India. p. 17.

Section 5. Interview : Calcutta Rotary Club. p. 18.

Section 6. World of Journals : *Social Security Bulletin*. p. 20.

Section 7. Reviews : America's Trade with Russia. Getting into Foreign Trade. p. 20.

Section 8. Bibliography : 8 books announced. p. 21.

Article : Different Sorts of Dependence and Efforts to Attain Independence. By Prof. Kastur Chand Lalwani, M. A. p. 22.

বাংলার সম্পদ্

আসন্ন দুর্ভিক্ষ

ঢাকার গ্রামাঞ্চল হইতে প্রত্যহ বহু নরনারী সহরের রেশন অঞ্চলে আসিতেছে এবং বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া এক মুষ্টি ভাত বা চাউলের জন্য করুণ স্বরে আবেদন করিতেছে। জিলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে-সব খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে জানা যায়, অনেক অঞ্চলে চাউল একেবারেই পাওয়া যায় না। কোন কোন অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে চাউল পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহা ৩৫৲ টাকা দরে বিক্রয় হয়। এত দরে চাউল ক্রয় করিবার ক্ষমতা গ্রামবাসীদের শতকরা ৯৮ জনেরই নাই ; সুতরাং অনেককে অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতে হইতেছে এবং কেহ কেহ ভাতের বদলে নানাপ্রকার বাজে জিনিষ খাইয়া কোন প্রকারে জীবনধারণ করিতেছে এবং অতি সহজেই নানা রোগগ্রস্ত হইতেছে। প্রকাশ যে, জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী গুদামে মজুত চাউলের পরিমাণ খুবই কম। পল্লী-অঞ্চলে চাউল সরবরাহ করিবার জন্য অসামরিক সরবরাহ বিভাগকে বিশেষ কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেখা যাইতেছে না। সুতরাং পল্লীঅঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা ক্রমেই অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে।

নোয়াখালীর সন্দ্বীপে চাউলের মূল্য প্রতি মণ ৩২৲ টাকায় উঠিয়াছে এবং আরও বাড়িবার সম্ভাবনা। অবিলম্বে খাদ্য সরবরাহ চাহিয়া সন্দ্বীপের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী, নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলারের নিকট তার প্রেরিত হইয়াছে।

গোপালগঞ্জের (ফরিদপুর) অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে মোটা চাউল ২৮৲ মণ, আতপ চাউল ৩২৲ মণ ও ধান ১৮৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। আউশ ফসলের অবস্থাও আশাপ্রদ নহে।

রাজবাড়ী (ফরিদপুর) হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, সমগ্র মহকুমাব্যাপী খাদ্যের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন স্থানে চাউলের মূল্য ২৩৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা।

মাদারীপুর মহকুমার চাউলের মণ ৩৬৲। ফরিদপুরের নড়িয়া, পালং, ভোজেশ্বর, আলারিয়া ও চিকন্দীসহ মাদারীপুর মহকুমার পূর্ব্বাংশে ৩৫৲ হইতে ৩৯৲ টাকার মধ্যে চাউল বিক্রয় হইতেছে। বৃহত্তর চাউল কেন্দ্র চরমুগরিয়ার চাউলের মণ ৩০৲ টাকা হইয়াছে। সরকারী নিয়ন্ত্রিত দোকানগুলিতে সরবরাহ নাই বলিলেই চলে। সহস্র সহস্র নরনারী খাদ্যাভাবে অনশনে দিন কাটাইতেছে।

পাবনা সহরে ২৫৲ টাকা মণ দরে এবং মফঃস্বলে তাহা অপেক্ষাও ১৲ টাকা বেশী দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। বাজারে চাউল পর্য্যাপ্ত পাওয়া যায় না এবং আরও মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

দুড়িগ্রামে (রংপুর) ২১৲ টাকা মণ দরে চাউল ও ১১৲ টাকা মণ দরে ধান্য বিক্রয় হইতেছে। দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির জন্য আগামী ফসলের অবস্থাও অনিশ্চিত।

কুষ্টিয়া জেলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার বলেন যে, চাউল সরবরাহ সম্বন্ধে তিনি কোন নিশ্চয়তা দিতে পারেন না এবং সহর হইতে অন্যত্র চাউল রপ্তানিও তিনি আইনতঃ বন্ধ করিতে পারেন না, কারণ ২০ মণের অনধিক চাউল যে-কোন ব্যক্তির সরাইয়া লইয়া যাইবার আইনতঃ অধিকার আছে। তিনি স্বীকার করেন যে, বহু পরিমাণ চাউল বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং অবিলম্বে যদি সরবরাহ না পাওয়া যায়, তবে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা আছে।

জলপাইগুড়িতে চাউলের মূল্য ক্রমেই বাড়িতেছে। বর্ত্তমানে মণ প্রতি ২০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকার মধ্যে উঠানামা করিতেছে। গত ৩ মাস যাবৎ আটা অথবা গমজাত কোন প্রকার খাদ্যের একেবারেই সরবরাহ নাই।

আর্থিক ভারত

পশম-শিল্প

যুদ্ধের সময়ে এদেশে যেসমস্ত শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল তাহার মধ্যে পশম-শিল্প অন্যতম। যুদ্ধপূর্ব্ব যুগে ভারতে যে পশম উৎপন্ন হইত তাহার পরিমাণ প্রায় ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। এ পশম সাধারণতঃ ভারি ধরণের। সূক্ষ্ম পশমী বস্ত্র ভারতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা এদেশের চাহিদার তুলনায় যৎসামান্য বলিতে হইবে। সূক্ষ্ম পশমী কাপড় প্রায় সমস্তই ব্রিটেন কিংবা ইতালি হইতে আমদানি হইত। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৈদেশিক আমদানি একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এদেশে সৈন্যসামন্তের সমাবেশ করা একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায় এবং সেনাবিভাগের জন্য পশমী কাপড়ের চাহিদা যথাসম্ভব এদেশ হইতেই মিটাইতে হয়। তাহার ফলে পশম-শিল্পের যথেষ্ট প্রসার লাভ ঘটে এবং উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণ বাড়িয়া যায়। সেনাবিভাগের প্রয়োজন সাধারণতঃ মোটা পশমী কাপড়েই মিটিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময় পশমী কাপড় জনসাধারণের পক্ষে একরূপ স্বপ্নের অতীত বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু আশা করা গিয়াছিল যুদ্ধসমাপ্তির পর হয়তো এই বাঞ্ছিত সামগ্রীর দর্শন লাভ মিলিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট যেরূপ হিসাব দিতেছেন তাহাতে অন্ততঃ ২।১ বৎসরের মধ্যে এ বস্তুটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিবে না। যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় বর্ত্তমানে উৎপাদন ও গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও চাহিদার অনুপাতে ইহা অনেকের কিছু বেশী। গভর্ণমেণ্ট চাহিদা ও উৎপাদনের যা হিসাব দেখাইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	চাহিদা (লক্ষ হিসাবে)	উৎপাদন
পশমী সীট	৮০ পাউণ্ড	৪১ পাউণ্ড
শাল আলোয়ান ইত্যাদি	১১	৮৪
র‍্যাগ কম্বল প্রভৃতি	১৪	৬০
	১০৫	১১০

এ সমস্ত পশমী কাপড় মোটা ও ভারি রকমের। সুতরাং গজ হিসাবে ধরিতে গেলে পশমী কাপড়ের পরিমাণ যে আশানুরূপ হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য।

এদেশে যেসমস্ত পশম-শিল্পের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহারা সূক্ষ্ম পশম প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না। গজ প্রতি ১১৮ আউন্স হইতে ১৬ আউন্সের নীচে নামার ক্ষমতা তাদের নাই। এদেশে যেরূপ শীতবস্ত্রের প্রয়োজন তাহা গজ প্রতি ৮ আউন্স হইলে ঠিক হয়। আমাদের মিলগুলি সূক্ষ্ম সুতার পশমী কাপড় প্রস্তুত করিতে না শিখিলে পশমশিল্পের জন্য চিরদিনই বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। মিলগুলি এ কার্য্যে যাহাতে শীঘ্রই সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া যথাসম্ভব সমস্ত রকমের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে গভর্ণমেণ্ট এখন হইতেই চেষ্টিত হইবেন ইহাই আমরা আশা করি।

ভারতের ট্রেড্ ইউনিয়ন

ভারতবর্ষে ১৯৪৩-৪৪ সনে ট্রেড্ ইউনিয়ন ও উহার সদস্য-সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সনে রেজেষ্ট্রিকৃত ট্রেড্ ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ৭৬১টি, ১৯৪৪-৪৫ সনে হয় ৮৬৫। ঐ দুই বৎসরে ৫৩৩টি ও ৫৭৩টি ইউনিয়নের বার্ষিকী হিসাব হইতে দেখা যায়, উহাদের সদস্য-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৯৬৭ ও ৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩৬৮।

আলোচ্য বৎসরে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ইউনিয়নের সংখ্যা যথাক্রমে ২৯৭ হইতে ৩১০তে, ৮২ হইতে ৯৩তে এবং ১১৭ হইতে ১৫৪তে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মজুরির আইন

ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রধান শ্রমিক কমিশনার রেলওয়ে শ্রমিক সম্পর্কে ১৯৪৫-৪৬ সনের যে বিবরণী দাখিল করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৩৬ সনের "শ্রমিকদের বেতন প্রদান আইন"টি সাধারণভাবে রেলওয়ে

শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মুকুল দান করিয়াছে। দেশীয় রাজ্যগুলি ছাড়া ভারতের অন্তসকল রেলওয়েতে নিযুক্ত মাসিক অনধিক ২০০ টাকা বেতনের ১১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮৮৮ জন শ্রমিকের ক্ষেত্রে ঐ আইনটি প্রযোজ্য হইতেছে। এই আইনটির ফলে রেলওয়ে শ্রমিকদের রেজেষ্ট্রী রাখার অবহেলা বা ত্রুটি, বেতন, ভাতা প্রভৃতি প্রদানে বিলম্ব ইত্যাদি ব্যাপারে বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে।

রেলওয়ে শ্রমিক ফুণারভাইজারের সম্মতিসহ শ্রমিকদের জরিমানা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ১৫ বৎসরের অনধিক বয়সের শ্রমিকদের জরিমানা করা যাইবে না; যে কোনও ক্ষেত্রে জরিমানা করিবার পূর্ব্বে শ্রমিককে তাহার বক্তব্য বলিবার সুযোগ দিতে হইবে। জরিমানার পরিমাণ কোন ক্ষেত্রেই শ্রমিকের বেতনের টাকা প্রতি দুই পয়সার বেশী হইবে না। আলোচ্য বৎসরে ২০৩ জন শ্রমিকের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে জরিমানা আদায় করা হয়। কিন্তু পরে তাহা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদিগকে ফেরৎ দেওয়া হয়।

শ্রমিক কমিশনারের ঐ রিপোর্ট হইতে আরও জানা যায় যে, রেলওয়ের বিশেষ বিশেষ কাজে অনূর্দ্ধ ১৫ বৎসর বয়স্ক শ্রমিকদিগকে নিযুক্ত করা হয় না।

দুনিয়ার ধনদৌলত

বৃটেনের বাণিজ্য

১৯৪৬ সনে বৃটেনের মোট রপ্তানি মালের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ ভারতবর্ষে আসিয়াছে এবং উহার মূল্য ৮ কোটি পাউণ্ড। ঐ বৎসর বৃটেন হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় চালান গিয়াছে সাড়ে সাত কোটি পাউণ্ড মূল্যের মাল। তারপর ক্রমান্বয়ে কম মূল্যের মাল অষ্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হইয়াছে।

১৯৩৮ সনে বৃটেনের মোট রপ্তানি মালের শতকরা ১০ ভাগ ভারত ও পূর্ব্ব-এশিয়ায় আসিয়াছিল, আলোচ্য বৎসরে আসিয়াছে শতকরা ১৫ ভাগ এবং ইহার মূল্য সাড়ে তের কোটি পাউণ্ড। ঐ বৎসরে বৃটেন বিদেশ হইতে মোট ১২৯ কোটি ৮ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাল আমদানি করিয়াছে।

গত বৎসর জুলাই মাসে বৃটেনে ৮৮ হাজার ১০০ টন কাঁচা পাট মজুত ছিল, নভেম্বর মাসে ছিল ৬৯ হাজার ৭০০ টন।

সাইবেরিয়ার খনিজ-সম্পদ

সোভিয়েট একাডেমি অব্ সায়েন্স-এর এক সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সাইবেরিয়ার ইনিসি নদীর অববাহিকার অবস্থিত তুভা নামক স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চলে লৌহ, রৌপ্য, তাম্র ও স্বর্ণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কয়লার খনিতে ২৬ ফুট গভীর ১১টি স্তর আছে। একটি এসবেস্টস্ খনিও পাওয়া গিয়াছে।

মধ্য এশিয়ায় পাট উৎপাদন

টাস এজেন্সির এক সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট রিসার্চ্চ ইন্সটিটিউট অব্ ফাইবার ক্রপস্ এক প্রকার পাট-উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে। সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, এই জাতীয় পাট মধ্য এশিয়ায় প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং ইহার উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ভারতীয় পাটের সমান।

এযাবৎ পাট বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত।

সোভিয়েট রাশিয়ার পুনর্গঠন

সোভিয়েটের এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকার ৩০ লক্ষ লোকের জন্য নূতন বসতবাটি নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে। এই মাসের শেষে আরও নূতন ১৫ হাজার বসতবাটি নির্ম্মাণ করা শেষ হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা

নিউইয়র্ক-এ প্রকাশিত এক খবর অনুসারে আমেরিকার আর্থিক পরিস্থিতিতে আশার সঙ্কটের ছায়া ক্রমশঃ মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে এবং এরই মধ্যে আসন্ন সঙ্কটের কয়েকটি লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমেরিকায় হোটেল ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছে। ফ্লোরিডার হোটেলগুলির ব্যবসায় প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ২০০ নাইট ক্লাব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন পত্রিকার বিক্রয় কমিয়া যাইতেছে। হোটেল ব্যবসা বরাবরই যুক্ত-রাষ্ট্রের আর্থিক পরিস্থিতির মানদণ্ড। সুতরাং এই ব্যবসায়ের অধোগতি যুক্ত-রাষ্ট্রের আর্থিক অবনতির পরিচায়ক।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

কলিকাতায় ধর্ম্মঘট

কলিকাতা ও সহরতলীর শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কিছুদিন শ্রমিক-অসন্তোষের ফলে ধর্ম্মঘটের প্রাবল্য দেখা দেয়। এই সব ধর্ম্মঘটের মূলে শ্রমিকদের যে সব দাবীদাওয়া বর্ত্তমান তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বেতন বৃদ্ধি, ছাটাই কর্ম্মীর পুনর্নিয়োগ ও সবেতন ছুটি মঞ্জুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সব ধর্ম্মঘট নিষ্পত্তির জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে লেবার কমিশনার বা শ্রমমন্ত্রী স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিয়া আপোষ আলোচনা চালান। এই সব ধর্ম্মঘটের ফলে প্রায় দশ সহস্র লোক বেকার থাকে আরও কয়েকটি ধর্ম্মঘটের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে তাহা শুরু হইলে আরও বিশ সহস্র লোক বেকার হইবার সম্ভাবনা। আপোষ নিষ্পত্তির ফলে বঙ্গেশ্বরী কটন মিলের ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হইয়াছে। এখানে ধর্ম্মঘটের ফলে ৩০০০ শ্রমিক বেকার ছিল। ধর্ম্মঘটগুলির একটা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কোম্পানীর নাম	শ্রমিক সংখ্যা ধর্ম্মঘট
১। ন্যাসন্যাল টোবাকো (আগড়পাড়া)	৫০০০
২। ভানমার কটন মিলস্ (ভাটনগর)	৩০০০
৩। ফেদর্স আলেকজাণ্ডার- ...	৮০০
৪। ভেনেতা লিমিটেড (কামারহাটি)	৫০০
৫। এলবার্ট ডেভিড	৩০
৬। গলতা এমাবেল্	৫১০

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর ধর্ম্মঘট, বার্ড কোম্পানী ও কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাইর আসন্ন ধর্ম্মঘট উল্লেখযোগ্য। মুরতীর কয়েকটি কটন মিলেও ধর্ম্মঘটের নোটিশ দেওয়া হয়।

খাদ্য ও বস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতা দুষ্প্রাপ্যতাই এই ধর্ম্মঘটের মূলীভূত কারণ বলিয়া অনেকের ধারণা।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

১৯৪৬ সনের জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে দিল্লী নগরীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৩ম বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। এই বৎসরের সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ইহাতে ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স, চীন ও রুশিয়া হইতে প্রায় ৩০ জন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। সমবেত বৈজ্ঞানিকগণকে আহ্বান করিয়া তিনি বলেন যে, "ভারতের ৪০ কোটি অধিবাসী আজ স্বাধীনতার সিংহদ্বারে পৌঁছেছে; যথাযথভাবে তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য আবশ্যক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। বৈজ্ঞানিকগণ ও বিজ্ঞানকে এক বিরাট অংশ গ্রহণ করতে হবে।"

দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, "দীর্ঘকাল স্থবির থাকার পর বর্ত্তমানে দেশ প্রাণবন্তায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে—দেশ চলনশীল, জাতি

চলৎশক্তি ফিরে পেয়েছে। তাঁদের পরিচালন হয়ত সম্ভব, কিন্তু লক্ষ্যে তাঁরা পৌঁছাবে, তা নিশ্চিত।

বিজ্ঞানের অনুশীলন কেবল ব্যক্তিবিশেষের সত্যানুসন্ধিৎসা নয়; সমাজসেবার উদ্দেশ্যে চালিত হলে এর স্থান উচ্চতরগ্রামে। মুখিত নর বা নারীর জন্যে এ সত্যানুসন্ধিৎসা নিতান্ত অর্থহীন। তার দরকার রুটি, রুটিই তার কাম্যবস্তু। ভগবান তার নিকট অর্থহীন। ভারতের নর-নারীর বিষয় নিয়েই বিজ্ঞানকে আজ মাথা ঘামাতে হবে।"

ভারতে বিদেশী বৈজ্ঞানিকের সম্মানলাভ

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ এক অধিবেশনে যুক্তরাজ্য, যুক্ত-রাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার যে বিশিষ্ট ৯ জন বৈজ্ঞানিককে অনারারী ডক্টর অব্ সায়েন্স উপাধি দিয়া সম্মানিত করা হয় তাহাদের নাম নিম্নরূপ:—

(১) যুক্তরাজ্যের জাতীয় পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগারের প্রধান অধ্যক্ষ এবং প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারুইনের পৌত্র স্যার চার্লস ডারুইন্ গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞান এবং ষ্টাটিষ্টিক্যাল থারমো-ডাইনামিক্স সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। (২) যুক্ত-রাজ্যের স্যার হ্যারল্ড স্পেনসার জোন্স্ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ। (৩) স্যার ও আরচি টম্পসন মেণ্ট এনড্রুস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপক। (৪) অধ্যাপক পি, এম, এস, ব্লাকেট, ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। (৫) ডাঃ বারলো সেপলে, আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যান্ত্রমস্তিষ্কের পরিচালক। (৬) আমেরিকার ডাঃ এ, এফ, মুলবর্গী স্মিথ কলেজের নর্থাম্পটনস্থ অঙ্কশাস্ত্রের প্রক্রিয়াগারের পরিচালক। (৭) ফ্রান্সের মঃ জেক্ হ্যাডামার্ড, গাণিতিক মনস্তত্ত্বেরও প্রসিদ্ধ। ভাষার সাহায্য ব্যতীতও গাণিতিক চিন্তা সম্ভব বলিয়া তিনি প্রমাণ করেন। (৮) সমাজ-বিজ্ঞান এবং রাজনীতির অধ্যাপক মঃ ডি, পি, তোগ্দিন্ সোভিয়েট রাশিয়ার একাডেমী অব্ সায়েন্সের সহ-সভাপতি। (৯) প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ এবং যান্ত্রিক বিষ বিশেষজ্ঞ রুশ বৈজ্ঞানিক মঃ ই-এন-পাভ্লোভ্স্কি একাডেমি অব্ সায়েন্সের তাজিক শাখার সভাপতি।

মোলাকাৎ

রোটারি ক্লাব

[অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত কথোপকথন]

প্রঃ—আপনি তো রোটারি ক্লাবের মেম্বার? মাঝে-মাঝে সেখানে আপনি বক্তৃতা ক'রেছেন, শুনেছি। "রেট্স্ম্যান্", অমৃতবাজার ইত্যাদি কাগজে সে-সব ছাপাও হ'তো দেখেছি। এর ভেতর বাঙালীর ঠাঁই বা কর্তৃত্ব কতটা?

উঃ—কলিকাতার রোটারি ক্লাবের আসল বা প্রধান কর্ত্তা হচ্ছে ইংরেজ। অবশ্য ইংরেজ শাখা কয়েকজন আছে,—যথা মার্কিন, ডাচ ও চেক। তাছাড়া এশিয়ানদের ভেতর দু-একজন চীনা মেম্বার আছে। মাতব্বর হিসাবে কয়েকজন বাঙালী বা অন্যান্য ভারতবাসীও কি বছরই থাকেন। কখনো-কখনো বাঙালী প্রেসিডেন্টও দেখা যায়। কিন্তু রোটারিকে বিলাতী ক্লাব ব'লে রাখাই ঠিক।

প্রঃ—রোটারি ক্লাবকে আন্তর্জাতিক ক্লাব বলা হয় না কি?

উঃ—হাঁ। এক হিসাবে আন্তর্জাতিকই বটে। প্রত্যেক ক্লাবেই নানা দেশের লোক সভ্য। তা ছাড়া নানা দেশে ক্লাবের শাখা। রোটারির জন্ম মার্কিন মুল্লুকে। সারা দুনিয়ায় আজ হাজার পাঁচেক শাখা। আর সব-সুদ্ধ সভ্য-সংখ্যা লাখদুয়েক। কিন্তু প্রত্যেক দেশেই শাখাগুলা জাতীয় বা

স্বদেশী। ভারতবর্ষ ইংরেজের দেশ,—বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা মফস্বল মাত্র। কাজেই এখানকার রোটারি বৃটিশ। ভারতে ও লঙ্কায় ক্লাবসংখ্যা গোটা চল্লিশেক।

প্রঃ—বৃটিশ কথার মানে?

উঃ—আমেরিকার রোটারি ক্লাবগুলা মার্কিন। সভ্য অবশ্য অ-মার্কিন লোকও হয়ত আছে। তেম্‌নি বিলাতের ক্লাবগুলা বিলাতী। এই সবেও অন্য-ইংরেজ সভ্য হয়ত দেখা যায়। ফ্রান্সের রোটারি হচ্ছে ফরাসী প্রতিষ্ঠান। অ-ফরাসী লোকেরাও মেম্বার হ'য়ে থাকে,—ব'লে নিতে পারি। ভারত-নামক বিলাতী দেশের ব্যবস্থাও নানা জাতের ঠাঁই আছে।

প্রঃ—ভারতের রোটারি ক্লাবগুলা ভারতীয় নয় কেন? কল্‌কাতার রোটারি ক্লাবকে বাঙালী প্রতিষ্ঠান বলা উচিত নয় কেন?

উঃ—কী আর ব'লবো? কতবার বল্‌বো? ভারতবর্ষ মুল্লুকটাই ভারতীয় নয় কেন? বাঙলা দেশটা বাঙালীর মুল্লুক নয় কেন? এসব হচ্ছে ইংরেজের মুল্লুক—বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন জনপদ। এই সব দেশের যা-কিছুতে একজন মাত্র ইংরেজ থাকে, তার সবটুকুই বৃটিশ। কাজেই কল্‌কাতার রোটারি ক্লাবটা বৃটিশ প্রতিষ্ঠান। গোটা শ'য়েক সভ্য আছে আজকাল। তার অর্দ্ধেকের কিছু বেশী হচ্ছে ভারতসন্তান (জন ত্রিশেক বাঙালী)। তা সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠানটা বিলাতী। অন্যান্য ভারতীয় রোটারিও তাই।

প্রঃ—কল্‌কাতার রোটারি ক্লাবে ভারতীয়ের পক্ষে সভ্য হ'য়ে কোনো লাভ আছে?

উঃ—আছে বৈকি। তবে লাভ-লোকসান রকমারি। এদের প্রতিষ্ঠান খুব নানালোক নানাভাবে। বেপারীরা একদিক্ দিয়ে দেখে। রাষ্ট্রিকরা আর একদিক্ দিয়ে দেখে। আবার যারা লক্ষ্মীর বরপুত্র তাদের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা।

প্রঃ—আপনি কিছু বিশ্লেষণ ক'রে দেখান না?

উঃ—আমি আর কী দেখাবো? একে গরীব লোক। তার ওপর পেশায় মাত্র পড়ুয়া। জানা তো আছেই যে, কল্‌কাতার শাদা-চামড়াওয়ালা লোকেরা বাদামীদের সঙ্গে অন্য কোনো ক্লাবে মা ঘেঁষা-ঘেঁষি করে না। রোটারি হচ্ছে শাদায়-শাদায় মা ঘেঁষা-ঘেঁষির প্রায় একমাত্র প্রতিষ্ঠান। হপ্তায়, একদিন অন্ততঃ, খেতে ব'সে ঘণ্টাখানেকের জন্য শাদায়-শাদায় মিশ্‌-মেরিয়াজি চালানো সম্ভব। কোনো-কোনো বাদামী লোক শাদার সঙ্গে মিশ্‌তে বেশ-কিছু উৎসাহী। তাদের পক্ষে এই সুযোগটা ছোট-খাটো কিছু নয়। এই লাভটা তাদের খাতায় উল্লেখযোগ্য বৈ কি। অবশ্য আমি কোনো লোকের পেটের ভেতর ঢুকে বল্‌ছি না। তবে বিশ্লেষণ চালাতে বলা হ'য়েছে,—এই জন্যে মনে হচ্ছে যে, বোধ হয় শাদার সংস্পর্শে আস্‌তে পারাটা কোনো-কোনো ভারতীয় বড়-চাকুরে বা বড়-বেপারীর পক্ষে একটা মস্ত-কিছু কাণ্ড।

প্রঃ—মস্ত কাণ্ড কেন?

উঃ—সহজেই বুঝা যায়। শাদা-চামড়াওয়ালাদের সঙ্গে মুখ-চেনাচেনি থাক্‌লে হয়ত বড়-বড় বেপারীদের ব্যবসা বাড়্‌তে পারে। বড়-বড় উকিল-ডাক্তারদের পশার বাড়া অসম্ভব নয়। চাকুরেদের মাইনে-বৃদ্ধি আর পদোন্নতি হওয়া হয়ত খানিকটা সহজ। তাছাড়া উপাধি-পদবী-খেতাব ইত্যাদির যা-হ'ক-কিছু জুট্‌লেও জুট্‌তে পারে। কে জানে, বাবা? এসব রহস্যময় চিজ্।

প্রঃ—এইরূপ স্বার্থসিদ্ধির সুযোগকে কি আপনি খারাপ বিবেচনা করেন না?

উঃ—খারাপ মনে ক'রবো কেন? সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা মানুষের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। যদি এসবের সুযোগ কোথাও থাকে তবে তার সদ্ব্যবহার

করবে না কোন্ আহাম্মুক ? বাঙালী, অবাঙালী, অভারতীয়, ইংরেজ, মার্কিণ,—সকল সভ্যের পক্ষেই বোধ হয় রোটারিতে কিছু-না-কিছু স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ আছে। অবশ্য স্বার্থগুলা ক'-হাত পানির নীচে-নীচে চলে,—সব সময় বুঝা যায় না। মানুষ জটিল জীব।*

পত্রিকা-জগৎ

সোস্যাল সিকিউরিটি বুলেটিন

(জুলাই ও আগষ্ট, ১৯৪৬)

ওয়াশিংটন হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১·৫০ ডলার ; প্রতি সংখ্যা ১৫ সেন্ট।

জুলাই সংখ্যায় উইলবার জে কোহেন লিখিত "মেক্সিকোর সমাজ বীমার প্রথম দু'বছর" শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান লাভ করিয়াছে। প্রবন্ধে মেক্সিকোর সোস্যাল ইন্সিওরেন্স ইন্সটিটিউটের আধা প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটী আধা সরকারী গোছের। প্রতিষ্ঠানটী তিনটী এলাকায় ৩১,০০ মালিক ও ২০৮,০০ শ্রমিকের চাঁদার উপর নির্ভর করে। ৭৪০,০০০ জন লোকের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার প্রতিষ্ঠানটীর উপর অর্পিত হইয়াছে।

১৯৪০ সনে জানুয়ারী মাসে বিধিবদ্ধ সমাজবীমা আইন অনুসারে যে সমস্ত লোক বীমা করিয়াছে স্ত্রী ও পুত্রকন্যা সহ তাহাদের প্রত্যেকের জন্য ব্যাধি, মাতৃমঙ্গল, ও দেহ-বিকৃতি বীমা ও সুচিকিৎসার (হাসপাতালে অবস্থান, দাঁতের চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র সরবরাহ) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহারা বার্দ্ধক্যবীমা, এবং দুর্ঘটনা বীমারও সুযোগ সুবিধা পাইবে। দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে। এর সমস্ত দায়িত্ব পালন করিতে হয় মালিককে। আলোচ্য সমাজ বীমার জন্য ১২% বেতনী আদায় করা হয় ; তন্মধ্যে শ্রমিক ৩% এবং গবর্ণমেণ্ট ৬% যোগাইয়া থাকে।

আগষ্ট সংখ্যায় মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের ফেডারেল সিকিউরিটি এজেন্সীর পরিবর্ত্তনের বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এজেন্সীটি চারটী শাখায় বিভক্ত ; তন্মধ্যে সোস্যাল সিকিউরিটী এডমিনিষ্ট্রেশান অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগ অন্যতম। এই বিভাগের উপর বার্দ্ধক্য বীমা, বেকার বীমা প্রভৃতির ভার অর্পিত হইয়াছে। অপর তিনটি শাখা বা বিভাগের উপর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ভার ন্যস্ত আছে।

এজেন্সীর কার্য্যকলাপ চারটী বিভাগে বিভক্ত ; যথা পরিচালন, উপদেষ্টা, গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহ ; তাছাড়া ফেডারেল গবর্ণমেণ্টের বিভিন্নষ্টেটের সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের জন্য আরও দুইটী পৃথক অফিস স্থাপিত হইবে।

সমালোচনা

রাশিয়ার আমেরিকান ট্রেড ; মিকাইল্ ডি কন্ডাইড ; ওহিয়ো ষ্টেট ইউনিভার্সিটী ; ১৯৪৬ ; ১৭৩ পৃঃ ; ২·৫০ ডলার।

গ্রন্থকার বর্ত্তমানে ওহিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের বনবিজ্ঞান বিভাগে উপদেষ্টারূপে কাজ করিতেছেন। ইনি রুশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং রুশ দেশেই শিক্ষা লাভ করেন। রুশ-মার্কিণ ব্যবসা-বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার এই

* এই মোন্তাজ ঘটে ১৯৪৪ সনে।

P 24,080

আলোচনার পট-ভূমি বিশ্লেষণ করিয়াছেন, অর্থাৎ সোভিয়েট অর্থনীতির মূল বিশেষত্ব সমূহ, এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া অধিকার, ইহার ব্যাপ্তির ধারা এবং সোভিয়েট অর্থনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতির সহিত ইহার সম্পর্ক বর্ণনা করিয়াছেন।

মোটের উপর বইখানা পড়িলে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও বিশ্ব তহবিলে যোগদান সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার দ্বিধা, সঙ্কোচ, এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সোভিয়েট রুশিয়ার কেনই বা সেরূপ আগ্রহ নাই তা বিশেষভাবে বুঝা যাইবে।

সেটিং ইনটু অপরেশন ট্রেড্; ইউজেন ভ্যান ক্লিফ্; দি রোনাল্ড প্রেস্ কোম্পানী; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ১৪১ পৃঃ; ২·৫০ ডলার।

ওহিয়ো ষ্টেট ইউনিভারসিটীর বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ভ্যান্‌ক্লিফ-আলোচ্য গ্রন্থখানার ভূমিকায় দুই শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যে সমস্ত মালিক ও ম্যানেজার ঘরোয়া ব্যবসাবাণিজ্যের পরিধি বর্দ্ধিত করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে চান এবং যাহারা কেবলমাত্র বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনের ইচ্ছুক এই দুই শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়াই অনেক কথা নিবেদন করিয়াছেন।

বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচ্য গ্রন্থে যেরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে এ গ্রন্থখানাকে বৈদেশিক বাণিজ্যের ছোটখাটো বিশ্বকোষ বলা চলে। গ্রন্থকার গোড়াতেই বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা নিবারণের জন্য বলিয়াছেন যে, ইহা কোন অদ্ভুত ধরণের পদার্থ নয়; সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য জাতীয় গণ্ডী অতিক্রম করিলেই তা বৈদেশিক বাণিজ্য আখ্যা লাভ করে। গ্রন্থকার অতঃপর বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যবসায়ী ও ম্যানেজার প্রভৃতির জন্য কতকগুলি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। "কিভাবে আরম্ভ করিতে হয়" শীর্ষক একটি অধ্যায়ে তিনি কারবারের বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক অধ্যায়ে নির্য্যাত-প্রণালী, তাহার যোগে মাল চলাচল, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন ও ট্রেডমার্ক রেজেষ্টারী করা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। "বিনা খরচে সাহায্য লাভ" ও "অবশ্যপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য-সাহিত্য" শীর্ষক অপর দুইটী অধ্যায়ে তথ্য সংগ্রহের বিবিধ সূত্রের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, ব্যবসায়ী সমিতি, বণিকসভা, ব্যাঙ্ক, তথ্য-দান প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির রিপোর্ট, পুস্তিকা প্রভৃতি বিশেষ কাজে লাগিতে পারে বলিয়া গ্রন্থকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহারা বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়, বা এ-সম্বন্ধে কার্য্যকরী শিক্ষা লাভের পর সরকারী চাকুরী-লাভের প্রয়াসী তাহাদের জন্য শেষ অধ্যায় দুইটী রচিত। বিদেশী বাণিজ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের চাকুরী জুটিবে বলিয়া যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহা সম্পূর্ণ-রূপে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এজন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষা দীক্ষাও নিষ্প্রয়োজন। ১৯৫০ সনে মোটা ভাতির জন্য বিদেশী বাণিজ্য বাবদ বড় জোর মোট ৭৭,০০০ জন লোকের প্রয়োজন হইবে। বৈদেশিক বাণিজ্যে যাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়, ইহাতে তাহাদের ভীত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। শুধু চাকুরীলাভেরই জন্য যারা লালায়িত গ্রন্থকার মাত্র তাহাদিগকেই সতর্ক করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী

১। য় মেটিরিয়াল; প্রব্‌লেম্ অ্যাণ্ড্ পলিসিজ্; লীগ অব্ নেশন্স; কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস্; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ১১৬ পৃঃ; ১ ডলার।

২। এডুকেটিং ফর ইণ্ডাষ্ট্রি; উইলিয়াম এফ প্যাটার্সন ও মেরিয়ন এইচ হেবেস্; প্রেন্টিস্-হল; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ২৩৮ পৃঃ; ২·৫০ ডলার।

৩। ইট হ্যাপ্‌ড্‌ ইন্‌ টেক্সস; জে টি হীড্‌; ইউনিভার্সিটী অব্‌ নিউ মেক্সিকো প্রেস্‌; আলবুকার্ক; ১৯৪৬; ১১৮ পৃঃ; ২·৫০ ডলার।

৪। এডুকেশনাল অপর্চুনিটিজ; ক্লাডিস লে ব্রাউন; পাব্‌লিক অ্যাফেয়ার্স প্রেস্‌; ওয়াশিংটন; ১৯৪৬; ১৪৬ পৃঃ; ২ ডলার।

৫। দি ভেটারান্স প্রোগ্রাম্‌; চার্লস হার্ড; ম্যাক্‌গ্রহিল বুক কোম্পানি; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ২৬৭ পৃঃ; ২ ডলার।

৬। দি প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস, অ্যাণ্ড লেজিসলেসন; লয়েল এইচ কেয়ারলিন্‌; কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটী প্রেস; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ৪৭৮ পৃঃ; ৫ ডলার।

৭। আমেরিকান্‌ সিটিজেনশিপ অ্যাণ্ড অ্যাসিমিলেশন; অষ্টিন এফ ম্যাক্‌ডোনাল্ড; টমাস ওয়াই ক্রোওয়েল কোম্পানি; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ৬১০ পৃঃ; ৩·৭৫ ডলার।

৮। রিফিউজ ইন্‌ দি রিপাব্লিক অব্‌ ইনকাম ডিস্ট্রিবিউসন্‌; কমিটী অব্‌ দি আমেরিকান্‌ ইকনমিক অ্যাসোসিয়েসন; দি ব্লাকিস্টোন্‌ কোম্পানি; ফিলাডেলফিয়া; ১৯৪৬; ১৩৪ পৃঃ; ৪·২৫ ডলার।

পরাধীনতার প্রকারভেদ ও স্বাধীনতার জন্য প্রয়াস

অধ্যাপক কল্যাণচাঁদ লালুয়ানী, এম এ

ভারত আজ স্বাধীনতার দ্বারদেশে এসে পৌঁছেছে। তাই স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠনের একটা ছবি আঁকা আমাদের একান্ত দরকার। কিন্তু এ ধরণের মনগড়া ছবি এঁকে তোলার আগে পরাধীনতার প্রকারভেদ ও আর্থিক স্বাধীনতার জন্য প্রয়াস বিষয়ে দু'এক কথা বলা দরকার। বিগত দু'শ বছরের রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়ার যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাথেকে পরাধীনতার প্রকারভেদ বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যান্ত্রিক বিপ্লবের আগে যখন আর্থিক বিষয়ে সবাই প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল তখনকার দিনের যেসব দিগ্বিজয় বা যুদ্ধাভিযানের কথা আমরা পাই তাতে রাজনৈতিক কারণে রাজ্যবিস্তার অথবা অন্যের উপর আপন কর্তৃত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যই প্রধান বলে দেখা যায়; কেউ কেউ আবার অশোকের মত ধর্ম বিজয়কে সামনে রেখেও আপন আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছেন। লোকসংখ্যার বৃদ্ধির জন্যেও মানুষ স্বদেশ ছেড়ে নূতন নূতন দেশের উদ্দেশে অভিযান করেছে। কিন্তু গত দু'শ বছরে যখন আর্থিক সমস্যাই প্রধান হয়ে উঠলো, যান্ত্রিক বিপ্লব যখন পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশের আর্থিক ব্যবস্থাতে আগাগোড়া একটা পরিবর্তন এনে দিল তখন থেকে রাজনৈতিক ইতিহাসে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে যে এক নূতন যুগের প্রারম্ভ হয়েছে একথা বেশ বলা চলে। এই নূতন সম্পর্কের ইসারার কথাই হ'ল অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। অর্থনৈতিক ইতিবৃত্তে প্রগতিশীল দেশগুলোর একটা বিশেষ স্তরে এই সাম্রাজ্যবাদ একেবারেই অপরিহার্য্য। শিল্প যখন কিছু কিছু গড়ে উঠেছে তখন বাজার চাই, কাঁচামাল বা কারখানার উপযোগী ঐ জাতীয় অন্যান্য সামগ্রী চাই, আর এই সবের জন্যেই চাই সাম্রাজ্য। তাই এখন থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্ষেত্রে তিন প্রকারের দেশ দেখা দিল—প্রথম, যাদের সাম্রাজ্য রয়েছে; দ্বিতীয়, যাদের সাম্রাজ্য চাই; এবং তৃতীয়, যাদের নিয়ে সাম্রাজ্য। গত দু'শ বছরের ইতিহাসে এই তিন প্রকারের দেশের কথাই মূর্ত হয়ে উঠেছে, তা সে রাজনীতির দিক্‌ থেকেই হোক, আর অর্থনীতির দিক্‌ থেকেই হোক। কিন্তু এই সম্পর্কের পিছনে মূলী অনুপ্রেরণা হিসাবে যে আর্থিক ঘটনাসমূহ কাজ করছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আজও ঠিক একই ব্যাপার চলেছে। যাদের সাম্রাজ্য আছে এবং যাদের সাম্রাজ্য চাই এই দুই দলের পারস্পরিক সংঘর্ষ ব্যবসার চক্রাবর্তের মত প্রায় নিয়মিত কালব্যবধানে আবির্ভূত হয়ে কিছুদিনের জন্যে পৃথিবী-ব্যাপী অশান্তির

সৃষ্টি করে। সংঘর্ষের অবসানে কিছুদিন শান্তির কথা শোনা যায়, কিন্তু সে শান্তি উদ্যোগপর্বেরই নামান্তর। আর এই সংঘর্ষে যে বিষ উঠে আসে তা পরাধীন দেশগুলোকেই নীলকণ্ঠের মত ধারণ করতে হয়—দুঃখ দুর্দশা হয় তাদেরই সবচেয়ে বেশী।

তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়ে গেছে। আর একথাও ঠিক যে, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে অর্থনৈতিক নববিধানই আসবে তা নয়, সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদও আপন প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে বসবে। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের এইযে একটা অনিষ্ট যোগাযোগ এটা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা দরকার। এই যোগাযোগের প্রথম কথাই হচ্ছে প্রত্যেক দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থার কেন্দ্রীভাব। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, কোন ক্ষেত্রেই ছোট খাটো উৎপাদন ব্যবস্থা থাকবে না। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলা চলে যে, যে সব জায়গায় সম্ভব সে সব জায়গায় কেন্দ্রীভাবই হয়েছে। ফলে, উৎপাদনব্যবস্থার শ্রেণীর ভাগই গিয়ে পড়ছে একচেটিয়া উৎপাদন বা উৎপাদক-সঙ্ঘের হাতে। ভারতে উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্রীভাব বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে আমি যে সব তথ্য আবিষ্কার করতে পেরেছি তা কিছুদিন আগে প্রকাশ করেছি (ইণ্ডিয়ান্ জার্নল্ অব্ ইকনমিক্স, অক্টোবর, ১৯৪৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন-অবস্থায় এই কেন্দ্রীভাব বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে। প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক জীবনে উৎপাদনের কেন্দ্রীভাব-জনিত একচেটিয়া অধিকার স্থাপট করে বেড়াচ্ছে। সেই কারণে আজ দিকে দিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার আকার ধারণ করে দিনের পর দিন অগ্রসর হয়ে উঠেছে। ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সব চেয়ে বড় খুঁটাই হ'ল বিদেশে পুঁজি খাটানো। এবিষয়ে অগ্রণী হয়েছিল ইংলণ্ড। তাই একদিকে ইংলণ্ড প্রায় সব দেশেই কম বা বেশী টাকা ছড়িয়েছে। তবে এই পুঁজি খাটাবার দু'টো দিক্ আছে। কতকগুলো দেশ টাকা ধার নিলেও বিদেশী প্রভুত্বকে দেশে আমদানি হতে দেয় নি। এরাই আমাদের উপরিউক্ত দ্বিতীয় দলের লোক, যারা আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের সর্বহারা জ্ঞান করতে শিখেছে; এদের সাম্রাজ্য চাই, উপনিবেশ চাই। আর যেদিন যারা বিদেশী টাকার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কর্তৃত্বকেও স্বীকার করে নিল, তারা আজও তার বোঝা বহন করে চলেছে; সাম্রাজ্যবাদী দেশের পাওনা আজও তারা সুদে আসলে মেটাতে পারে নি। (ক্রমশঃ)

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—আসন্ন দুর্ভিক্ষ। ১৩

আর্থিক ভারত ঃ—পশম শিল্প। ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন। মজুরির আইন। ১৪

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—বৃটেনের বাণিজ্য। সাইবেরিয়ার খনিজ সম্পদ্। মধ্য এসিয়ার পাট উৎপাদন। সোভিয়েট রাশিয়ার পুনর্গঠন। যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা। ১৬

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—কলিকাতায় বর্ষবট। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস। ভারতে বিদেশী বৈজ্ঞানিকের সম্মান। ১৭

গোলাকাৎ ঃ—কলিকাতা রোটারি ক্লাব। ১৮

পত্রিকা-জগৎ ২০

সমালোচনা ২০

গ্রন্থপঞ্জী ২১

প্রবন্ধ ঃ—পরাধীনতার প্রকারভেদ ও স্বাধীনতার জন্য প্রয়াস।

শ্রীকল্পরচাঁদ লালুভানী, এম এ ২২

জয় যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবন বীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৫ সালে ইহার প্রভূত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সংস্থানের সারবত্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

১৯৪৫ সালের নূতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস ঃ—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস—কলিকাতা

১, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আষাঢ়—১৩৫৪

আর্থিক উন্নতি

২২শ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

ARTHIK UNNATI
(ECONOMIC PROGRESS)
Established April, 1926
EDITED BY PROF. DR. BENOY KUMAR SARKAR. *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director
DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE JUNE-JULY NUMBER, 1947.

Section 1. Wealth of Bengal : Scarcity, Tornado and Dacoities in Noakhali. The Village Residence of Maharajah Nandakumar. p. 26.

Section 2. Economic India : Scholarships for Students Prosecuting their Studies in Foreign Lands. Provident Funds for Coal-mine Labourers. Improvement of Public Health. p. 27.

Section 3. World Economy : Dry Milk Business in U. S. A.—Its History. p. 28.

Section 4. Men, Institutions and Movements : Responsibility of Protecting the East Bengal Hindus. The Shipping Conference in London. p. 30.

Section 5. Interview : A Nation of Heroes. p. 31.

Section 6. World of Journals : *Inter-American Affairs. Compass.* p. 32.

Section 7. Reviews : Soviet Foreign Trade. Palestine. p. 33.

Section 8. Bibliography: 6 books announced. p. 34.

Article : Different Sorts of Dependence and Efforts to Attain Independence. By Prof. Kastur Chand Lalwani, M. A. p. 34.

বাংলার সম্পদ্

নোয়াখালিতে অন্নাভাব

নোয়াখালী জেলার দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। অন্যান্য বাজারে চাউলের মণ ৩২৲ টাকা। কোন কোন অঞ্চলে ৩৫।৩৬ টাকা দরেও চাউল বিক্রয় হইতেছে। লোকের ক্রয়শক্তি কমিয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলের বহু লোক অনাহারে দিন কাটাইতেছে। বিধ্বস্ত অঞ্চলে হিন্দুদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গভর্ণমেণ্ট যে সাহায্য দিতেছেন তাহা অতি নগণ্য। সে সাহায্যও আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে না। এই অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিয়া তদনুরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। চুরি ডাকাতির সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু দুর্ব্বৃত্তদের দমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। এই অঞ্চলের সব জমি আবাদ হয় নাই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকের যে সব জমি আবাদ হইয়াছে, সেই সব জমির ফসল তাহারা নিজ বাড়ীতে আনিতে পারিবে কিনা, সে সম্বন্ধেও অনেকের মনে সন্দেহ আছে।

ঘূর্ণিবাত্যা

নোয়াখালীর রামপুর থানার অন্তর্গত চরবাশী, চাবিয়ারচর, কাচিয়ারচর ও চর লক্ষ্মীর উপর দিয়া এক প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। ফলে বহু বাড়ী ঘর পড়িয়া গিয়াছে এবং জানা যায় যে, ঘর পড়িয়া দুইজন লোকও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

অতঃপর পুনরায় উপরিউক্ত স্থানসমূহের আরও বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া আর একবার ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হয়। ইহাতেও বহু ঘরবাড়ী পড়িয়া লোকের বিস্তর ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

ডাকাতি

নোয়াখালি জিলার সদর থানার অন্তর্গত হবিরপুর গ্রাম নিবাসী বিধুভূষণ গুহের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ সংখ্যায় নাকি ৮।১০ জন ছিল। জানা যায়, ডাকাতগণ বাড়ীর লোকজনকে মারধর করিয়া নগদ অনুমান ৪।৫ শত টাকা ও অলঙ্কারপত্রে হাজার টাকার মাল লইয়া চম্পট দিয়াছে।

মহারাজা নন্দকুমারের বাসস্থান

বীরভূম জেলায় প্রাচীন কীর্ত্তির অভাব নাই। পাঁচটি পীঠস্থান, জয়দেব, চণ্ডীদাসের লীলাভূমি প্রভৃতি এই স্থানের অতীত গৌরবের নিদর্শন। নলহাটি থানার অন্তর্গত ভদ্রপুর গ্রাম আর একটি পুরাতনের জীর্ণ কঙ্কাল বুকে ধরিয়া রাখিয়াছে,—ইহা ইতিহাসবিশ্রুত মহারাজ নন্দকুমারের আবাসভূমি। সেই প্রাসাদ ধ্বংসপ্রায়, তাহার ভগ্নাবশেষ ও মহারাজখনিত বৃহৎ দীঘিকা এখনও তাঁহাকে পল্লীবাসীর স্মৃতিতে জাগরূক রাখিয়াছে।

এই গ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় বস্তু কালিকামূর্ত্তি। এই প্রকারের মূর্ত্তি ভারতের অন্য কোথাও আছে বলিয়া জানা যায় না। কথিত আছে, প্রতিষ্ঠাটি মহাভারতোক্ত মগধেশ্বর জরাসন্ধের ছিল। নন্দকুমার বারাণসীধাম হইতে ইহা আনিয়া ভদ্রপুরে প্রতিষ্ঠা করেন। মূর্ত্তিটি একটী খণ্ড প্রস্তর হইতে প্রস্তুত। কালীমূর্ত্তি দ্বিভুজা। একহস্তে বর অপর হস্তে অভয়। একটী পদ্মাসনে আসীনা। কটিতে নাগের মেখলা। মস্তকে সহস্র নাগফণার মুকুট। প্রসন্ন দৃষ্টি। কর্ণে শবের কুণ্ডল, হস্ত ও বাহুতে নাগের অলঙ্কার। প্রাচীন শাস্ত্রের কোথাও এইরূপ কালীমূর্ত্তির বর্ণনা আছে বলিয়া জানা যায় না। ইহার ভাস্কর্য্য-কৌশলও লক্ষণীয় এবং ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের গবেষণার বিষয়।

এই প্রাচীন কীর্ত্তি, বিশেষতঃ এই অপরূপ মূর্ত্তিটি রক্ষার বিষয়ে প্রত্যেক বীরভূমবাসী তথা প্রত্যেক ভারতবাসীর চিন্তা করা কর্ত্তব্য। (বসুমতী)

আর্থিক ভারত

বিদেশের জন্য ছাত্র-বৃত্তি

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বিদেশে শিক্ষা-লাভের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ছাত্রদিগের বৃত্তিদানের জন্য যে কেন্দ্রীয়-নির্বাচনী সমিতি নিয়োগ করা হইয়াছিল, তাহার সুপারিশক্রমে ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৭-৪৮ সনের জন্য ১৩৬ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তিদান করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে ২ হাজার ৪৯৭ জন আবেদনকারীর মধ্যে ২৯০ জনকে উক্ত নির্বাচনী সমিতির সহিত সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮৬ জন হিন্দু ৩৪ জন মুসলমান, ৭ জন শিখ, ৬ জন খৃষ্টান, ২ জন অনুন্নত শ্রেণী ও ১ জন পার্শী। তাঁহাদের মধ্যে ১১ জন মহিলা আছেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে এবং বাকী কয়েকজন চীন ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে এবং বৃটিশ উপনিবেশে শিক্ষা-লাভ করিবেন। ইঁহারা ৩২ টি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করিবেন।

খাঁদের মজুরের প্রভিডেণ্ট-ফাণ্ড

বাংলা ও বিহারের কয়লা-খনি শ্রমিকদের সংখ্যা ২ লক্ষের উপরে হইবে। অবিলম্বে ইঁহাদের বেতনবৃদ্ধি, ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রমিক-বিরোধ সম্পর্কিত সালিশী-বোর্ড একটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। তাঁহাদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় শ্রম-বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

হাজিরার এবং কয়লা উৎপাদনের অনুপাতে শ্রমিকদের বোনাস দিবার, তাহা ছাড়া শ্রমিকদের জন্য আবশ্যক প্রভিডেণ্ট-ফণ্ডের ব্যবস্থা করিবার সুপারিশ সালিশী-বোর্ড করিয়াছেন।

কয়লা খাদের শ্রমিকদের দৈনিক বেতন ১ টাকা ৬ আনা হইতে বাড়াইয়া ২ টাকা ৭ আনা ৯ পাই করিতে এবং খনির উপরে সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজের নিরিখে নিযুক্ত শ্রমিকদের দৈনিক বেতন ১ টাকা ৬ আনা হইতে বাড়াইয়া ১ টাকা ১৩ আনা ২ পাই করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে।

সমুদয় শ্রমিকের জন্যই আবশ্যক প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ব্যবস্থার সুযোগ ভারতবর্ষে এই কয়লা খনির শ্রমিকরাই প্রথম লাভ করিতে যাইতেছে। মোটামুটি হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ইহার ফলে বাৎসরিক ৭ কোটি টাকার উপরে ব্যয় হইবে।

শ্রমিকদের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিবার পর কয়লার দর কিরূপ হইবে তাহা গভর্ণমেণ্ট বর্তমানে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। দ্রব্য-মূল্য নির্ধারক সমিতির সহিত পরামর্শক্রমে আগামী জুন মাসেই গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন।

স্বাস্থ্যমঙ্গলের ব্যবস্থা

"ভারতের জাতি গঠনের কাজে অন্যতম প্রধান সমস্যা হইতেছে ইহার গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট-সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, হাসপাতাল ও কর্মীর অভাব। প্রধানতঃ এই সকল কর্মীর অভাবে, বর্তমান স্বাস্থ্য বিভাগ সাধ্যমত চেষ্টা করিলেও জনসাধারণের আংশিক প্রয়োজন মাত্র মিটিতে পারে"—ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেলের অফিসের একজন মুখপাত্র সম্প্রতি এই মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সামরিক বিভাগের দ্বারা স্বাস্থ্য-বিভাগের এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বে-সামরিক বিভাগে নিয়োগের জন্য এখন বহুসংখ্যক শিক্ষিত লোককে সামরিক বিভাগ হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। কোন কোন ডাক্তার প্রশংসার সহিত ৫ বৎসরেরও বেশী সময় সামরিক বিভাগে কাজ করিয়াছেন। অনেকেই পুণা ও অন্যান্য স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে ভালভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহাদের সামরিক হাসপাতালে কাজ করার অভিজ্ঞতাও আছে।

উপরোক্ত মন্তব্য হইতে আরও জানা যায় যে, ১৯৪৭

সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ২ হাজার ৫০২ জন ডাক্তারকে সামরিক বিভাগ হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উহাদের ১ হাজার ১৯২ জন পুনরায় চাকুরী পাইয়াছেন। ভোর কমিটির বিবরণী হইতে জানা যায় যে, মৃত্যু-হারের দিক্ দিয়া ১৭ টি দেশের মধ্যে ভারত পঞ্চদশ স্থান অধিকার করে। নিউজিল্যাণ্ডের স্থান প্রথম এবং অষ্ট্রিয়ার স্থান দ্বিতীয়। ভোর কমিটি বলেন যে, এদেশের অর্দ্ধেক মৃত্যু নিবারণ করা যায়। সেজন্য বর্ত্তমানে স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের প্রয়োজন। যে সকল ডাক্তারকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে বা হইবে তাঁহাদিগকে কোন কারখানা প্রভৃতিতে নিয়োগ করিলে এদেশের বিশেষ সুবিধাই হইবে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

আমেরিকায় শুক্‌নো দুধের কারবার

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শুক্‌নো দুধের কারবারিরা যে পয়সা রোজগার করিতেছে তা ভাবিতে গেলে অবাক হইতে হয়। যুদ্ধের মধ্যে এই কারবারটাও বেশ জাঁকিয়া উঠে। ১৯৩৫-৩৯ সনের তুলনায় ১৯৪৩ সনে খাঁটি ও মাখন-তোলা দুই জাতীয় শুক্‌নো দুধ উৎপাদন তিনগুণের ও বেশী বাড়িয়া যায়। ১৯৪৬ সনের উৎপাদনও ১৯৪৫ সনের কাছাকাছি।

খাদ্য দ্রব্যরূপে শুক্‌নো দুধের ব্যবহার দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের কিছু সময় পূর্ব্বে অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। অতঃপর যুদ্ধকালীন চাহিদার ফলে উৎপাদন আরো বর্দ্ধিত হয়। অতিমাত্রায় পুষ্টিকর, দামে সস্তা অথচ আয়তনেও ছোট—এই ধরণের খাদ্যদ্রব্য যুদ্ধের সময় সৈন্যদের পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী। অন্যান্য আসল খাদ্যদ্রব্যের তুলনায় শুক্‌নো দুধ, বিশেষ করে মাখন-তোলা শুক্‌নো দুধ, এই উদ্দেশ্য-সাধনের সব চেয়ে বেশী সহায়ক।

মাখন-তোলা শুক্‌নো দুধের তুলনায় খাঁটি শুক্‌নো দুধের উৎপাদন খুব বেশী বাড়িয়া যায়। যুদ্ধের সময়, এই চিজ্ উৎপাদন অন্য যে কোন খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনকে হার মানায়। যুদ্ধের পূর্ব্বের গড় উৎপাদন ১৯ মিলিয়ন পাউণ্ডের স্থলে ১৯৪৫ সনে উৎপাদন দাঁড়ায় ২১৯ মিলিয়ন পাউণ্ড। ১৯৪৩ সনের উৎপাদন ১৯৪৫ সনের প্রায় কাছাকাছি।

খাঁটি শুক্‌নো দুধ মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইলেও যুদ্ধের আগে মাখন-তোলা শুক্‌নো দুধ এক্‌টা মোটা পশু-খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধের মধ্যে শেষোক্ত দুধের উৎপাদন ও মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহার—দুই-ই বাড়িয়া যায়। এতে পশুর মুখের গ্রাস কিছু কাড়িয়া লওয়া হইলেও পূর্ব্বে মাখন-তোলা যে দুধ বিস্তর পরিমাণে ফেলিয়া দেওয়া হইত তা কাজে লাগান হয়। ১৯৪৬ সনে সকল রকমের মাখন-তোলা শুক্‌নো দুধের উৎপাদন দাঁড়ায় ৬৩৫,০০০,০০০ পাউণ্ড; পক্ষান্তরে যুদ্ধের আগে (১৯৩৫-৩৯) গড় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৪৩,০০০,০০০ পাউণ্ড। ১৯৩৫-৩৯ সনগুলায় পশু খাদ্যরূপে মাখন-তোলা শুক্‌নো দুধের গড় উৎপাদন ছিল ১৩৩,০০০,০০০ পাউণ্ড। ১৯৪৬ সনে উৎপাদন দাঁড়ায় মাত্র ১৪,০০০,০০০ পাউণ্ড।

১৯৪৭ সনে শুক্‌নো দুধ রপ্তানি ও সামরিক বিভাগে এর চাহিদা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে নিশ্চয়ই। তা সত্ত্বেও বেশী দাঁড়াইবে, আর এই আয়ের এক্‌টা মোটা অংশ স্থায়ী আকারও ধারণ করিবে। যুদ্ধের চাহিদা মিটাইবার জন্য অরোয়া চাহিদার সাময়িক সঙ্কোচ সাধন করা হইয়াছিল। কাজেই পূর্ব্বেকার তুলনায় দেশের মধ্যে অনেক বেশী শুক্‌নো দুধ ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু দুধ শুষ্ক করার কল-কারখানাগুলাকে জিয়াইয়া রাখিতে হইলে দেশের মধ্যে চাহিদা আরও বেশী বাড়াইতে হইবে। মাখন-বর্জ্জিত শুক্‌নো ও অর্ধাট দুধের খাদন অনবরত বাড়াইতে পারিলে চাষীরা মাখন-

তোলা দুধের কারবারে লাভবান হ' হইবেই, জাতির আহার্য্য তালিকাও উন্নত হইবে।

শুক্‌নো দুধের ইতিবৃত্ত

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুক্‌নো দুধ তৈয়ারীর জন্য নানা প্রকার চেষ্টা-চরিত্র দেখা গেলেও ১৮৯৮ সনের আগে অন্যান্য উপকরণ না মিশাইয়া মাখন-তোলা শুক্‌নো দুধ উৎপাদন সম্ভব হয় নাই। পচনের অতীত পুষ্টিকর খাদ্যের চাহিদাবৃদ্ধি বশতঃ প্রথম মহা-যুদ্ধের সময় শুক্‌নো দুধের কারবার জাঁকিয়া উঠিলেও ১৯২৫ সনের আগে এই শিল্পের দ্রুত বাড়তি ঘটিতে দেখা যায় না। ১৯১৩ সন থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা পর্য্যন্ত মাখন-বর্জ্জিত শুক্‌নো দুধ উৎপাদন কি সন বাড়িয়া চলিলেও প্রধানতঃ পশুখাদ্যরূপেই এই বস্তু ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় মার্কিণ মুলুকে মাখন-বর্জ্জিত শুক্‌নো দুধের কারখানার সংখ্যা ছিল ২৫৮টা। অতঃপর মাখনহীন শুক্‌নো দুধের চাহিদা অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায়; গভর্ণমেণ্ট পুঁজিপাট্টা ও মাল-মশলা দিয়া এই শিল্পে উৎসাহ দান করিতে থাকে; ফলে ১৯৪৪ সনে কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫২৯, অর্থাৎ পূর্ব্বেকার তুলনায় দ্বিগুণের বেশী। ১৯৪৪ সনের পর এই শিল্প আরও বিস্তৃতিলাভ করে। এমন কি এখনও নতুন নতুন কারখানা স্থাপিত হইতেছে। যুদ্ধের যখন যে-সমস্ত কারখানায় তিন শুক্ করা হইত সেগুলোকে অনায়াসে দুধ শুকানোর কারখানায় রূপান্তরিত করা যাইতে পারে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কতগুলি অঞ্চল দুধের বাজাররূপে বিখ্যাত। পূর্ব্বে শুক্‌নো দুধের কারখানাগুলা প্রধানতঃ এই সমস্ত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। যুদ্ধের চাহিদা মিটাইবার জন্য মাখন উৎপাদক অঞ্চলগুলিতে কারখানা পত্তন করিতে হইয়াছে। মাখন-উৎপাদকগণ পূর্ব্বে মাখন-তোলা দুধ শূয়োরের পালকে খাইতে দিত। এখন এই দুধ শুক্‌নো দুধে রূপান্তরিত করা হইতেছে। মিনে-সোটা ষ্টেটে শুক্‌নো দুধের কারখানা ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ সনের মধ্যে ৬০টী বাড়িয়াছে। এই সময়ের মধ্যে উইস্‌কন্‌সিন ষ্টেটে কারখানা বাড়তির সংখ্যা ৪৮, মোট সংখ্যা ১১২; মিনেসোটার মোট সংখ্যা ৮৪। গোটা দেশের ৫২৯। মাখন উৎপাদন সম্পর্কে মিনে-সোটার নীচেই আইওয়ার স্থান। যুদ্ধের আগে এখানে একটাও শুক্‌নো দুধের কারখানা ছিল না। ১৯৪৪ সনে এই ষ্টেটে ১০টা কারখানা চলিতে দেখা যায়। অন্যান্য মাখন-হীন শুষ্ক দুধ উৎপাদক ষ্টেট এবং ঐগুলার কারখানা সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল:—নিউইয়র্ক ৪৩; মিশিগান ৪২; কালিফোর্ণিয়া ২৮; ওহিয়ো ২৬, পেন্‌সিল-ভেনিয়া ২০; এবং ইণ্ডিয়ানা ১৩। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্দ্ধেক মাখনহীন শুক্‌নো দুধ উইস্‌কন্‌সিন্ ও মিনেসোটা ষ্টেটে তৈরী হইয়াছে।

মাখনহীন শুক্‌নো দুধের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম-সংখ্যক ষ্টেটে খাঁটি শুক্‌নো দুধ উৎপন্ন হয়। নিম্নে শেষোক্ত শ্রেণীর প্রধান কয়েকটি ষ্টেটের ১৯৪৪ সনের খাঁটি শুক্‌নো দুধ উৎপাদনের হিসাব দেওয়া গেল:—উইস-কন্‌সিন্ ৫০ মিলিয়ন পাউণ্ড; নিউইয়র্ক ৪৮ মিলিয়ন পাউণ্ড; মিনেসোটা ১৪ মিলিয়ন পাউণ্ড; এবং ওহিয়ো ১৩ মিলিয়ন পাউণ্ড। ১৯৪৪ সনে যুক্তরাষ্ট্রে মোট খাঁটি শুক্‌নো দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ১৭৮ মিলিয়ন পাউণ্ড। ১৯৪৪ সনে মোট ৯৭টী কারখানায় খাঁটি শুক্‌নো দুধ উৎপাদনের হিসাব পাওয়া গিয়াছিল।

বর্ত্তমানে দুধ শুষ্ক করার কারখানার সংখ্যা আরো কিছু বাড়িয়াছে, অর্থাৎ স্থায়ী চাষীদের মাখন-তোলা দুধ তথা মাখনজাত চর্ব্বি বিক্রয়ের অনেকটা সুরাহাও হইয়াছে। ১৯৩৫ সনে মাখনহীন দুগ্ধ-চূর্ণ তৈয়ার জন্য ১·২ মিলিয়ন (১২ লক্ষ) গরুর দরকার হইয়াছিল। যুদ্ধের আগে বড় জোর ৫ লাখ গরুর দুধ মানুষের খাওয়ার উপযোগী মাখনহীন শুষ্ক দুগ্ধ-চূর্ণ তৈয়ার জন্য ব্যবহৃত হইত। ১৯৪৫ সনে খাঁটি দুধের পাউডার বা চূর্ণ তৈয়ার জন্য প্রায় ৩ লাখ গাভীর প্রয়োজন হয়; ১৯৩৯ মাত্র ৩০ হাজার গাইয়ের দুধ এজন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দুদের রক্ষার দায়িত্ব

কলিকাতার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ২নং ওয়ার্ড হিন্দু অধিবাসীদের পক্ষ হইতে প্রদত্ত সম্বর্দ্ধনার উত্তরদান প্রসঙ্গে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে চলিয়াছে, কিন্তু এই স্বাধীনতায় আমাদের সেরূপ আনন্দ ও উৎসাহ নাই। ভারত জননীকে টুকরা টুকরা করিয়া বিভক্ত করা হইয়াছে। ইংরেজের চাতুরী ও মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের ফলেই আজ ইহা সম্ভব হইয়াছে।

বাঙ্গলাদেশের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব বাঙ্গলার এক কোটি হিন্দু পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিল। তাঁহাদের মনে কোন আনন্দই নাই। একদা তাঁহারা বঙ্গবিভাগ সমর্থন করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, এমন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তাঁহারা পাইবেন—যেখানে প্রয়োজন হইলে তাঁহারা গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। পূর্ব্ব বাঙ্গলা হইতে তিনি প্রত্যহ চিঠি ও তার পাইতেছেন। ঐসকল চিঠি ও তারে পূর্ব্ব বাঙ্গলার হিন্দুদের শঙ্কা ও ভীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১৫ই আগষ্টের পর অবস্থা কি হইবে সে সম্বন্ধে তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গলার হিন্দুদের রক্ষাকল্পে পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, আজ পূর্ব্ব বাঙ্গলার হিন্দুদের রক্ষাকল্পে পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেণ্টকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। অধিবাসী বিনিময় সহজ কথা নয়। কিন্তু যাহারা চলিয়া আসিতে চায় এবং যাহারা পাকিস্থানের নাগরিক হইতে ইচ্ছুক নয় তাহাদের স্থান দিতে হইবে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হিন্দুর ছেলেদের শিক্ষাব্যবস্থার নানা অসুবিধা হইতে পারে; সেই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আবশ্যক হইলে মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতে হইবে।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় অতঃপর বলেন যে, শঙ্কিত পূর্ব্ব বঙ্গবাসীকে আজ পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের অভয় দিয়া বলিতে হইবে যে, বিপদের দিনে তাঁহারা তাঁহাদের সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

তিনি বলেন, যতদিন আমরা সমগ্র ভারতবর্ষকে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারি ততদিন এই স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই। তিনি হিন্দু জনসাধারণকে জাতীয়তাবোধে প্রবুদ্ধ হইবার জন্য আবেদন জানান।

হিন্দু সমাজের মধ্যে যে গলদ আছে তাহা দূরীকরণে সচেষ্ট হইতে আহ্বান জানাইয়া ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, বর্ণবৈষম্যের ফলে আজ হিন্দু সমাজ শতধা বিচ্ছিন্ন। জীর্ণ শীর্ণ হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠিত করার সময় আসিয়াছে। একটা সামাজিক বিপ্লব আনিতে হইবে।

সুদীর্ঘকালব্যাপী মুসলমান এবং তাহার পর দুই শত বর্ষব্যাপী ইংরেজ শাসনের ফলে হিন্দুর কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে। স্বাধীনতা সমাগমে সেগুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাঁহার মুখোপাধ্যায় উপসংহারে 'হিন্দুস্থান ন্যাশন্যাল গার্ডকে' শক্তিশালী করিয়া তোলার জন্য যুবকদের নিকট আবেদন জানান।

নৌ-বাণিজ্য সম্মেলন

লণ্ডনে সংপ্রতি যে নৌ-বাণিজ্য সম্মেলন বসিয়াছিল, মাত্র তিন ঘণ্টাকাল আলোচনের পরেই নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ এই ব্যর্থতার কারণ বর্ণনা করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর। বৃটিশ প্রতিনিধিগণের বিরুদ্ধে তিনি এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, ভারতের বহির্বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলির উপযুক্ত অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে বৃটিশ প্রতিনিধিরা তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিতে অসম্মত হওয়ার ফলেই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। বৃটিশ প্রতিনিধিদের বক্তব্য এইরূপ:

(১) ভারতীয় প্রতিনিধিদল সমগ্রভাবে ভারতের স্বার্থের কথাই মাত্র উত্থাপন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। স্বতন্ত্রভাবে কোন কোম্পানীর দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে আলোচনার কোন আগ্রহ তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই। বৃটিশ প্রতিনিধিগণের মতে এই ভিত্তিতে আলোচনা চালান নিরর্থক। (২) বৃটিশ প্রতিনিধিরা ভারতের বহির্বাণিজ্যকে পঞ্চমণের মধ্যে বাঁধা-ধরা পৃথক পৃথক অংশে ভাগ করিতে সম্মত নহেন। তবে অবাধ প্রতিযোগিতা নিবারণকল্পে তাঁহারা ভারতের জাহাজ কোম্পানীগুলিকে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দিতে প্রস্তুত আছেন।

দেখা যাইতেছে উভয় প্রতিনিধিদলের মূলগত মতভেদ বর্ত্তমান। ভারতীয়গণ নিজ দেশের বহির্বাণিজ্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ চাহেন এবং বৃটিশ প্রতিনিধিরা তাহারই বিরোধিতা করিতে সমুদ্যত।

মোলাকাৎ

কর্ম্মবীরের জাত্

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত যদুনাথ সরকারের কথোপকথন)

প্রঃ—ঢাকা-নগরে আলামোহনের পঞ্চাশদ্বর্ষ সম্বর্দ্ধনাসভায় (১৮ই এপ্রিল ১৯৪৪) আপনি ব'লেছেন যে, বাঙালীরা কর্ম্মবীরের জাত্। দুনিয়ার অন্য কোনো জাতের তুলনায় বাঙালী জাত্ কর্ম্মবীরের হিসাবে খাটো নয়। একথার মানে কি?

উঃ—কর্ম্মবীরের ওজনিতে হয় তো বাঙালী জাত্ খাটো। বাঙালীরা বিদেশীদের কর্ম্মদক্ষতার মাপে হয়তো খাটো। কিন্তু কর্ম্মবীরের চরিত্র হিসাবে আমরা খাটো নই। কর্ম্মবীরের আসল লক্ষণ হচ্ছে,—দুরবস্থার সঙ্গে লড়াই করা, বাধাবিঘ্নকে জুতিয়ে দুরস্ত করা, প্রতিকূল শক্তিসমূহকে হারিয়ে সংসারে দাঁড়িয়ে থাকা। দুনিয়ায় মাথা খাড়া রাখ্‌তে পারা হচ্ছে বীরত্ব। এই হ'লো আমার পারিভাষিক কর্ম্মবীর-লক্ষণম্।

প্রঃ—অন্যান্য জাতের পাশে আপনি এই হিসাবে বাঙালীকে বসাতে পারেন?

উঃ—হাঁ। ইংরেজ বাচ্চা, জার্ম্মাণ বাচ্চা, মার্কিন বাচ্চা, জাপানী বাচ্চা, রুশ বাচ্চা ইত্যাদি নামজাদা জাতের ছোকরা-জোয়ান-প্রবীণেরা বাধাবিঘ্নকে জুতোতে জানে বটে। আমরা বাঙালীর বাচ্চারাও দেশের, সংসারের ও সমাজের প্রতিকূল শক্তিগুলাকে চিট্ করতে কম ওস্তাদ নই। ওরা যদি কর্ম্মবীর হয়, আমরাও তাহ'লে কর্ম্মবীর। ওসব দেশ যদি কর্ম্মবীরের দেশ হয়, আমাদের বাঙলা-দেশও কর্ম্মবীরের দেশ। হাজার বার হাজার হাজার জায়গায় ব'লেছি,—বাঙালী জাত্ বড় জাত্। তার মানে বাঙালীরা কর্ম্মবীরের জাত। বরং ওসব দেশের তুলনায় বাঙলাদেশের একটা অবয়বগত বিশেষত্ব আছে। বীর তো বীর বাঙালী বীর।

:—কী সেই বিশেষত্ব? বাঙালী বীরের এত তারিফ কেন?

উঃ—বিলাত, জার্ম্মানি, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কোনো-না-কোনো উপায়ে কর্ম্মীদের জীবনে পৌঁছে থাকে। ওসব দেশের লোকেরা নানা ঢঙের রকমারি সরকারী সাহায্য ভোগ করে। ভারতে আমাদের কর্ম্মীরা প্রায় সকলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ কব্জার জোরে কাজকর্ম্ম চালাতে বাধ্য। প্রায় একমাত্র নিজ ক্ষমতায়, বিনা সরকারী সাহায্যে,—বাঙালীর বাচ্চাকে গবেষণা চালাতে হয়, আবিষ্কারে লেগে থাকতে হয়, কারবার ফাঁদ্‌তে হয়, দুঃসাহসের অভিযানে আগুয়ান হ'তে হয়। বাহাদুরি বেশী কার? তাদের না, আমাদের? আমার জবাব,

—বাঙালীর বাচ্চার, ভারত-সন্তানের কৃতিত্ব বেশী। কর্মবীর হিসাবে বাঙালীর বাচ্চারাই দুনিয়ার সর্বজনা-যোগ্য। জগতের সেরা বীর বাঙালী।

প্রঃ—আলামোহনের সম্বর্ধনা-সভায় কলকাতার কেউ উপস্থিত ছিলেন কি?

উঃ—সভাপতি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। হাজিরদের ভেতর দেখ্‌লাম অধ্যাপক যোগেশ সাহা ও যাদবেশ্বর দাস, জজ বিজনকুমার মুখার্জি ইত্যাদিকে।

প্রঃ—আলামোহনের মতন কর্মবীর বাঙালাদেশে অনেক দেখ্‌তে পান কি?

উঃ—আমার চোখে প্রায় যে-কোনো বাঙালীর বাচ্চাই কর্মবীর। কেউ ছোট, কেউ বড়, আর কেউ মাঝারি কর্মবীর। বাঙালী আমরা প্রায় সকলেই প্রতিকূল-শক্তির সঙ্গে লড়াই চালাতে-চালাতে এগিয়ে যাচ্ছি। দুনিয়া বাধা দিচ্ছে আমাদেরকে অসংখ্য দিক্ থেকে। সেই-সবকে জুতিয়ে দুরস্ত করা প্রায় প্রত্যেক বাঙালীরই জীবন-কথার অন্তর্গত।

প্রঃ—দু-একটা বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় চাই।

উঃ—দারিদ্র্য মাথায় ক'রে—দশ-বারোটা ছেলে-মেয়ের পরিবার চালিয়ে বাঙালীর বাচ্চারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লেগে থাকে,—ঘরাণী হয়,—স্বদেশীতে মাতে—খেল খাটে, ঐতিহাসিক হয়,—দর্শন চর্চা করে। এসব কি কম বাহাদুরি? কম বীরত্ব?

গরীব অবস্থা থেকে টাকাওড়ি-রোজগার বড়লোক হওয়ার দৃষ্টান্ত চাও? বাঙলাদেশে পাবে হাজার-হাজার। এইজন্য মার্কিন নরনারীর নজির আন্‌বার প্রয়োজন হয় না। লেখাপড়ায় যারা খাটো তারাও কি গরীব থেকে যায়? না। তাদের অনেকে বাঙলাদেশে পয়সা রোজগারের কর্মক্ষেত্রে চরম উন্নতি দেখিয়েছে। কি নিরক্ষর বা অর্দ্ধশিক্ষিত,—দুই শ্রেণীর লোকই বাঙালী সমাজে দুনিয়াকে জুতিয়ে বড়লোক হ'য়েছে। তারা সকলেই অবয়বস্থ কর্মবীর। বাঙলায় কর্মবীর পয়দা হয়েছে ঝাড়-বুড়ি। এই হিসাবেও বঙ্গজননী বীর-প্রসবিনী।

পত্রিকা-জগৎ

"ইষ্টার্ন-অ্যামেরিকান অ্যাফেয়ার্স"

(অক্টোবর, ১৯৪৬)

নিউইয়র্ক সহরের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এই বিখ্যাত পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যা সমালোচনার জন্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সংখ্যায় আমেরিকার আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

পত্রিকাখানি যে কি ধরের মাল তাহা ইহার সূচী-পত্রের উপর চোখ বুলাইলেই বেশ বোঝা যাইবে। আলোচ্য সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে:—রাজনীতি ও কূটনীতির ক্ষেত্রে নিখিল আমেরিকা; ক্যানাডা; আঙ্গ-আমেরিকান অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহ; লাটিন আমেরিকার রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা; শ্রমিক ও সমাজমঙ্গল; সংস্কৃতিগত সম্পর্কসমূহ; লাটিন আমেরিকার আর্থিক বাড়তি; এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

"কম্পাস"

(নভেম্বর ১৯৪৬)

মার্কিণ সমাজ-সেবক সমিতির মুখপত্র; আমেরী

হইতে প্রকাশিত। মূল্য বার্ষিক ১ ডলার, ছাত্রদের জন্য ৫০ সেন্ট।

"কম্পাস" পত্রিকার এই সংখ্যায় সমাজ-মঙ্গল কংগ্রেসের ৭৯ তম অধিবেশনের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে শিশুমঙ্গল, জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শ্রমিক-মঙ্গলের বিবরণী স্থান লাভ করিয়াছে। মার্কিণ সমাজ সেবা কংগ্রেস শিশুদের জন্য কি কি কাজ করিয়াছে, আর একটী প্রবন্ধে তাহা বিবৃত হইয়াছে। আলোচ্য সংখ্যায় স্বাস্থ্যবীমা, এবং সামাজিক নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে সরকারী তৎপরতা—এই দুইটী মূল্যবান প্রবন্ধও স্থান লাভ করিয়াছে।

সমালোচনা

সোভিয়েট রুশের ট্রেড্; আলেকজাণ্ডার বেকড্; প্রিন্সটন ইউনিভারসিটী প্রেস; ১৯৪৬ ১০০ পৃঃ; ২ ডলার।

জারের আমল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সোভিয়েট রুশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যের বাড়তি সম্পর্কে লোকের মনে যে-সমস্ত ভ্রান্ত ও আজগুবি ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, গ্রন্থকার বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত সেই সমস্ত ভুল ধারণা অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিতই হইয়াছে। জারের আমল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সোভিয়েট বৈদেশিক বাণিজ্য যে ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, গ্রন্থকার কতকগুলি মূল্যবান তালিকা ও ঐতিহাসিক তথ্যদ্বারা তাহা বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। মোটের উপর বৈদেশিক বাণিজ্যে সরকারী একচেটিয়া অধিকার বরাবর অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। তবে বাণিজ্য-প্রথায় যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা গ্রন্থকার চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন। গ্রন্থকার সোভিয়েট রুশিয়ার বিভিন্ন বাণিজ্য ট্রাস্টগুলোর উৎপত্তি ও কার্যকলাপও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থকার অতঃপর বিশ্ব-বাণিজ্যে সোভিয়েট রুশিয়ার হিসাব, অন্যান্য দেশের সাথে সোভিয়েট রুশিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক, সোভিয়েট পণ্য দ্রব্যের বাজার, সোভিয়েটের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশের স্থান, এবং সোভিয়েটের বৈদেশিক বাণিজ্য-বৃদ্ধির মূল বিশেষত্বগুলির বিবরণী বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থকার সোভিয়েটের যুদ্ধোত্তর ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সোভিয়েটের সাথে আমেরিকার বাণিজ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে যাহাদের মনে বিদ্বেষভাব বর্তমান, তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, এই মনোভাবের অর্থনৈতিক কোন কারণ থাকিতে পারে না; রাজনৈতিক কারণই এই দৃষ্টি ও মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছে।

প্যালেস্টাইন; রবার্ট আর নাথান, আন্তার গ্যাস, ও ভেলিয়েন ক্রীমার; ওয়াশিংটন পাবলিক অ্যাফেয়ার্স প্রেস; ১৯৪৬ ৬৮৫ পৃঃ; ৫ ডলার।

আমেরিকার প্যালেস্টাইন্ ইন্‌স্টিটিউট্ কর্তৃক প্রকাশিত এই মূল্যবান গ্রন্থে প্যালেস্টাইনের আর্থিক বাড়তির সম্ভাবনাগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। মোটের উপর প্যালেস্টাইন সমস্যা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করা হইয়াছে।

গ্রন্থকারগণ প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হইয়া কয়েকমাস ধরিয়া অনুসন্ধানের পর এই মৌথ পুস্তক রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারগণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্যালেস্টাইন ও মধ্য প্রাচ্য সম্পর্কিত মাল মসলারও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। সমস্যা ও অর্থনৈতিক সম্ভাবাতা; ভবিষ্যতের প্যালেস্টাইন; বর্তমান প্যালেস্টাইন (ভূমি, ও জনসাধারণ, জাতীয়তা, জল, ইন্ধন ও বৈদ্যুতিক শক্তি, কৃষি শিল্প, বসতবাটী যানবাহন, ব্যবসা বাণিজ্য, শ্রমিক প্রতিষ্ঠান) অর্থনীতি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সরকারী ও আধা সরকারী অর্থ-সম্পদ; এবং আগামী দশ বৎসরে প্যালেস্টাইন।

গ্রন্থপঞ্জী

১। দি পপুলেশন অব দি সোভিয়েট ইউনিয়ন; ফ্রাঙ্ক লরিমার; কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ২৯৮ পৃঃ; ৪ ডলার।

২। পপুলেশন অব্ মডার্ণ চায়না; সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৪৬; ১৩৪২ পৃঃ; ৭·৫০ ডলার।

৩। আমেরিকান ফরেন পলিসি ইন দি মেকিং; চার্লস এ বিয়ার্ড ইয়েল ইউনিভার্সিটী প্রেস; নিউ হ্যাভেন; ১৯৪৬; ৬৩৬ পৃঃ; ৪ ডলার।

৪। ইউনাটেড্ ষ্টেটস্ অ্যাণ্ড্ ইটালি; ডিপার্টমেণ্ট অব্ ষ্টেট পাবলিকেশন; ওয়াশিংটন ১৯৪৬; ২৪৮ পৃঃ; ১০ সেণ্ট।

৫। লাইট মেটাল্স্ মনোপলি; হলট এণ্ড কোম্পানি; কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটী প্রেস; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ২৭৯ পৃঃ; ৩৬ ডলার।

৬। চার্টার অব্ দি ইউনাটেড্ নেশান্স; এড্ এম ওয়ুবিচ্ ও এডোয়ার্ড হাম্বে; ওয়ার্ল্ড পিস্ ফাউণ্ডেশান; বোষ্টন; ১৯৪৬; ৪২৬ পৃঃ; ২·৫০ ডলার।

পরাধীনতার প্রকারভেদ ও স্বাধীনতার জন্য প্রয়াস

অধ্যাপক কস্তরচাঁদ লালুয়ানী, এম এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তারপরই আসছে দুনিয়ার ভাগ বখরার কথা। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এবিষয়ে অনেককিছুই বলা চলে। সে নিয়ে আমরা আমাদের আলোচনাকে অযথা বাড়াবো না। আর্থিক দিক্ থেকে এই বখরার নাম হ'ল অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, আর এরই নিকৃষ্টতম রূপ হচ্ছে সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ যেমন সাম্রাজ্যবাদের প্রথম স্তর, সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত তেমনি এর দ্বিতীয় স্তর। অর্থনৈতিক ঘটনা সঙ্ঘাতে বর্ত্তমান জগৎ এমন একটা অবস্থায় আজ এসে পৌঁছেছে, যেখানে যেসব রাষ্ট্র ও যারা 'যা হচ্ছে হতে দাও' নীতির দ্বারা চলেছিল, তারাও আজ প্রকাশ্য দিবালোকে এই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে। এ স্তরকেও ছাড়িয়ে আজ আমরা আরও অগ্রসর হয়ে চলেছি। এ হ'ল অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ উত্তীর্ণ হবার পথে প্রথম ধাপ। প্রত্যেক দেশেই আজ কলকব্জার বিস্তার শুরু হয়েছে—এমন কি উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলোতেও। ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত কিন্তু পৃথিবীর কয়েকটি দেশ মাত্র আধুনিক শিল্পের বিস্তার করতে পেরেছিল। এবং এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আপন আপন দেশের উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বহির্বাণিজ্যের দিকে খুব বেশী নজর দিতে পারে নি। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে সেরা অংশই ছিল ইংরাজের। মার্কিণ, জার্মাণ ও জাপানী বণিক এবিষয়ে সবে কিছু কিছু আনাগোনা করতে শুরু করেছিল। ১৯১৪ সনে মহাসমরের সুযোগ নিয়ে পৃথিবীর অনেক স্থানেই শিল্প-ব্যবস্থা মাথা চাড়া দিল। এইভাবে আমরা আজ এমন একটা অবস্থার এসে পৌঁছেছি যে, প্রায় প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আধুনিক শিল্প কম বা বেশী উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। এমনকি এদেশেও আমরা নানা বাধা বিঘ্নসত্ত্বে আজ কতক কতক বিষয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পেরেছি। অর্থাৎ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ধনতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থার প্রসারে আন্তর্জাতিক লেনদেন ও শিল্প খানিকটা সাহায্য করে বটে; কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাবার পর আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্র ক্রমশই সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ হয়। যতদিন বাজার এবং চাহিদা রাজনৈতিক গণ্ডীর বাহিরেও ছড়িয়ে থাকে ততদিন কোন একটা দেশের শিল্পের প্রসার সেই দেশের লোকের ক্রয়শক্তিকে

অবহেলা করেও চলতে পারে; দেশের লোকের ক্র[redacted] এগিয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই যে থাক বা না থাক, পৃথিবী জোড়া বাজারে বৈদেশিক [redacted] অধ্যায়, নূতন উত্থানপতন, এতে যে সব দেশ পূর্ব সামগ্রী উঁচু দামে বিক্রি করতে পারে; দেশে পূর্ণি[redacted] আসতে পারবে, আপন আর্থিক ব্যবস্থাকে গুছিয়ে থাকা না থাকায় তার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নেই। [redacted] পারবে, তারাই হবে ধনী, তারাই নেতৃত্ব করবে আজ আমরা এমন একটা জটিল পরিস্থিতি[redacted] কালের আর্থিক জগতে। আর আজ যারা পৌঁছেছি যেখানে বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা[redacted] বিপাকে পিছিয়ে রইল, পূর্ণনিয়োগ যাদের পক্ষে রাখতে হলে শুধু বিদেশীর বাজার এবং চাহিদা[redacted] সম্ভব হ'ল না, তাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। নির্ভর করলেই চলে না, নির্ভর করতে হয় দেশের লোকের[redacted] সত্যই আজ পূর্ণনিয়োগের এতখানি উপযোগিতা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার উপর, তাদের ক্রয়সামর্থ্যের প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে। উপর। এই ক্রয়-সামর্থ্যের সেদিনই বৃদ্ধি সম্ভব যেদিন পূর্ণনিয়োগের ফলে দেশের উৎপাদনব্যবস্থাটি যে শুধু বজায় দেশের লোক যথেষ্ট টাকা আয় করবে, যেদিন তাদের থাকবে তাই নয়, সেই সঙ্গে দেশের হাতে সচ্ছলতা আসায় পূর্ণনিয়োগ হয়েছে; তার আগে নয়। ধনতন্ত্রের গতী তাই দেশের শ্রীও ফিরবে। প্রত্যেক দেশ যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে আজ সীমাবদ্ধ; প্রত্যেকটি দেশ তাই আজ আপন আপন প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করতে থাকে এবং ধনবিতরণ-পূর্ণনিয়োগের প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত; এই সমস্যার সমাধান বৈষম্য যদি নিদিষ্ট সীমারেখার বাহিরে না যায়, তাহলে নিয়েই আজ প্রত্যেক দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারা নিয়োজিত এমন সব রাষ্ট্র বিনা রক্তপাতে বিনা পরিশ্রমে পৃথিবীর বুকে হয়েছে। আজ কার সামগ্রী কে কেনে? নিজেদের গড়ে উঠবে যারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বপ্নকে ধনতান্ত্রিক আজ বাঁচতে হবে এবং তার জন্য দেশের আর্থিক ভিত্তি ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই সফল করতে পারবে। এই মজবুত করতে হবে। দেশের অধিকাংশকে বাদ দিয়ে নূতন ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সামগ্রী-বিনিময় যে থাকবে তাই আজ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বাঁচতে অক্ষম। না তা নয়; কিন্তু এই বিনিময়ের চেহারা হবে অন্যরকম। এখনও যে সব দেশ আন্তর্জাতিক বাজারের স্বপ্ন দেখছে, এতে বিনিময় হবে শুধু প্রয়োজনীয় সামগ্রীর—এদেশ যা বহির্বাণিজ্যের বিস্তারের প্রয়াস করে তথায় জাল বুনছে উৎপাদন করতে পারে না অন্য দেশের সেই সামগ্রীর তাদের ভুল অচিরেই ভাঙবে। ইংরাজীতে একটা কথা বাড়তি অংশ এই দেশে আসবে; বিনিময়ে এদেশ অন্য আছে—রক্তের টানই সবচেয়ে বড় টান। কিন্তু যেসব দেশকে সেইসব সামগ্রী সরবরাহ করবে যা তারা দেশ উপনিবেশের উপর একাল পর্যন্ত নির্ভর করেছিল উৎপাদন করতে পারে না। এইভাবে বহু দেশের মধ্যে তাদের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শিল্প গড়ে যে বিনিময় গড়ে উঠবে তা হবে সত্যিকারের আন্তর্জাতিক উঠায় সেসব দেশের আর খুব সুবিধা হবে না। শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। আজকের কৃত্রিম শ্রম-তাই বলছি যে, আমরা আজ এমন একটা অবস্থায় এসে বিভাগ, যেখানে একদেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে চেপে পৌঁছেছি যেখানে বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থারই কল্যাণে রাখার প্রয়াস করা হয় এবং যেভাবেই হোক আপন বাড়তি দেশের মধ্যে পূর্ণনিয়োগ আনবার জোরদার নীতি সামগ্রী অন্যের স্কন্ধে চাপানো হয়, এ আর থাকবে না। অবলম্বন করতে হবে। আজ প্রগতিশীল স্বাধীন প্রত্যেকটি দেশ যদি স্ব স্ব পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা করতে দেশগুলোতে এই কারবারই চলছে। কিছুদিন আগে পারে এবং সে অধিকার পায় তাহলে শুধু যে পৃথিবীর যেসব ছোট ছোট বাধাকেও গুরুত্ব দেওয়া হ'ত আজ চেহারাই ফিরবে তা নয়, সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যলিপ্সা, পূর্ণনিয়োগ আনবার জন্য তাদের চাইতে অনেক বড় বড় বাজারের জন্যে কামড়াকামড়ি প্রভৃতি বন্ধ হয়ে গিয়ে বাধাকেও ঠেলে অস্বীকার করে প্রগতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা- পৃথিবীতে শান্তি আসবে। আজও যাঁরা রাজনৈতিক দিক্ থেকে এক একটা দেশকে ছিন্নভিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে বা চেপে রেখে পৃথিবীতে শান্তি আনার চেষ্টা করছেন তাঁরা পণ্ডশ্রম করছেন মাত্র।

Registered No. C-1414.

বাংলার সম্পদ ঃ—নোয়াখালিতে অন্ন
ঘূর্ণিবাত্যা ও ভাকাতি। মহারাজ মন্মথকুমারের বাদু
পৃঃ

আর্থিক ভারত ঃ—বিদেশের জন্য চাউল
খাদ্য-মজুরের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড। স্বাস্থ্য মন্ত্রের যাব
পৃঃ ২৮

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—আমেরিকায় শুকনা
দুধের কারবার। শুকনা দুধের ইতিবৃত্ত। পৃঃ ২৯

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষার
নৌরাণিতা সম্মেলন। পৃঃ ৩০
লোকাৎ ঃ—কর্ণবীরের ভাত ৩১
ব্রিকা-জগৎ ৩২
মালোচনা ৩৩
গ্রন্থপঞ্জী ৩৪

প্রবন্ধ ঃ—পরাধীনতার প্রকারভেদ ও স্বাধীনতার
জন্য প্রয়াস।
শ্রীকস্তুরচাঁদ লালুয়ানী, এম এ ৩৭

জয় যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবন বীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৫ সালে ইহার প্রভূত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সংস্থানের সারবত্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

১৯৪৫ সালের নূতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস :—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস—কলিকাতা

২, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শ্রাবণ—১৩৪৪ **আর্থিক উন্নতি** ২২শ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাডস্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director

Dr. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE JULY-AUGUST NUMBER, 1947.

Section 1. Wealth of Bengal : Land under Cultivation in both the parts of Bengal. p. 38.

Section 2. Economic India : Import of Foreign Sugar. Life Insurance Business in India. Tata Sons Ltd. p. 38.

Section 3. World Economy : Butterless Condensed Milk. Population of France. Nationalization in U. K. p. 40.

Section 4. Men, Institutions and Movements : Indian Geological Department. Transport Committee. Coal Committee. p. 41.

Section 5. Interview : In Quest of Heroes. p. 41.

Section 6. World of Journals : *The Agricultural Situation.* p. 43.

Section 7. Reviews : Measuring Business Cycles. The Fiscal Impact of Federalism. p. 44.

Section 8. Bibliography: 5 books announced. p. 45.

Article : Process of Industrial Development in India.
By Manmatha Nath Sarker, M.A. p. 45.

দুনিয়ার ধনদৌলত

যুক্তরাষ্ট্রের মাখনহীন জমাট দুধ

শুষ্ক দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাখনহীন জমাট দুধের ব্যবহারও বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্বে শ্রেণোক্ত শ্রেণীর শুকনো দুধের মাত্র শতকরা ৫৫ ভাগ মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। বাদবাকী মাখনহীন জমাট দুধ পশুখাদ্যরূপে অথবা শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইত। অনেক শুকনো জমাট দুধের অপচয়ও ঘটিত। যুদ্ধের মধ্যে মাখন-বর্জিত জমাট দুধের মানুষের আহার্যদ্রব্যরূপে ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে। ১৯৪৫ সনে ইহার দুই-তৃতীয়াংশই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের পর মাখা-পিছু মাখন খাদনের পরিমাণ অব্যাহত থাকিলেও এই চিজের ব্যবহারও মাথাপিছু ৬ ভাগ বাড়িয়াছে। প্রাগ্‌যুদ্ধ সময়ের তুলনায় ১৯৪৫ সনে মাখন-বর্জিত শুকনো দুধের খাদন প্রায় ১৫% বর্ধিত হইয়াছে। চকোলেট, তরল দুধ ইত্যাদির জন্যও এই বস্তুর উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে।

মাখন-বর্জিত শুকনো জমাট দুধে খাঁটি দুধের একমাত্র মাখন ছাড়া অন্য সমস্ত গুণই বিদ্যমান। দেহ রক্ষার উপযোগী আহার্য-তালিকায় যে পরিমাণে ক্যাল-সিয়ামের প্রয়োজন, মাখন-বর্জিত শুকনো দুধে তার শতকরা ৭৫ ভাগও প্রয়োজনীয় প্রোটিনের শতকরা ১৫ ভাগ বর্তমান।

মাখনবর্জিত জমাট দুধ পুষ্টিকর আহার্য দ্রব্য সন্দেহ নাই। মার্কিন নর-নারী যতই এই সত্যটা উপলব্ধি করিতে থাকিবে ততই এই বস্তুর চাহিদা বাড়িতে থাকিবে। ফলে ডেয়রী কৃষকদের অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান হইবে। ক্ষেতখামারে মাখন তৈরী করা আর মাখন তোলা দুধ পশুখাদ্যরূপে ব্যবহার করার পরিবর্তে খাঁটি দুধ বিক্রি করার দিকে এদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইবে।

১৯৩৯ সনের পর দেশের ভাবগতিক এই পথেই পরিচালিত হইয়াছে। ১৯৩৯ সনে অর্ধেক দুধ খাঁটি আকারে বিক্রয় হয়; ১৯৪৫ সনে তিন-চতুর্থাংশ দুধ খাঁটি আকারে বিক্রয় হইয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে অবস্থা এই রকম দাঁড়াইয়াছিল। অধিকাংশ জমাট দুধ তখন সৈন্যদের জন্য বা বিদেশে ঋণ ও ইজারা আইন এবং সেবা কার্য্য আইন চালান গিয়াছিল। যুদ্ধের পরও মার্কিন কৃষকগণ এই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবে কি না তা নির্ভর করিতেছে ডেয়রী কারখানাগুলার উপর, অর্থাৎ ডেয়রী কারখানা খাদকদের রুচি-মাফিক শুকনো দুধ তৈরী করিতে পারিবে কিনা তার উপর।

ফ্রান্সের লোকবল

ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্ অ্যাণ্ড্ ইকনমিক ষ্টাডিজ কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে জানা যায় যে, গত ১০ বৎসরে ফ্রান্সের লোক-সংখ্যা শতকরা ৩·৩ ভাগ কমিয়া যাওয়ায় সর্বসমেত ১,৪০,০০০ জন লোক কমিয়া গিয়াছে। ঐ দেশের ১৯৩৬ সনের (৪১,২০০,০০০) সংখ্যানুপাতে বর্তমান লোক-সংখ্যা ৪০,৫০০,০০০।

জাতীয়করণ প্রচেষ্টায় বৃটিশ সরকার

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের জাতীয়করণ সম্পর্কে পঞ্চম প্রচেষ্টা প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮ মাসে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান জাতীয় সম্পদে পরিণত হইবে।

ইংলণ্ডের সমগ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাকে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করা হইবে। কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ সস্তা করিবার চেষ্টা করিবেন, বর্তমান ব্যবস্থার অটিলতা হ্রাস করিবেন, সরবরাহ ও অন্যান্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবেন। ইহারা বর্তমান শিল্পকে বিশেষ-ভাবে প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অধীন ১৪টি আঞ্চলিক বোর্ড থাকিবে এবং উত্তর স্কটল্যাণ্ডের জন্য একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান থাকিবে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসারের ক্ষমতা থাকিবে। বিদ্যুৎ-চালিত রেলওয়েতে ইহারাই বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবেন।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগ

বহু পূর্ব্বকালের তুলনায় ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের পরিধি কয়েকগুণ বাড়ানো হইতেছে। ভারতীয় শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের সহযোগিতায় ভূতত্ত্ব ও পদার্থ-রসায়ন বিদ্যার ওতপ্রোত সম্পর্কে শীঘ্রই ব্যবস্থা করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট একটি কেন্দ্রীয় ভূ-পদার্থ-বিদ্যা গবেষণা মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা তৈরির একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা খনিজপিণ্ড বিদেশে রপ্তানি না করিয়া এদেশের কল্যাণের জন্য তাহার সঞ্চয় ও সদ্ব্যবহার করিবেন। গবর্ণমেণ্ট কাঁচা মালের পরিবর্ত্তে শুধু তৈয়ারী করা পাকা মাল রপ্তানি করিবেন কিনা সে বিষয়টি এখনও তাঁহাদের বিবেচনাধীন আছে। গভর্ণমেণ্ট খনিজপিণ্ডের পরিবর্ত্তে পাকা মাল রপ্তানি করিবেন কি না তাহা এদেশের শিল্পোন্নয়ন ব্যবস্থার অগ্রগতির উপরই নির্ভর করিতেছে।

কয়লাখনি কমিটি

জেনেভা নগরে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের কয়লাখনি কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। বৈঠকে কমিটির অস্থায়ী ডিরেক্টারের রিপোর্ট, কয়লা-খনিশিল্পের সদ্ব্যবহার বিভিন্ন দেশে কয়লার উৎপাদন ও ব্যবহারের পরিমাণের রিপোর্ট, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কয়লার প্রয়োজনের পরিমাণ, শ্রমিকদের নিয়োগ ও শিক্ষা সম্পর্কে অবলম্বিত ও সম্ভাব্য ব্যবস্থা শ্রমিকদের কাজের সময়, কারিগরী শিক্ষার প্রসার, শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়নের সম্ভাব্যতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা চলে।

যান-চলাচল কমিটি

জেনেভা নগরে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ যান-চলাচল কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। ঐ কমিটির প্রথম অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিভিন্ন দেশে অবলম্বিত কর্ম্মপন্থা, কমিটির প্রস্তাবিত তদন্তকার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা, যান-চলাচলের কর্ম্মি-সমস্যা, আভ্যন্তরীণ যান-চলাচলের সংখ্যানুপাতিক হিসাব প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় ঐ অধিবেশনে আলোচনা করা হয়।

মোলাকাৎ

কর্ম্মবীর-আবিষ্কার

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত মন্মথনাথ সরকারের কথোপকথন)

প্রঃ—আমরা দু-একজন বাঙালী কর্ম্মবীর দেখ্‌লে তাদেরকে একমাত্র বা "সবেধন নীলমণি" বিবেচনা করি কেন?

উঃ—সাধারণতঃ লোকেরা বীরত্ব মাপে সাংসারিক সফলতা দেখে। কোন লোক যদি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন চালাতে পারে তবে তাকে কর্ম্মবীর বলা দস্তুর। লোকে চায় কৃতকার্য্যতা, সার্থকতা, বিত্তলাভ।

প্রঃ—আপনি কর্ম্মবীর মাপেন কী দেখে?

উঃ—আমি জয়-পরাজয় দেখি না। আমি দেখি শুধু সংগ্রাম। লোকটা বাধা-বিঘ্নকে জুতোচ্ছে কি না? লোকটা প্রতিকূল দুনিয়ার ঘাড় মট্‌কাতে চেষ্টা কর্‌ছে কিনা? যে লোকটা লড়াই কর্‌ছে সেই লোকটা বীর। যদি লড়াইয়ে হেরেও যায়,

তবুও সে বাপকা বেটা। এই আমার বিচার। যে লড়াই করে না সে নরাধম। বীরত্ব—লড়াইশীলতা, সংগ্রাম-নিষ্ঠা। কর্ম্মবীর-আবিষ্কারের পেশায় আমি আর কিছু দেখিনা। আমার বীরত্ব অরীপ কিছু অদ্ভুত রকমের।

:—সাধারণতঃ লোকেরা কর্ম্মবীরদের সফলতা বা কৃতকার্য্যতা মাপে কী দেখে?

উঃ—প্রথমতঃ দেখে টাকাকড়ির বহর। দ্বিতীয়তঃ দেখে সরকারী পদবী, খেতাব ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ দেখে দেশ-বিদেশে নাম-ডাক। এই হচ্ছে কর্ম্মবীর অরীপ করবার তিন অতি-সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী।

প্রঃ—এই তিন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অরীপ সুরু করলে বহুসংখ্যক কর্ম্মবীর দেখা যায় না কি?

উঃ—না। গোলযোগ আছে। ভুলচুকের সম্ভাবনা আছে। এতে মেকী মেজাজের খেলা দেখতে পাই। অহংকারের প্রভাব আছে। টাকা-ওয়ালারা বেশ মেকী লোক। তারা যখন-তখন যে-সে লোককে টাকাওয়ালা হিসাবে বড় বলতে নারাজ। তারা মনে করে যে, একমাত্র তারাই টাকাওয়ালা। তাদের মেজাজে তারাই যেন পাত্র। তাদের সমান ধনী আর কেউ নাই। অতএব দেশে কর্ম্মবীরের সংখ্যা খুব কম। পদবী-ওয়ালাদের অহঙ্কার খুব বেশী। তারা ভাবে যে তাদের সমান ইজ্জৎ বেশী বাঙালী পায় নি। অতএব এই হিসাবেও বাঙালী কর্ম্মবীর শুন্যিতে নগণ্য। আর দেশ-বিদেশের নামওয়ালা বাঙালীরা সবাই আঙুল ফুলে কলাগাছ বিশেষ। তারা মনে করে যে, তাদের সমান নামওয়ালা লোক বাঙলা দেশে খুবই কম। ঠিক যেন নাই বললেই চলে। যাকে-তাকে এই শ্রেণীর মেকীরা নামদার-লোক সম্মিতে নারাজ। সুতরাং এই মেজাজেও কর্ম্মবীর বাঙালী বেশী নাই। মেজাজের এই সকল দুর্ব্বলতা ধনী-পদবীশীল-নামদার নরনারীর পক্ষে স্বাভাবিক। এই তিন শ্রেণীর লোকের মহলে নতুন-নতুন কর্ম্মবীর স্বীকার করা একপ্রকার অসাধ্য। এই সব হচ্ছে মাত্রাবিশেষে অহঙ্কারের খেলা। মেকীর দৃষ্টিভঙ্গী আসলি দৃষ্টিভঙ্গী হ'তে আলাদা চিজ্।

প্রঃ—এই তিন দৃষ্টিভঙ্গীর গলদ কোথায়?

উঃ—আমি গরীব মানুষ। পয়সাওয়ালা, পদবীওয়ালা, নামওয়ালা লোকজনের মেজাজে ঢুকবো কী ক'রে? আমার মতন গরীবের চোখে অল্প-আয়ের লোকও ধনী, আবার গরীবরাও কর্ম্মবীর। সরকারী পদবী কেমন ক'রে জুটে, তা আমার পক্ষে বুঝা অসম্ভব। তাছাড়া পদবীহীন লোকও কর্ম্মবীর হ'তে পারে। অধিকন্তু নামডাকের মাত্রায় কম-বেশী থাকা স্বাভাবিক। নামটা ঘটনাচক্রে হাত বাড়ে-কমে। কে জানে? এই সবের ভেতর বোধ হয় রহস্য আছে।

প্রঃ—কর্ম্মবীর-আবিষ্কারের জন্য আপনি কী করতে চান?

উঃ—টাকার গরম, পদবীর গরম, নাম-ডাকের গরম বাদ দিয়ে কর্ম্মবীর আবিষ্কার করার দিকে আমার মতিগতি। সত্যি কথা,—দেশ-বিদেশের কর্ম্মবীর আবিষ্কার করা আমার অন্যতম পেশা। এই পেশায় পয়সা ইত্যাদি চিজের বালাই আমার নাই। সর্ব্বদাই খুঁজছি লোকজনের লড়াই-শীলতা, সংগ্রাম-নিষ্ঠা, দুনিয়াকে জুতোবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা। এই পরীক্ষায় যে পাশ সেই কর্ম্মবীর। আগেই বলেছি,—লড়াইয়ের পরাজিতেরাও আমার বিচারে পাশ। তারাও বড় বীর। চাই কেবল লড়াই, হামেশা লড়াই,—লড়াইয়ের পর লড়াই। এরি নাম জীবন।

প্রঃ—আবার জিজ্ঞাসা করছি,—টাকাওয়ালারা কি টাকা রোজগারের পরিমাণ না দেখে কাউকে কর্ম্মবীর ঠাওরাতে পারে না?

উঃ—অবস্থা ঠিক তাই। শুধু টাকাওয়ালারা কেন, জন-সাধারণ আর দেশের অধিকাংশ লোকই রোজ-

গায়ের মাপে কর্ণধারীর জরীপ করতে অভ্যস্ত। সংসারের লোকজনের মতিগতি নিরূপণ :—লাখ পাঁচেক যার রোজগার, সে ষেড়-লাখীর চেয়ে বড় কর্ণধারীর। লাখপতির চেয়ে ছোট কর্ণধারীর হ'চ্ছে পঞ্চাশ-হাজার-পতি ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত শ'খানেক বা গোটা পঞ্চাশেক যার রোজগার, সে-বেচারা কর্ণধারীর একদম নয়। এই হ'চ্ছে দুনিয়ার কর্ণধারীরের জরীপ-প্রথা। রোজগার-মাফিক কর্ণধারীর জরীপ করার রীতি অতি সনাতন ও সার্ব্বজনিক।

প্রঃ—এই জরীপ-প্রথার দোষ কোথায়?

উঃ—সহজে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মনে করো দুনিয়ার কোনো দেশে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার লড়াই চল্‌ছে,—পঞ্চাশ-পঁচাত্তর-শ'বছর ধ'রে। শেষ পর্য্যন্ত দেশটা স্বাধীন হ'য়ে গেল—শ'বছরের সেবদিন। সেই দিনকার স্বদেশ-সেবকদের ছাড়া আর কাউকে বাপকা বেটা, কর্ণধারীর ইত্যাদি বলা সাধারণতঃ দস্তুর নয়। কিন্তু এই বিচার যুক্তিসঙ্গত কি?

প্রঃ—আপনার বিচার কিরূপ?

উঃ—আমার বিচারে সেই দেশের স্বদেশ-সেবক ও রাষ্ট্রনিষ্ঠ কর্ণধারীর হাজার-হাজার। তারা কারা? তারা শ'বছর ধ'রে জেল খেটেছে, যা মরেছে, দেশ-বিদেশে স্বদেশের স্বাধীনতার ঝাণ্ডা খাড়া ক'রেছে, আর তার জন্য নানা নির্য্যাতন স'য়েছে, এখানে-ওখানে-সেখানে প্রাণ দিয়েছে। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার বেলায় চরম অবস্থায় শেষ স্বদেশ-সেবকেরাই একমাত্র বীর নয়। সফলতা-প্রাপ্ত শেষ কর্ণধারীরের চেয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বদেশ-সেবকদের অনেকেই চরিত্রবত্তায় আর স্বার্থত্যাগে হয়ত বেশ-কিছু মহত্তর।

প্রঃ—বেশ তো। তাতে কী হ'লো?

উঃ—ঠিক তেমনি প্রত্যেক দেশেই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হ'য়েছে হাজার-হাজার কর্ণধারীর। তার ভেতর দুচার-দশজন হয়ত টাকার মুখ দেখ্‌তে পায়, বাড়ী-গাড়ীর বিলাস ভোগ করে। কিন্তু তারাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য কর্ণধারীর নয়। অজ্ঞাতেরাও কর্ণধারীর,—হয়ত খুব উঁচু দরেরই কর্ণধারীর। আগেই ব'লেছি,—কেল-মারা পরাজিতেরাও আমার বিচারে কর্ণধারীর। গরীবেরাও কর্ণধারীর।

পত্রিকা-জগৎ

"দি এগ্রিকাল্‌চারাল সিচুয়েসন"

(মে, ১৯৪৭)

আলোচ্য সংখ্যায় "কি ভাবে আমাদের জমি ব্যবহৃত হয়"-শীর্ষক একটী মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান লাভ করিয়াছে। প্রবন্ধটী পড়িলে মার্কিনের অতুলনীয় কৃষি-উদ্যমের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। নিম্নে প্রবন্ধের সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ করা হইল।

যুক্তরাষ্ট্রে মোট জমির পরিমাণ ১, ৯০৪ মিলিয়ন একর। ইহার তিন-চতুর্থাংশ আবাদ ও পশুপালনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এই সমস্ত কাজে প্রায় ১, ৪০০ মিলিয়ন একর জমি প্রযুক্ত হইয়াছে। বাসভূমির, পরিমাণ ২৯০ মিলিয়ন একর। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের ১০% জমি আবাদ, পশুচারণ ও কাষ্ঠ আহরণের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। বাকী ১০% জমির কিছু অংশ পার্ব্বত্য অঞ্চল ও মরুভূমি। এই অংশের মধ্যে খনিজ সম্পদও নিহিত আছে। ৩৭ মিলিয়ন একর জমিতে খেলার মাঠ, পার্ক, প্যারেড ক্ষেত্র ইত্যাদি অবস্থিত। সহরগুলি ১৩ মিলিয়ন একর জমি জুড়িয়া আছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ৪০০ মিলিয়ন একর জমিতে চাষবাস হয়।

তন্মধ্যে প্রত্যেক বৎসর ৩৫০ মিলিয়ন একর জমিতে শস্য বপন ও কর্ত্তন করা হয়।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে চারণ ভূমির পরিমাণ ১০০০ মিলিয়ন একর। ৭০০ মিলিয়ন একর তৃণক্ষেত্র ও ৩৫০ মিলিয়ন একর বনভূমি পশুচারণ ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের মোট জমির শতকরা ৭৫ ভাগ বেসরকারী সম্পত্তিতে পরিণত। শতকরা ২০ ভাগ ফেডারেল গবর্ণমেণ্টের দখলে আছে। ফেডারেল ভূমির অধিকাংশ বন-জঙ্গল, চারণভূমি ও মরুভূমি এবং এই সমস্ত পশ্চিম আমেরিকায় অবস্থিত। অধিকাংশ চাষীরা ব্যবহার করে; কতকটা জাতীয় উদ্যান, সংরক্ষিত পশু-নিবাস, বেতার ইণ্ডিয়ান নিবাস ও সামরিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত। শতকরা পাঁচ অংশ ষ্টেটগুলার হাতে। এই সমস্ত জমিও পার্ক, জঙ্গল এবং চারণভূমিতে পরিণত।

মার্কিণ সরকার কৃষিবিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকার "শস্য উৎপাদনের নূতন যুগ", "কালি-ফোর্ণিয়ার মেষ-পালন", "চাষীদের খাদ্য দ্রব্য ক্রয়" এবং "দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের রূপবদল"-এই কয়টী মূল্যবান প্রবন্ধও স্থান লাভ করিয়াছে।

সমালোচনা

মেজারিং বিজ্‌নেস্ সাইক্‌লস্; আর্থার পিয়ার্সন ও ওয়েস্‌লী সি মিচেল; ন্যাশনাল বিউরো অব্ ইকনমিক রিসার্চ; নিউইয়র্ক; ১৯৩৬; ৫৮৭ পৃঃ; ৫ ডলার।

আলোচ্য বইখানা ১২টী অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থ-কারদের মতে, প্রথম অধ্যায় দুইটী সাধারণ পাঠক ও ব্যবসাদারদের জন্য লিখিত। ১ থেকে ৪, ৯ ও ১২ অধ্যায় বাণিজ্য চক্রের সাধারণ গবেষকদের জন্য। ২, ৩ এবং ৫ থেকে ৮ অধ্যায় সংখ্যাশাস্ত্রীদের জন্য পরিকল্পিত। নিম্নে অধ্যায়গুলার নাম দেওয়া গেল; (১) কার্য্যকরী পরিকল্পনাসমূহ; (২) তথ্য-বিশ্লেষণের প্রাথমিক মোসাবিদা; (৩) সাময়িক ও ইতস্ততঃ চলাফেরার পরিকল্পনাসমূহ; (৪) বাণিজ্য-চক্রসমূহের তারিখ নির্ণয়; (৫) বাণিজ্যচক্র সমূহের মাপজোক ইত্যাদি।

দি ফিস্ক্যাল ইম্‌প্যাক্ট অব্ ফেডারেলিজম ইন দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স; জেমস এ ম্যাক্সওয়েল; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটী প্রেস; কেম্ব্রিজ; ১৯৪৬; ৪৪০ পৃঃ; ৫ ডলার।

ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন প্রথা সরকারী রাজস্বের উপর যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামনে যেসমস্ত রাজস্ব-ঘটিত সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে কেবলমাত্র শাসন ক্ষমতার নিবিড় কেন্দ্রীয়তা সাধন দ্বারা তাহার সমাধান অসম্ভব। মোটের উপর বিভিন্ন ষ্টেটের অধিকারগুলি সুস্পষ্টরূপে সমঝাইয়া লইয়া অর্থাৎ তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুসারে চলিলে তবে যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্বের সুরাহা হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক ধরা পরিবর্ত্তনের বেলায় শুধুমাত্র ষ্টেটের স্বার্থ ও অধিকারের দোহাই তুলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে বাধার সৃষ্টি করাও চলিবেনা।

আধুনিক যুগের যুক্তরাষ্ট্রগুলিকে রাজস্ব-সংগ্রহ সম্পর্কে কিরূপ বেগ পাইতে হয়, সি ম্যাক্সওয়েল তাহা বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের অসুবিধাগুলির উল্লেখ করিয়া কতকগুলি প্রতীকারোপায়ও বাৎলাইয়াছেন।

গ্রন্থকার মধ্যপথ অবলম্বনের উপদেশ দান করিয়াছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্বের সুরাহার জন্য অনুপযোগী কার্য্য-ক্রম বাতিল করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে যুক্তরাষ্ট্রীয় সমস্যা ক্ষমতা বা অধিকার বাঁটোয়ারার প্রশ্ন নয়। প্রকৃত পক্ষে ইহা শ্রম-বিভাগের সমস্যা। গ্রন্থকার ওয়াল্টার টমসনের এই অভিমতও বিশেষ জোরের সাথে সমর্থন করিয়াছেন।

উপসংহারে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব সংগ্রহের উপায় ও ধরাগুলিকে চালিয়া সাজিতে হইবে। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় এই ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ স্থানই দখল করিবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ফাইনান্সেস্ অব্ ইওরোপিয়ান লিবারেলস্‌ম্; ব্র্যাড এ শাউবার্ড; কিংস ক্রাউন প্রেস্; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ২১৬ পৃঃ; ৩ ডলার।

২। কোরম্যান্স প্রেস ইন্ ম্যানেজমেণ্ট; চার্লস্ হুপল্যাণ্ড স্মিথ; হার্পার এণ্ড্ ব্রাদার্স; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ১৭০ পৃঃ; ২ ডলার।

৩। আর্বিট্রেশন অব্ লেবার ডিস্‌পিউটস; ব্ল্যাবেল এণ্ড আপডেগ্রাফ ও হোয়াইট্‌লি পি ম্যাকৃকর; কমার্স ক্লিয়ারিং হাউস; শিকাগো; ১৯৪৬; ৩১০ পৃঃ; ৩·৭৫ ডলার।

৪। লেবার এডুকেসন্ ইন্ ইউনিভার্সিটিজ; ক্যারলিন এফ ওয়েব; আমেরিকান্ লেবার এডুকেসন্ সার্ভিস; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ১৩৮ পৃঃ; ১ ডলার।

৫। হুজ হু ইন্ লেবার; মেরিয়ন ডিকারম্যান্ ও রুথ টেলর; ডাইডেন প্রেস; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ৪৮০ পৃঃ; ১২ ডলার।

ভারতীয় শিল্পোন্নতির ধারা

শ্রীঅরুণনাথ সরকার, এম এ

অল্পদিনের মধ্যেই বৃটিশ-রাজ ভারতীয়দের হাতে ভারতের ভার অর্পণ করিয়া সাগরপাড়ি দিতেছেন। এতে আর কাহার সুবিধা হোক আর নাই-ই হোক ব্যবসায়ীরা ষোল আনা সুবিধাই ভোগ করিবেন। ব্যবসায়ীদের মধ্যে আবার বড় বড় শিল্পপতি ও পরদার মালিকরাই সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইবেন। বৃটিশের ভারত-ত্যাগের ফলে, পাকিস্তান এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র উভয় এলাকাতেই যে এই রকম ঘটিবে তা একরকম দিবালোকের মতই স্পষ্ট।

ভারতীয়-শাসিত ও ভারতবাসি-নিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ভারত বিশ্বের দরবারে প্রথম শ্রেণীর শিল্পপ্রধান দেশরূপেই গণ্য হইবে। কাজেই শিল্পোন্নতির বর্তমান ও অতীত অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। কারণ, শিল্পোন্নতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্থির করিতে হইলে অতীতের উপর রীতিমত নজর দেওয়া আবশ্যক।

কুটীর শিল্পের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

অতীতে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারত দেশীয় শিল্পধারাই আপন শিল্পদ্রব্যের অভাব মিটাইয়াছে। ভারতের পল্লী শিল্পগুলি স্থানীয় অভাব পূরণের সঙ্গে সঙ্গে নগর-জীবনের বিস্তৃততর চাহিদাও পূরণ করিয়াছে। এমন কি বিদেশের বাজারেও টক্কর দিতে কসুর করে নাই। এইসমস্ত দেশীয় শিল্পের মধ্যে বস্ত্র, খনিজ দ্রব্য এবং ধাতুশিল্পই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ভারতে প্রস্তুত সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র বিদেশের বাজারে খুব বেশী কাটিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানি বাণিজ্য বিনষ্ট হয়, ক্রমবর্দ্ধমান বিদেশী প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পের দারুণ অধোগতি। তাঁতশিল্পের পরিমাণও যথেষ্ট কমিয়া যায়। পূর্বে ভারতের সর্বত্র অনেক ছোট ছোট লোহা ঢালাইয়ের কারখানা ছিল। এইগুলা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এইসমস্ত বিশিষ্ট কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জীবন অবশ্য-প্রয়োজনীয়। বিদেশের বাজারে এইসমস্ত কুটীর-শিল্প নিয়ে টক্কর দেওয়ার মত অসম্ভব প্রস্তাব আমরা করিতেছি না। কিন্তু স্থানীয় অভাব মিটাইবার জন্য এই সমস্ত শিল্পের এখনো বেশ প্রয়োজন আছে।

আধুনিক শিল্পের প্রথম চেষ্টা

দেশের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে যাতায়াতের উপযোগী

উপযোগী রেলপথ নির্মাণ শেষ হওয়ার ফলে, ভারতবর্ষ বিদেশী শিল্পদ্রব্যের বাজারে পরিণত হইলেও এই দেশে ভারত ভূমিতে আধুনিক শিল্প প্রবর্তিত হয়। প্রকৃত পক্ষে ভারতে আধুনিক শিল্পোন্নতি আরম্ভ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে। রেলপথগুলির সংরক্ষণের জন্য করলার খনিগুলির কাজ আরম্ভ হয়। অনেকগুলি কাপড়ের কল ও চটকল স্থাপিত হয়। বস্ত্র উৎপাদক দেশ হিসাবে ভারত পৃথিবীতে চতুর্থস্থান অধিকার করে। পাটের চট ও থলে রপ্তানিও বাড়িয়া যায়। ১৯০৭ সনে টাটার লোহার কারখানা স্থাপিত হয়। টাটা হাইড্রো ইলেকট্রিক কনসার্ণও প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতির এক বড় সুযোগ উপস্থিত হয়। এই সময় ভারতের বিরাট শিল্প সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় ভারতের পক্ষে উহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বৃটিশরা ভারতের শিল্প প্রচেষ্টায় সর্ব্বদিয় সহানুভূতি দান করিলেও যুদ্ধের পর বৃটিশ নীতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৯১৯ সনে ভারত "অর্থনৈতিক স্বরাজ" লাভ করে। নানা প্রকার সংরক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থা হয়। সংরক্ষিত অনেকগুলি শিল্প উন্নতি লাভ করে। মন্বার সময়ে যেসমস্ত ভারতীয় শিল্পের নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল, সেগুলি অন্ততঃ পক্ষে বাঁচিয়া থাকার সুযোগ পায়। অটাওয়া চুক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা করে। এই ব্যবসায় বৃদ্ধি কেবলমাত্র কাঁচামালেই সীমাবদ্ধ নয়; সাম্রাজ্যের ভিতরে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যগুলির ক্রয়-বিক্রয়েরও রীতিমত সুরাহা হয়।

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী যুগ

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যে অবস্থা ছিল, তার সাথে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়ের তুলনা করিলে দেখা যায় শিল্পোন্নতির দিক থেকে ভারতবর্ষ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। ভারতের বড় বড় শিল্পের মধ্যে বস্ত্র-শিল্প ও চট শিল্পের স্থান সকলের উপরে। তুলা উৎপাদক দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান দখল করে। পাট উৎপাদন সম্বন্ধে ভারতের স্থান সকলের উপরে। বড় বড় শিল্পের মধ্যে বস্ত্র শিল্প প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯১৩-১৪ সনে ভারতে কটন মিলের সংখ্যা ছিল ২৬৪টী, টাকু ও তাঁতের সংখ্যা যথাক্রমে ৬,৮৪৮,২৮৩ ও ৮৫,১৪৮টী, কটন মিলগুলায় ২৮০,২৭৭ মজুর কাজ করিত। ১৯৩৮-৩৯ সনে এই সমস্ত মাপ-জোক দাঁড়ায় নিম্নরূপ:—মিল ৩৮৯টী, টাকু ১০,০৫৯,৩৭০টী, তাঁত ২০২,৪৯৬ এবং মজুর ৪৪১,৯৪৯ জন। আলোচ্য দুই সময়ের মধ্যে মিলজাত বস্ত্র উৎপাদন ১,১৮৪ থেকে ৩,৯৭৫ মিলিয়ন গজে বর্দ্ধিত হয়। ১৯৩৭-৩৮ সনে ১৯৩৮-৩৯ সনের চেয়েও বেশী বস্ত্র উৎপন্ন হয়; ১৯১৩-১৪ সনের তুলনায় এই সনে প্রায় চারগুণ বেশী বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে বস্ত্র শিল্পের পরেই পাট শিল্পের স্থান। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে চটকলের সংখ্যা ছিল ৬০টা; ১৯৩৮-৩৯ সনে সংখ্যা দাঁড়ায় ১০০ টারও উপর। টাকু ও তাঁতের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৯২,০০০ থেকে ১,২০,০০০ টাতে এবং ৫৪,০০০ থেকে ৬২,০০০টাতে বর্দ্ধিত হয়। ১৯২৯-৩০ সনে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৫৭,৯৫৫ টন।

ভারতবর্ষে পশমও উৎপন্ন হয় যথেষ্ট পরিমাণে। এই পশম মোটা ধরণের, এবং কার্পেট, কম্বল ইত্যাদি তৈরীর উপযোগী। আমদানি করা পশম দিয়ে কিছু woollen তৈরী হইয়াছে। ১৯৩৮ সনে পশমের কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯, তন্মধ্যে ২২টী ছিল পাঞ্জাবে। সংরক্ষণ শুল্কের কল্যাণে চিনি শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯৩২-৩৩ সনের পূর্ব্বে ভারতে মাত্র ৩১টি চিনির কারখানা ছিল। ১৯৩৮-৩৭ সনে চিনির কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৭, উৎপাদন দাঁড়ায় ইপলক্ষ টনেরও অধিক। বর্ত্তমানে চিনির কলের সংখ্যা ও পরিমাণ আরও বেশী দাঁড়াইয়াছে। এখন চিনি সম্বন্ধে ভারত স্বাবলম্বী দেশও বটেই, এখন কি ভারতীয় চিনি কিছু কিছু বিদেশে প্রেরিতও হইতেছে। চা-রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে চীনের পরেই ভারতের

স্থান। ভারতবর্ষ প্রায় ৩ লক্ষ টন চা উৎপাদনে সমর্থ। ১৯৩৭ সনে চা-বাগানের সংখ্যা ছিল ১,০৩৭; মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৬৩,৪৫০।

ভারত প্রচুর খনিজ সম্পদের দেশরূপে গণ্য না হইলেও শিল্প-বিস্তার সম্পর্কে অনেকগুলি সুযোগ-সুবিধা আছে। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ভারতের আভ্যন্তরীণ বিরাট বাজার; কারখানা পরিচালনের উপযোগী মজুরও আছে অগণিত। শিল্পোন্নতির অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, দুনিয়ার বড় বড় কয়লা-উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে ভারত অষ্টম স্থান দখল করিতেছে। ১৯১৪-১৮ সনের মধ্যে কয়লা উৎপাদনের বার্ষিক হার ছিল ১৮ মিলিয়ন টন; ১৯৩৮ সনে এই হার দাঁড়ায় ২৪ মিলিয়ন টনেরও অধিক। তাছাড়া হিমালয় পর্বতমালায় জলশক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার মজুত আছে। এই শক্তি কাজে লাগাইতে পারিলে ভারত অতুল বৈভবেরই অধিকারী হইবে।

ভারতের অব্যবহৃত জল-শক্তির পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৩২,০০০,০০০ অশ্বশক্তি। কয়েকটা বড় বড় ও শক্তিশালী হাইড্রো-ইলেকট্রিক (জল-শক্তি) পরিকল্পনার কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। এইসমস্ত পরিকল্পনার মোট ক্ষমতার পরিমাণ কমপক্ষে ৫০০,০০০ অশ্বশক্তি। তন্মধ্যে জোগাইয়ের নিকটবর্ত্তী টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কিমের ২৫০,০০০ অশ্বশক্তির অধিকারী, অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যে মাইসোর হাইড্রো-ইলেকট্রিক ওয়ার্কস ও বাঙ্গালোর গোটা তিনেক পরিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুক্ত প্রদেশ ও কাশ্মীরে কয়েকটা বিদ্যুৎ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান আছে। পাঞ্জাবেও একটা প্রতিষ্ঠান আছে। বাংলার দামোদর পরিকল্পনার কাজও কিছুদিনের মধ্যে আরম্ভ হইতে পারে।

খনিজ-সম্পদ্ সম্পর্কে ভারতবর্ষ কিন্তু নিতান্ত দরিদ্র। আসামের ডিগবয় এবং পাঞ্জাবের আটক, মাত্র এই দুইস্থানে তেলের খনি আছে।

লৌহপিণ্ডের অফুরন্ত ভাণ্ডার

ভারতবর্ষে লৌহ-শিল্পের উপযোগী লৌহপিণ্ডের অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে। ভারতের ভূগর্ভে প্রচুর পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর ইত্যাদিও আছে। ম্যাঙ্গানিজ-উৎপাদক দেশ হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের পরেই ভারতের স্থান (ক্রোম-উৎপাদক দেশ হিসাবেও ভারতের স্থান অনেক উপরে) লোহালক্কড়ের কারখানার মধ্যে টাটা কোম্পানী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারখানাটী বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ইস্পাতের কারখানা। লোহা-লক্কড়ের অন্যান্য কারখানার মধ্যে মাইসোর আয়রণ অ্যাণ্ড্ ষ্টীল ওয়ার্কস, ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানী, এবং বেঙ্গল আয়রণ অ্যাণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানী সমধিক উল্লেখযোগ্য। মোটের উপর লৌহ-শিল্পের দ্রুত বিস্তৃতি ও উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। দেশের চাহিদা পূরণের পর বিদেশের, বিশেষতঃ বিলাতের চাহিদা পূরণ সম্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমানে সাধারণ ইস্পাত তৈরীর সাথে সাথে নানা প্রকার বিশেষ ধরণের ইস্পাতও তৈরী হইতেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে অতিরিক্ত ফাইরীংগুলির যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। বর্ত্তমানে মোটরগাড়ী, এমন কি এরোপ্লেনও তৈরী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভিজাগাপট্টমে জাহাজ তৈরীর কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে এখন রেলওয়ের ইঞ্জিন পর্য্যন্ত তৈরী হইতেছে। বিলাত থেকে ইঞ্জিনের অর্ডার পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

এলুমিনিয়াম শিল্পেরও পত্তন হইয়াছে। জিবাকুরে ও কলিকাতায় এলুমিনিয়ামের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। রাসায়নিক শিল্পগুলিও রীতিমত উন্নতিলাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে সালফিউরিক এসিড, আমোনিয়াম সালফেট, কষ্টিকসোডা, সোডিয়াম বাই-কারবনেট, ব্লিচিংপাউডার, ক্লোরিণ, ব্রোমিন্, গ্লিসারিণ, এবং নানা প্রকার ঔষধপত্র তৈরী হইতেছে।

মোটের উপর ভারতে রীতিমত শিল্পোন্নতি ঘটিয়াছে পুরাতন শিল্পগুলিও বাড়িয়াছে যথেষ্ট পরিমাণে। ভারতবর্ষ এখন অধা-প্রাচ্যের নানাপ্রকার চাহিদা-পূরণে সমর্থ হইয়াছে। কাচ-শিল্পও যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে। কাগজ উৎপাদনও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে এক

হাজারেরও অধিক সাধারণের কারখানা চলিতেছে। এবং বছরে ১৫,০০০ টনের অধিক সাধারণ উৎপন্ন হইতেছে।

বর্ত্তমান শিল্প-প্রগতি প্রশংসনীয় হইলেও প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও বিরাট জনবলের তুলনায় ভারত শিল্প-প্রচেষ্টার দিক থেকে এখনও অনগ্রসর বিবেচিত হয়। দুনিয়ার প্রথম শ্রেণীর শিল্পপ্রধান দেশসমূহ গণ্য হইতে ভারতের এখনো বহু বিলম্ব। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ ছিল বলিয়া আশানুরূপ শিল্প-প্রগতি সম্ভব হয় নাই। রাষ্ট্রশক্তি প্রথমতঃ ভারতের শিল্পোন্নতির ঘোরতর পরিপন্থী থাকিলেও প্রথম মহাযুদ্ধের পর, দেশীয় শিল্পগুলির যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। চিনি, লোহা, দেশলাই প্রভৃতি কতকগুলি শিল্প সংরক্ষণ-শুল্কের কল্যাণে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও শিল্পোন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। তা সত্ত্বেও বাড়তির হার আশানুরূপ হইতে পারে নাই। দেশ স্বাধীনতা লাভ করিতে চলিয়াছে। আশা করা যায় স্বাধীনতা লাভের পর দ্রুতগতিতে শিল্পবিস্তার ঘটিবে এবং ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রধান দেশরূপে গণ্য হইবে।

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—উহার বর্ত্তমান আবাদী জমির পরিমাণ। ৩৮

আর্থিক ভারত ঃ—বিদেশ হইতে চিনি আমদানি। ভারতীয় বীমা-ব্যবসায়। টাটা লোহকারখানার দান। ৩৮

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু জমাট ধন। ফ্রান্সের লোকবল। জাতীয়করণ প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার। ৪০

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—ভারতীয় কৃতত্ব বিভাগ। যান-চলাচল কমিটী। ৪১

মোলাকাৎ ঃ—কর্ম্মবীর আবিষ্কার। ৪১

পত্রিকা-জগৎ ... ৪৩

সমালোচনা ৪৪

গ্রন্থপঞ্জী ৪৫

প্রবন্ধ ঃ—ভারতীয় শিল্পোন্নতির ধারা :

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম এ

১, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জাতি-সংমিশ্রণটা দক্ষিণ-আমেরিকায় যেমন ঘটিয়াছে এমনটী বোধ হয় আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা। এই জাতি-সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে, শ্বেতাঙ্গ, নিগ্রো আর রেড্-ইণ্ডিয়ান রক্ত। ইহারা লাতিন আমেরিকান নামে পরিচিত।

মোটা লাতিন আমেরিকার সওয়া আট কোটীর উপর লোক। মোটামুটি একটা দেশের পক্ষে এই লোকবল নেহাৎ কম নয়।

এই সমস্ত সম্পদ দেখিয়া আজ সর্ব্বত্রই জাতিগুলির চক্ষু টাটাইয়া উঠিতেছে, উঠিবারই কথা।

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—বিভিন্ন জিলার চাউল প্রেরণ। ৫০

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতবর্ষের আর্থিক সঙ্কট। ৫০

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—রুশিয়ার কথা। রুশিয়ার বস্ত্র শিল্প। ভাবের চাউল। ৫২

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—বিশ্বযুব সমিতি। ইতালিতে ধর্ম্মঘট। ৫৩

মোলাকাৎ ঃ—কর্ম্মবীর আবিষ্কার

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধ ঃ—দক্ষিণ আমেরিকার সম্পদ্ শ্রীবিলীপকুমার মালাকার

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রেসিডেন্ট রুজ্‌ভেল্ট চিন্তা এবং কর্মের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে দক্ষিণ-আমেরিকার বাণিজ্যিক আমদানি রপ্তানির উপর। দক্ষিণ-আমেরিকা বৎসরে রপ্তানি করে ৯,১৭০,০০০,০০০ টাকার কাঁচা মাল, আর আমদানি করে ৭,৪৪০,০০০,০০০ টাকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

উক্ত আমদানি-রপ্তানির বাৎসরিক ধারা নিম্নরূপ :—

	শতকরা রপ্তানি	শতকরা আমদানি
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৩৫·৪	৩৪
ইয়োরোপ	৫৪·৭	৪৩·৬
এসিয়া	১·৪	৪·৭
গ্রেট বৃটেন	১৬	১২·২
জাপান	১০·৩	১৭·১

এইবার দেখা যাক্ কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের রপ্তানি কি রকম।

দেশ	রপ্তানি কাঁচামাল	
ব্রাজিল	শতকরা ৩৪·৩—	৪০৭১৮৫০০ টাকা
আর্জেন্টিনিটিনা	৮·৪—	১৮৪৩৬০০০০ টাকা

অন্যান্য রাষ্ট্রের অবস্থা ইহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর। দক্ষিণ আমেরিকার এই সব কাঁচামাল ইংলণ্ড-আমেরিকার যে মানুষ হইয়া যখন আবার দেশে ফিরিয়া যায় তখন তাহার মূল্য বাড়িয়া যায় চতুর্গুণ। কাঁচামালকে রকম সাকে ভাগ করিলে আমরা পাইতেছি চার রকম। কৃষিজ, খনিজ, বনজ এবং প্রাণিজ।

রপ্তানিকরা কৃষিজ মাল

দেশ	উৎপন্ন মাল	শতকরা অংশ
ব্রাজিল	কফি	৫৬
	তুলা	৩·৬
	কোকো	১৮
	কারনাউবা ওয়াক্স (মোম)	১০০
	এরু কুইনাইন, রবার, ঘৃত ও সজ্জাদি, চিনি, শক্ত কাঠ।	

প্রাণিজ

গবাদি পশু, ভেড়া ইত্যাদি চালান হয় অধিক সংখ্যায় ইয়োরোপ এবং আমেরিকায়।

রপ্তানিকরা খনিজ সম্পদ্

দেশ	উৎপন্ন মাল	শতকরা অংশ
পেরু	রৌপ্য	৩০
চিলি	নাইট্রেট সল্টপিটার	
"	তাম্র	
বোলিভিয়া	টিন	
"	অ্যান্টিমনি	
আর্জেন্টিনা	তাম্র	
	পেট্রোল	
"	ইউরেনিয়াম	
প্যারাগুয়ে	কোরেবারাখো	
আরুজেন্টিনা	"	
ব্রাজিল	কয়লা, টাংগস্টেন, ম্যাংগানিজ, ক্রোমাইট, গন্ধক, অভ্র, আবাকো, পেট্রোলিয়াম, বক্সাইট, সোনা, প্লাটিনাম্ লোহা ও নানাবিধ রত্ন।	
ভেনেজুয়েলা	পেট্রোল	১০·৭
কলম্বিয়া	প্লাটিনাম	৫০

একটি দেশের পক্ষে শুধু তামা-লোহাই যথেষ্ট সম্পদ্ মনে করা লোকবল প্রধান সম্পদ। নানা দেশের নানান জাতির সংমিশ্রণে তৈরী এক নূতন জাতির সৃষ্টি লাগিয়াছে আমেরিকায়।

লোকসংখ্যা নিম্নে দেখানো হইতেছে :—

আর্জেন্টিনা	১২,৭৬২০০০	পেরু	৭,০০০,০০০
উরুগুয়ে	২,০৩০,০০০	বোলিভিয়া	৩,০০০,০০০
প্যারাগুয়ে	৯৫০,০০০	চিলি	৪,৫২৭,০০০
ব্রাজিল	৪২,৩৯৫,০০০		

মোট লোকসংখ্যা ৮,২৫,৯৯০০০

গ্রন্থপঞ্জী

১। দি ইন্টার-ডিপার্টমেন্টাল কন্ট্রোল অব্ অ্যাটমিক এনার্জি ; ডিপার্টমেন্ট অব্ ষ্টেট ; ওয়াশিংটন ; ১৯৪৬ ; ১৯৫ পৃঃ ; ৩০ সেন্ট।

২। ফরেন ট্রেড্ অ্যাণ্ড শিপিং ; আমেরিকান্ ম্যারিটাইম্ কাউন্সিল ; ম্যাকগ্র হিল বুক কোং ; নিউ-ইয়র্ক ; ১৯৪৫ ; ৩১৭ পৃঃ ; ৬ ডলার।

৩। বেসিক ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ অন্ পোর্তোরিকো ; এস এল দোকার্ডো ; অফিস অব পোর্তোরিকো ; ওয়াশিংটন ; ১০৩ পৃঃ।

৪। মিড্ল্ ইষ্ট সাপ্লাই ; ই বি ওয়াক্সিটন ; মিডল-ইষ্ট সাপ্লাই সেণ্টার ; ১৯৪৫ ; ২৪৩ পৃঃ ; ২·১৫ ডলার।

দক্ষিণ আমেরিকার সম্পদ্*

শ্রীদিলীপকুমার মালাকার,

গবেষক, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ

দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে সাক্ষাৎভাবে দাসত্ব-শৃঙ্খলে না বাঁধিয়া ইংরেজ তাহাদিগকে আর্থিক দাস করিয়া সম্পদ-সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছিল। ইংরেজকে এত সুখভোগে বাধা দিবার উদ্দেশ্যেই প্রেসিডেন্ট 'মনরো'র দক্ষিণ আমেরিকা-প্রেম। এই হিসাবে আমেরিকা ইংলণ্ডকে একবাপ পিছনে ফেলিয়া গেল, আর নামে না হউক কাজে লাতিন আমেরিকাকে উপনিবেশ করিয়া তুলিল। অতঃপর লাতিন আমেরিকার দুই বনেদী রাষ্ট্র—মার্কিণ আর ইংলণ্ড—শোষণ, চোষণ আর শাসন কার্য্যটাও বেশ অবাধে চালাইয়া যাইতে লাগিল।

ইংরেজের টাকায় ইংরেজের যন্ত্রপাতিতে সেখানে কল-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল। রেলওয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সোজাকথায়, সর্ব্বত্র যেমন হইয়া থাকে এখানেও তেমনি, একদল ইংরেজ স্বদেশের কারখানায় তৈরী নানা রকমের যন্ত্রপাতি বিদেশে চালান দিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছিল, অপরদিকে, আর একদল ইংরেজ সেগুলিকে বিদেশে কাজে লাগাইয়া পয়সা লুটিতেছিল। একদল ইংরেজ হাতে-হাতে নগদ পয়সা দিয়া বিদেশ হইতে কাঁচামাল আমদানি করিয়া স্বদেশে শিল্প তৈরী করিতেছিল, আর একদল ইংরেজ সেই শিল্পদ্রব্য বিদেশে বেচিয়া লাভবান হইতেছিল। এইভাবে যত রকমে সম্ভব ইংরেজ ধনী দুই হাতে পয়সা লুটিতেছিল তখন আমেরিকার চোখ টাটাইয়া উঠিল। আমেরিকা তখন টাকার থলিয়া লইয়া লাতিন আমেরিকার হাটে-বাজারে দেখা দিল। কাজেই লাতিন আমেরিকা হাতে স্বর্গ পাইল। আজিও সেইসব রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে। আর সেই সুযোগে খাই-খা যুক্তরাষ্ট্র 'প্যারামাউন্টের'-এ তাহাদের রাষ্ট্রজীবন এবং সমাজজীবনকে শোষাইয়া হাওয়া খাওয়াইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজন মত যখন তখন হুমকি দিয়া রাশি রাশি কাঁচামাল লইয়া যায়। সেজন্য উপযুক্ত মূল্য দেওয়াও সে উচিত মনে করে না। ফলে দেশবাসীর মুখের উপর দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতের দাগ লাগিয়াই আছে। ইহারা আজ মহাজনের কাছে খাতক ছাড়া আর কিছুই নহে। কাজেই রাজনীতিতে শিশু বলিয়া সকল রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থার ভারও যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার লোকদের উপর দেওয়া হইয়াছে।

প্রবলের এইসব স্বেচ্ছাচার দেখাশুনার পর আর্জ্জেন্টিনার

---

* শ্রীদিলীপকুমার মালাকার প্রণীত "আর্জ্জেন্টিনার স্বদেশসেবক পেরোঁ" নামক পুস্তিকার এক অধ্যায় হইতে পুনর্মুদ্রিত। চি, এম, লাইব্রেরী। কলিকাতা, ১৩৫১ ; দাম দুই আনা।

হইতেছে প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী। আর ঐ বৎসরে নাকি মার্কসবাদ ও কম্যুনিজম এতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে যাহা ইতিপূর্বে আর কখনও সম্ভব হয় নাই। মার্কসবাদকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত করিবার জন্য ফ্যাসিবাদীরা-প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিল; তাহাদের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখকের মতে, ভবিষ্যতেও যাহারা মার্কসবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার স্পর্দ্ধা ও দুঃসাহস প্রকাশ করিবে, তাহাদের ফ্যাসিবাদী ও নাৎসীবাদীদের মত দুরবস্থা ঘটিবে।

মিঃ চার্চিল আমেরিকায় কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করেন। তার প্রত্যুত্তর হিসাবেই মিঃ ডড তাঁহার মতামত বিবৃত করিয়াছেন। অতীতে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে যেসমস্ত ষড়যন্ত্র চলিয়াছে তাহার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি কম্যুনিজমের ক্রমিক অভ্যুদয়ের ইতিহাসও সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে কম্যুনিষ্ট পার্টি অনেক দেশে যে ভোট-যুদ্ধে জিতিয়াছে তাহাও তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন।

লেখক অতঃপর কম্যুনিজমের দুর্জয় শক্তির মূল উৎস সম্বন্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। দার্শনিক তত্ত্ব ও আন্দোলন দুইদিক হইতেই ইহা শক্তিশালী। দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে যে ইহা নিষ্ক্রিয়, তাহা কম্যুনিষ্ট চিন্তাবীরগণ বহু পূর্বেই প্রমাণ করিয়াছেন।

প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক একটি মূল্যবান্ ইঙ্গিত করিয়াছেন। ফ্যাসিবাদীরা যুদ্ধে পরাভূত হইলেও ফ্যাসিবাদ এখনও লুপ্ত হয় নাই। এইজন্য তিনি নিখিল বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনগুলার ঐক্য ও সংহতি সাধনের জন্য পরামর্শ দান করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি সকলকে মার্কসবাদের চরম লক্ষ্যলাভের সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কারণ, লেখকের মতে, কম্যুনিজমের জয়লাভে স্বাধীন মানবজাতিরই জয়লাভ।

সমালোচনা

অর্গানাইজড্ লেবার অ্যাণ্ড্ প্রোডাক্‌শন, নেভাই ষ্টেপস ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেমোক্রেসী; মরিস নিউবেলিস্ ব্লুক্ ও ফিলিপ মারে; হার্পার অ্যাণ্ড্ ব্রাদার্স; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ২৯০ পৃঃ; ২·৫০ ডলার।

অল্প খরচে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কিভাবে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করা যাইতে পারে, গ্রন্থকারদ্বয় আলোচ্য-গ্রন্থে সে-সম্বন্ধে কারখানা-পরিচালক ও শ্রমিক ইউনিয়ন নেতাদের চোখ ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বইখানা লেখা হইয়াছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে। গ্রন্থকার-দ্বয় উৎপাদন-বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

ইউনাইটেড্ ষ্টেটস ইকনমিক পলিসি টুওয়ার্ড জার্মানি; ডিপার্টমেণ্ট অব্ ষ্টেট; ওয়াশিংটন; ১৯৪৬; ১৪১ পৃঃ; ৪০ সেণ্ট।

পট্‌সডাম্ চুক্তি অনুসারে সমস্ত জার্মানি এবং মার্কিন অধিকৃত জার্মানি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র কিরূপ অর্থনৈতিক নীতি অবলম্বন করিয়াছে, এই সরকারী গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নিরস্ত্রীকরণ, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় ও পুনর্গঠন —এই তিন তিনটি বিষয় সম্পর্কে উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। সমস্তই কিন্তু একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। সমগ্র জার্মানিকে অর্থনীতির দিক্ হইতে একটি মাত্র দেশ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। জার্মানির আর্থিক জীবন সম্পূর্ণরূপে এই নীতির উপর নির্ভর করিতেছে।

মুখ-জোর নিজের সমান দু-এক জনকে সম্মানযোগ্য স্বীকার করতে রাজি হয়। বহু-সংখ্যক বীরের অস্তিত্ব তাদের মেজাজে অসম্ভব।

প্রঃ—কেন এইরূপ ঘটে?

উঃ—আগেই ত বলেছি কিছু-কিছু। কারণ বাৎলানো সোজা নয়। একটু-আধটু বিশ্লেষণ করতে পারি। কোন-কোন পণ্ডিত এমন দেমাকী যে, তাদের ল্যাজে পা দেওয়া অসম্ভব। আর-কোন পণ্ডিত কোন গলি-ঘোঁচে আছে কল্পনা করা পর্য্যন্ত তাদের পক্ষে কঠিন। যদি থাকে তা হ'লে তাদের ইজ্জৎ বাঁচানো দায় হবে যে! এইরূপ হচ্ছে তাদের মেজাজ।

প্রঃ—দেমাকীদের মেজাজ আর একটু বিশ্লেষণ করবেন?

উঃ—কোন-কোন বিদেশ-ফের্ত্তারা আবার নিজেদেরকে ভারত-বহির্ভূত যে-কোন দেশের সব-কিছু সম্বন্ধেই ওয়াকিবহাল মনে করে। তাদের সমান বিদেশ-দগ্ধ আমরি ভারতে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি', —এইরূপ তাদের ধারণা। হয়ত তারা মাত্র মাস কয়েক বা বছর দু-তিন বিদেশে ছিল। তবুও বিদেশের সব-কয়টা কর্ম্মবীরের খবর যেন তারা রাখে। অন্যান্যেরা যেন সে-সম্বন্ধে একদম অজ্ঞানা। এই ধরণের দেমাকী লোকের চিন্তায় হয়ত বিদেশী কর্ম্মবীরের সমান কর্ম্মবীর বাঙলায় একটাও নাই।

দেমাক রকমারি। কোন্ লোকের দেমাক কী আকার-প্রকারের হবে তা বুঝে উঠা কঠিন। আমি মামুলি মানুষ, সে-সব বুঝি-সুঝি না।

প্রঃ—দেমাক ছাড়া আর কোন কারণ সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

উঃ—আগেই বলেছি—কর্ম্মবীর কাকে বলে সেই সম্বন্ধে ধারণা রকমারি। যারা সাংসারিক সফলতা ঢুঁড়ে বেড়ায়, তারা কালে-ভদ্রে দু-এক জন কর্ম্মবীর আবিষ্কার করে। আর এই অধম গরীবের মতন যারা জীবন-সংগ্রামের লড়ুয়া মানুষ ঢুঁড়তে অভ্যস্ত তারা দুনিয়ার যে-কোন গলি-ঘোঁচে কি বছরই গণ্ডা-গণ্ডা বাপকা বেটা ও কর্ম্মবীর আবিষ্কার করে।

প্রঃ—টাকাকড়ির সঙ্গে বীরত্বের যোগাযোগ কিরূপ?

উঃ—পয়সাওয়ালা লোকের ছেলেরা বড়-বড় কারবারের মালিক বা পরিচালক হয়। তাতে বাহাদুরির কিছুই নাই। এদেরকে কর্ম্মবীর বলা আমার ধাতস্থ নয়। ধনীর বাচ্চা ধনী হয়েছে। এতো মামুলী কথা। কাজেই রোজগারের বহর দেখে আমি কর্ম্মবীর খুঁজি না। পয়সা-হীনের অসাধ্য-সাধন বা সাধনার পরাজয় আমার একমাত্র হিসাবের বস্তু। সিদ্ধিলাভ বড় কথা নয়। চাই সাধনা, চাই সাধক।

পত্রিকা-জগৎ

"দি মডার্ণ কোয়ার্টারলি"

(অক্টোবর, ১৯৪৬)

সম্পাদক—ডাঃ জন লুইস; প্রকাশক—লরেন্স অ্যাণ্ড্ উইশার্ট; লণ্ডন।

আলোচ্য সংখ্যায় মি জোবার মাহ্‌লী নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক এবং বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ কম্যুনিষ্ট নেতা আর পামি দত্ত লিখিত "মার্কসবাদের শক্তি" শীর্ষক একটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আসলে ইহা বক্তৃতা। ১৯৪৬ সনে মার্কসের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ইহা প্রদত্ত হয়।

মিঃ দত্ত বলেন, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পর, এই

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

বিশ্ব-যুবসমিতি

গণতন্ত্রবাদী বিশ্ব-যুব সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি একটি বিশ্বযুব সনদ রচনা করিয়াছেন। ৫৭টি দেশে এই প্রতিষ্ঠানের ৪ কোটি ৮০ লক্ষ সভ্য রহিয়াছে।

সনদে যুব সম্প্রদায়ের জন্য নিম্নলিখিত অধিকার দাবী করা হইয়াছে :—

কাজ করার অধিকার, সমান কাজের জন্য সমান বেতন, শিশু-শ্রমিক সংগ্রহ নিরোধ, ১৬ বৎসরের কম বয়স্কদের জন্য কাজের সময় হ্রাস। কাজের সময় বেতনসহ বৃত্তি-মূলক এবং কারিগরী শিক্ষার অধিকার, সাংস্কৃতিক আমোদ এবং খেলাধূলার অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা।

সনদটি সমর্থন করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনকে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ইতালিতে ধর্ম্মঘট

জিনিষপত্রের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ও তদনুপাতে মজুরী বৃদ্ধির চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ইতালীতে প্রায় ১০ লক্ষ ভূমিহীন চাষী ও স্বল্পপরিমিত জমির চাষী-মালিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। এই চাষীদের কোন সঙ্ঘ নাই, তাহারা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে ধর্ম্মঘট আরম্ভ করে। ধর্ম্মঘট করিবার পূর্ব্বে তাহারা এইরূপ সাবধান বাণীও প্রচার করিয়াছে যে, তাহাদের দাবী না মিটিলে তাহারা কাজে যোগদান করিবে না এবং ইতালী কোথা হইতে খাদ্য পায় তাহাও তাহারা দেখিবে।

যেসব অঞ্চলে ধর্ম্মঘট এখনও ছড়াইয়া পড়ে নাই, তথায় ধর্ম্মঘট আরম্ভ করাইবার জন্য ধর্ম্মঘটীরা ব্যাপকভাবে চেষ্টা করিতেছে। এজন্য তাহারা বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করিতেছে। ইতিমধ্যেই সহরাঞ্চলে দুগ্ধ সরবরাহ বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে ও জিনিষপত্রের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইতালীর উত্তরাঞ্চলের ভূম্যধিকারীরা তাঁহাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য টমি গান হইতে গুলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। অজ্ঞাত লোক দ্বারা তাঁহাদের জমিজমা নাকি আক্রান্ত হইয়াছিল।

ক্রিমোনা নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটি কার্ম্মে নাকি পেট্রোল দ্বারা অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছিল।

প্রধানমন্ত্রীর নিকট এইরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে যে, যে সব কৃষি শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দেয় নাই, তাহাদের যোগ দেওয়াইবার জন্য ধর্ম্মঘটীরা বলপ্রয়োগ করিতেছে। ধর্ম্মঘটীরা আবার এরূপ অভিযোগ করিয়াছে যে, ভূম্যধিকারীরাই চাষীদের কাজে নিযুক্ত থাকিবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিতেছে ও এমনকি অস্ত্রাদি ব্যবহারও করিতেছে।

মোলাকাৎ

কর্ম্মবীর আবিষ্কার

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত মনস্তাত্ত্বিক সরকারের কথোপকথন)

প্রঃ—অহঙ্কারের দরুণই কি লোকেরা দেশের ভেতরকার বহু-সংখ্যক কর্ম্মবীর দেখতে পায় না? পণ্ডিতেরাও কি পয়সাওয়ালা ইত্যাদি শ্রেণীর মতন বেয়াকুব?

উঃ—বহু-সংখ্যক কর্ম্মবীর দেখতে না পাওয়ার অন্যতম কারণ মানুষের অহঙ্কার সন্দেহ নাই। কিন্তু অহঙ্কারই একমাত্র কারণ নয়। তবে বেয়াকুব লোকেরা প্রায়ই কানা হয়। নিজের ন্যাকামী ও মহত্ত্ব ছাড়া তাদের চোখে আর কিছু পড়ে না।

দুনিয়ার ধনদৌলত

রুশিয়ার কথা

মস্কো নগরীর ৮০০তম জন্মতিথি উৎসবে জেনারেলিসিমো ষ্ট্যালিন এক বাণী প্রেরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর শান্তিকামী জাতিরা শান্তির রাজধানী এই মস্কো নগরীর প্রতি আশান্বিত হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে।

সামন্ততন্ত্র হইতে মুক্ত করিয়া এই নগরীই সমগ্র রুশ-জাতিকে একত্রে মিলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে—এইরূপ উক্তি করিয়া জেনারেলিসিমো ষ্ট্যালিন বলেন, সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদের উপর রাশিয়ার অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপনই এই নগরীর একমাত্র কীর্তি নহে। এই নগরী ধনতন্ত্র লোপ করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ও মানুষ-দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ করিয়াছে। ধনবাদের দাসত্ব হইতে মজুরদের মুক্ত করিয়াছে এই মহানগরী।

তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিশেষ লাভের ব্যবসায়। এই কারণে সাম্রাজ্যবাদীদের চেষ্টারা আর একটি যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন ইয়োরোপ এশিয়া ও আমেরিকার একটি সাম্রাজ্যিক জ্বালানের বিষয় হইতেছে—সেই সব স্থানে বিস্তর বস্তি বর্তমান। এই সব বস্তির অধিবাসীরা অযথ জীবন-যাপনের দরুণ ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে আগাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু গৌরবের বিষয় এই যে, আমরা এই বস্তি সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এইসব কারণেই অদ্য আমরা এই নগরীর ৮০০তম জন্মতিথি উদ্‌যাপনে সমর্থ হইয়াছি।

এই উৎসবে ঠিক কত খরচ হইয়াছে তাহার কোন হিসাব এপর্যন্ত করা হয় নাই বটে, কিন্তু মনে হয় প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশেষ ট্রেন, জাহাজ ও বিমানে করিয়া প্রতিনিধিদের আনয়ন করা হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে নানারূপ ভেট আসে। মস্কোর কয়লাখনির মালিকেরা ৫ গাড়ী কয়লা প্রেরণ করেন ও রাজধানীর নূতন ষ্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য ষ্টালিনাবাদ হইতে ২৫ ওয়াগন কাঠ আসে।

নগরীর উপকণ্ঠস্থ কৃষিপ্রতিষ্ঠানসমূহ নানারূপ আনাজ প্রেরণ করে। ১০০ ওয়াগন আঙ্গুর, ৬০ ওয়াগন তরমুজ আসে আস্ত্রাখান ও তুর্কমেনিয়া হইতে।

রুশিয়ার বস্ত্রশিল্প

মস্কো রেডিও'র একটি সংবাদে প্রকাশ যে, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের চেয়ারম্যান "ট্রেড" সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, উৎপাদন ব্যাপারে ধনতন্ত্র ব্যবস্থার চেয়ে সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা অনেক ভাল। তিনি বলেন ভারতের বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সেখানে ১০,০০০,০০০ টা স্পিন্‌ডেল চালু আছে। পৃথিবীর বস্ত্র উৎপাদন-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্থান তৃতীয়। বৃটেন এবং ফ্রান্সেরও বস্ত্রশিল্পের কার-খানার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় আছে। কিন্তু তাসখন্দের বিরাট বস্ত্রশিল্পের কারখানার মত যন্ত্রপাতি, উৎপাদনের ক্ষমতা ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা তিনি কোথাও দেখেন নাই। পরিশেষে তিনি বলেন যে, এইখানেই তিনি সত্যিকার সমাজতন্ত্র ব্যবস্থার উৎপাদন দেখিলেন।

শ্যামের চাউল

বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত শ্যাম যে চাউল রপ্তানি করিয়াছে, তাহার পরিমাণ ৮১৩, ৩৭০ টন। ইহার মধ্যে কলিকাতার জন্য প্রেরিত ৪, ৫১৮ টন চাউলও ধরিতে হইবে। অবশ্য ঐ চাউল কলিকাতায় পৌঁছে নাই। ব্যাঙ্কক উহা পুড়িয়া যায় এবং ভারত সরকার উহার মূল্য মিটাইয়া দেন। শ্যামের চাউলের মূল্য বাবদ বৃটেন ৮, ৬১০, ১০৯ পাউণ্ড দিয়াছে।

উৎপাদন; মূল্য-বৃদ্ধি রোধ ও জীবনধারণের ব্যয় সঙ্কোচের জন্য কার্য্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন; মিল ও ফ্যাক্টরীতে কার্য্যকাল বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের সুবিধা বেশী পরিমাণে পাইবার জন্য রপ্তানির মাত্রাবৃদ্ধি।

উপরোক্ত ধারায় সাফল্য অর্জ্জনের জন্য ভারত সরকার দেশব্যাপী একটা আন্দোলনের প্রবাহের উপর বিশেষ জোর দিবেন। আন্দোলনের শ্লোগান হইবে ইংলণ্ডেরই মত,—হয় আমাদিগকে উৎপন্ন করিতে হইবে নতুবা ধ্বংস হইতে হইবে।

বিভিন্ন সরকারী বিভাগে অনুসন্ধানের ফলে নিম্নোক্ত তথ্য আহরণ করা গিয়াছে।

যুদ্ধের বৎসরগুলিতে যদিও চাষের জমির পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু কিছুদিনের জন্য আর অধিক বৃদ্ধি না হইবারই সম্ভাবনা। যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, মূল্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের মাত্রা-বৃদ্ধি হয় না।

শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের বেলায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যুদ্ধের কালে চূড়ান্ত উৎপাদনের মাত্রায় পৌঁছান গিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৩ সনের গড়পড়তা উৎপাদনের মাত্রা যুদ্ধকালীন বৎসরগুলি অপেক্ষা নিম্নগামী হইয়াছে।

নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা হইতেই পূর্ব্বেকার বৎসরগুলির সহিত বর্ত্তমানের অবস্থা তুলনায় বুঝা যাইবে :—

দ্রব্য	ইউনিট	১৯৩৮-৩৯	১৯৪৫-৪৬	১৯৪৬-৪৭
কার্পাসজাত বস্ত্র	দশ লক্ষ গজ হিসাবে	৪,২৬৮	৪,৬৫১	৩,৮৬৩
পাটজাত দ্রব্য (বেসরকারী হিসাবে)	হাজার টন হিসাবে	১,২০৫	৯৭৩	১,০০২
লৌহ পিণ্ড	”	১,৫৭৬	১,৪০৬'২	১,৩৬৪'৪
ইস্পাতের পিণ্ড	”	৯৭৮	১,২৯৯'৯	১,১৯৯'০
বিশুদ্ধ ইস্পাত	”	৯৩২	১,৩৩৮'২০	১,১৬'৩
কয়লা	”	২৪,০০০	২৬,৪৮৯	২৬,২১৮
সিমেন্ট	”	১,৫১২	২,১৪৫'৮	২,০১৮'৩
পেট্রল	দশ লক্ষ গ্যালন হিসাবে	১৯'৮	২২'৯	২১'২৯
কেরোসিন	”	৩৮'৭	১৩'১৪	১০'৪১
কাগজ	হাজার টন হিসাবে	—	৬৯'৯	৬২'৩
দেশলাই	দশ লক্ষ গ্রোস	—	১৪'৪০	১২'৪২
স্পিরিট	হাজার গ্যালন হিসাবে	—	৫০৩১' ৪	৩৭৩৪'৬

মূল্যমান

দ্রব্য	১৯৪৬'এর জানুয়ারী	১৯৪৭'এর জানুয়ারী	১৯৪৭'এর জুলাই
সিমেন্ট	১৯০	১৮২	১৯৭
কয়লা	২১৪	২১৪	৩৪২
খাদ্যশস্য	২৪০'৫	২৭৬	৪৭৬'৮
পাট	—	৪১৭	৩৪৮
লবণ	—	১৬০	১৬৩
কার্পাসজাত দ্রব্য	২৬২	২৬২	২৬৯
কাঁচা চামড়া	১৬১	২১৬	২০৮

বাংলার সম্পদ্

বিভিন্ন জেলায় চাউল প্রেরণ

ঢাকা, ২৮শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ৭,০০০ টন চাউল বোঝাই একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব্ব পাকিস্তানে এপর্য্যন্ত মোট ১৪,০০০ টন খাদ্য-শস্য প্রেরণ করা হইয়াছে। আরও ৭,০০০ টন চাউল বোঝাই অপর একটি জাহাজ করাচী হইতে চট্টগ্রামে শীঘ্রই পৌঁছিবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, পাকিস্তান ডোমিনিয়নের খাদ্য দপ্তর অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে এবং নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে চাউল বোঝাই আরও দুইটি জাহাজ পূর্ব্ব পাকিস্তানে পাঠাইবার আশ্বাস দিয়াছেন।

বর্ম্মা হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। শীঘ্রই বর্ম্মা হইতে ২,০০০ হাজার টন চাউল চট্টগ্রামে পৌঁছিবে। চট্টগ্রামের বন্যার্ত্তদের সাহায্যার্থে বর্ম্মা সরকার আরও ২,৫০০ টন চাউল পাঠাইবার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করিতেছেন।

করাচী হইতে এ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ চাউল পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে নোয়াখালীতে ৩০,০০০ মণ এবং চট্টগ্রামে ৩১,০০০ মণ বিতরণ করা হইবে। যশোহর, রংপুর ও ময়মনসিংহ এই তিন জেলার প্রতি জেলায় ১০,০০০ মণ, ঢাকায় ৩০,০০০ মণ, ফরিদপুরে ২৫,০০০ মণ, ত্রিপুরায় ২০,০০০ মণ, পাবনায় ১৫,০০০ মণ এবং নদীয়া জেলায় ৫,০০০ মণ পাঠান হইবে।

করাচী হইতে প্রাপ্ত গম বিভিন্ন জেলায় পাঠান হইয়াছে। তন্মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় ৩,০০০ মণ, রংপুরে ৪,০০০ মণ, চট্টগ্রামে ৩,০০০ মণ, যশোহরে ৩,০০০ মণ, নদীয়া, বগুড়া, ত্রিপুরা এবং নোয়াখালীতে ৩,০০০ মণ করিয়া এবং ফরিদপুরে ৪,০০০ মণ পাঠান হইয়াছে।

পূর্ব্ব-প্রেরিত চাউল ব্যতীত ফরিদপুর, ঢাকা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা এবং মুন্সীগঞ্জে আরও অতিরিক্ত ৪৯,০০০ মণ ধান পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আর্থিক ভারত

ভারতবর্ষের আর্থিক সঙ্কট

দেশের সম্মুখে যে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিতেছে তাহার প্রতিবিধানের জন্য ভারত সরকার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। এই সম্পর্কে সরকারী নীতি সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগেই ঘোষিত হইবে। সরকারী মহলে উত্তরোত্তর এই ধারণাই বদ্ধমূল হইতেছে যে, ভারত যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে, তাহা ব্রিটিশের সমস্যার তুল্য। নিম্নলিখিত কারণগুলিই এই কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে :—

প্রত্যেক দ্রব্যের মারাত্মক অভাব—বিশেষভাবে খাদ্য ও বস্ত্রের। মূল্যের বর্দ্ধিত গতি—যাহা মুদ্রাস্ফীতির আকার ধারণ করিবে বলিয়া ভয় হইতেছে। জীবন-ধারণের ব্যয়বৃদ্ধি এবং সঙ্গে রহিয়াছে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও শিল্পে এবং কৃষিতে উৎপাদনের মাত্রা-হ্রাস। সর্ব্বশেষে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র ও কারখানা ইত্যাদির পুরাতন যন্ত্রপাতির স্থলে নূতন যন্ত্রপাতি বসাইবার জন্য মালপত্র ক্রয়ের সুবিধার নিমিত্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের অভাব।

এই সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ভারত সরকারের দৃষ্টিও তৎপ্রতি নিবদ্ধ হইতেছে।

কর্ম্মচারী মহলের আলোচনা হইতে বুঝা যায়, উৎপাদনের মাত্রা-বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার যে ধারায় কাজ করিবেন তাহা এইরূপ :—পরিকল্পনা অনুযায়ী

ভাদ্র—১৩৪৪ আর্থিক উন্নতি ২২শ বর্ষ—৫ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার আসন সর্বোপরিতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

ARTHIK UNNATI
(Economic Progress)
Established April, 1926
Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar. *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director
Dr. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE AUGUST-SEPTEMBER NUMBER, 1947.

Section 1. Wealth of Bengal : Supply of Rice to different Districts. p. 50.
Section 2. Economic India : Economic Crisis in India. p. 50.
Section 3. World Economy : About Russia. Piece goods Industry in Russia. Rice from Siam. p. 52.
Section 4. Men, Institutions and Movements : World Youth Association. Strikes in Italy. p. 53.
Section 5. Interview : In Search of Heroes. p. 53.
Section 6. World of Journals : *The Modern Quarterly*. p. 54.
Section 7. Reviews : Organised Labour and Production. United States Economic Policy towards Germany. p. 55.
Section 8. Bibliography: 4 books announced. p. 56.
Article : Wealth of South America
By Dilip Kumar Malakar. p. 56.

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY

আশ্বিন—১৩৫৪ আর্থিক উন্নতি ২২শ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাজয়ের ভূমি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: 9, Pahchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta

Director

Dr. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE SEPTEMBER-OCTOBER NUMBER, 1947.

Section 1. Wealth of Bengal : An Eye Hospital at Minapur. Condition of Potato Cultivation in Hughly. p. 60.

Section 2. Economic India : The Uplift of Port Labourers. p. 60.

Section 3. World Economy : Agriculture in U. S. A. Condition of the World Sugar Market. p. 61.

Section 4. Men, Institutions and Movements : Contai Motor-Works Union. Improvement of Public Health in Pakistan. The Leftist Conference. Future of the Betel-nut Industry of India. p. 62.

Section 5. Interview : In Search of Heroes. p. 63.

Section 6. World of Journals : *The Crops and Markets.* p. 65.

Section 7. Reviews : Scientific Man vs. Power Politics. p. 66.

Section 8. Bibliography : 4 books announced. p. 66.

Article : Argentine's Sterling Balance
By Dilip Kumar Malakar,
Research Fellow, The Bengal Institute of Sociology.

বাংলার সম্পদ্

চক্ষু-চিকিৎসালয়

মেদিনীপুর সদর সরকারী হাসপাতালে একটী ভ্রাম্যমান চক্ষু-চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে বলিয়া সরকার হইতে জানান হইয়াছে। এই চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে ইন্‌ডোর ও আউট-ডোরে চিকিৎসা করা হয়; এমন কি অন্ধ ব্যক্তিরা পর্য্যন্তও এই চিকিৎসালয়ে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এই জেলাবাসী যেসকল চক্ষু-রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এতদিন সুযোগ ও সুবিধার অভাবে চক্ষু-চিকিৎসা হইতে বঞ্চিত ছিলেন, সরকারের এই জন-হিতকর অনুষ্ঠানের দ্বারা এখন তাঁহারা প্রভূত উপকৃত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

আলুচাষের অবস্থা

বাঙ্গলার আলুচাষের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হুগলী; কিন্তু এই জেলায় আজ পর্য্যন্ত আবাদের কোনো ব্যবস্থাই কর্তৃপক্ষ করিতে সমর্থ হন নাই।

হুগলী জেলায় যে কয়টি সমবায় সমিতি হইয়াছে তাহাদের দার্জ্জিলিং বীজ আনিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা যথাসময়ে সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্যে দার্জ্জিলিংএ বীজ কিনিতে পারেন নাই। ইহার অন্যতম কারণ মহাজনদের ষড়যন্ত্র। দ্বিতীয় কারণ হইল এই যে, বিহারে দার্জ্জিলিং আলুর কন্‌ট্রোল নাই। বাংলা সরকারের সহিত বিহার সরকারের কোন যোগাযোগ না থাকার ফলে বিহারী মহাজনরা বাঙ্গালী মহাজনদের সহিত মিলিয়া চড়া দরে আলু কিনিয়া বিহারে চালান দিতে থাকে। ইহা যে সরকারী কর্ম্মচারীদের যোগসাজসে হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফলে সমবায় সমিতিগুলি যথাসময়ে বীজ কিনিতে পারে নাই। কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি দার্জ্জিলিং বীজ বসানোর ঠিক সময়। কিন্তু এখনও উক্ত বীজসমস্ত আসিয়া পৌঁছায় নাই। ফলে সমিতির লোকসান হইবে।

যেসমূদয় বীজ হুগলী জেলায় মাত্র ২০০০ মণ আসিয়াছে। তাহার মধ্যে সিকিরও বেশী পচা। নৈনিতাল বীজের কোন সম্ভাবনাই নাই। এই দুই রকম বীজ হুগলী জেলায় প্রায় দুই লক্ষ মণ দরকার হয়। দুই সপ্তাহের উপর হইল নৈনিতাল বীজ মহাজনদের মারফৎ বাংলা সরকার আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এগুলি মহাজনদের মারফৎ বিলি করান হইবে। সমবায় সমিতিগুলিকে দিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

বীজ আনিতে বিলম্ব তো হইতেছেই তাহার উপর সমস্ত মোকামে বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে না। ইহার ফলে চাষীরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া নাকাল হইতেছে। এইরূপ বিশৃঙ্খলার ফলে কম পরিমাণ বীজও যথাসময়ে বিক্রয় হইতে পারিবে না এবং মহাজনরা সেই সুযোগে ব্ল্যাক সেল করাইয়া লাভবান হইবে।

আর্থিক ভারত

জাহাজী শ্রমিকদের উন্নয়ন-চেষ্টা

পল-পরিষদের (ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্ট) অধিবেশনে জাহাজী শ্রমিক বিল উত্থাপিত হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বিল আইনে পরিণত হইলে ভারতের ৭০,০০০-এর অধিক পোর্ট শ্রমিকদের নিয়মিত কর্ম্মসংস্থানের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা হইবে। এই বিল ভারতের প্রধানসচিব শ্রীযুক্ত জগজীবনরাম কর্তৃক উত্থাপিত হইবে। বিভিন্ন পোর্টে শ্রমিকদের অস্থায়ী নিয়োগের কুফল দূর করা ও তাহাদের ক্লেশ নিবারণ করাই এই বিলের উদ্দেশ্য।

প্রধান প্রধান পোর্ট শ্রমিকদের রেজিষ্ট্রীভুক্ত করা ও

তাহাদের নিয়োগনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনা করার ক্ষমতা এই বিলদ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হইয়াছে এবং অন্যান্য পোর্ট শ্রমিকদের সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারসমূহকে দেওয়া হইয়াছে। মজুরী, কাজের ঘণ্টা ও বেতনসহ ছুটি প্রভৃতি সর্ত্তসম্পর্কে পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে। শ্রমিকদের শিক্ষাকাল ও হিতজনক কার্য্যের জন্য ও তাহাদের বেকার সময়ের জন্য ন্যূনতম বেতনের ব্যবস্থাও করা যাইবে। বিলে একটি ত্রিদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমান অনুপাতে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের প্রতিনিধি লইয়া কমিটি গঠিত হইবে। কমিটির সদস্য-সংখ্যা হইবে ১৫। পরিকল্পনা রচনা ও কার্য্যকরী করিবার কালে সরকার এই কমিটির সদস্যদের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

জাহাজের পোর্টে উপস্থিত ও পোর্ট ত্যাগের উপরেই পোর্ট শ্রমিকদের চাহিদা নির্ভর করে। জরুরী অবস্থার জন্য কখনও কখনও মালিকগণ শ্রমিক রিজার্ভ করিয়াও রাখে। গত যুদ্ধকালে বিভিন্ন পোর্টে দারুণ কাজের চাপ ও কর্ম্মব্যস্ততা ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা অন্যরূপ। ডক শ্রমিকদের নিয়োগ-নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ ও কনট্রাক্টারের মারফৎ শ্রমিক সংগ্রহের বিরোধিতা: ১৯৩১ সনের রয়েল কমিশন অব লেবার ও ১৯৩৬ সনের শ্রমিক-তদন্ত কমিটি উভয়েই করিয়াছিলেন। শ্রমিক তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, মাদ্রাজ ও কলিকাতা পোর্ট কর্ত্তৃপক্ষ সরাসরি শ্রমিক নিয়োগ করেন; কিন্তু বোম্বাই ও কোচিনে কনট্রাক্টর প্রথা বর্ত্তমান।

প্রকাশ, গত ১৫ই নবেম্বর শনিবার বোম্বাইয়ের ডকগুলিতে যে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে কনট্রাক্টর মারফৎ শ্রমিক সংগ্রহের প্রথা তুলিয়া দিবার দাবী করা হইয়াছে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

মার্কিণ কৃষি

নিম্নের তালিকায় ১৯৪৭ সনে মার্কিণ কৃষির মোটা-মুটি পরিচয় দেওয়া গেল। তুলনার জন্য ১৯৪৬ সনের হিসাবও দেওয়া হইল।

শস্য	আবাদের পরিমাণ (হাজার একরে প্রদত্ত)	
	১৯৪৬	১৯৪৭
সকল প্রকার শস্য	৩০,০২৭	৩০,৪৫০
গম	৭১,৫১০	৭০,৭০০
জই	৪৭,০৪৮	৪৪,৬৬২
যব	১১,৫৯৪	১৩,০৮৯
মকিনা	২,৬০২	৫,০০০
ধান	১,৫৮৪	১,৫২০
আলু	২,৬২৫	২,৫১৭
মিষ্টি আলু	৬৮৫	৮০৩
তামাক	১,৯৩৮	১,৯৬৭
সীমজাতীয় শস্য	১,৬৯৮	২,১৫০
কলাইজাতীয় শস্য	৫৩৮	৪৭৮
সয়াবিন	৯,৬০৬	১১,২৪৪
চীনা বাদাম	৩,১৬৮	২,৮৩৯
পশুর খাদ্য	৭৪,৩৫২	৭৪,১৩০
বীট	৯০৬	১,০৬৯

যুক্তরাষ্ট্রের সিগারেট শিল্প

গত পাঁচ বৎসরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে দেড় ট্রিলিয়ন সিগারেট প্রস্তুত হইয়াছে। এইগুলি একটার সঙ্গে আর একটা জোড়া দিলে পৃথিবীকে আড়াই হাজার বার ঘিরিয়া ফেলিতে পারে। আমেরিকার বিরাট সিগারেট শিল্পের জন্য

দেশের ৭০% তামাক ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৬ সনে তামাক বেচিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ১৫০ মিলিয়ন ডলার আয় হইয়াছে। তন্মধ্যে সিগারেটের উপযোগী তামাক বিক্রয়ের পরিমাণ ৮৫০ মিলিয়ন ডলার। মোটের উপর মার্কিণ সিগারেট-শিল্পের জন্য বিপুল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিতেছে। দেশে ও বিদেশে মার্কিণ সিগারেটের চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

বিশ্ব শর্করা পরিস্থিতি

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এবার ১·৭ মিলিয়ন টন বীটের চিনি উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ১৯৪৬-৪৭ সনে যুক্তরাষ্ট্র ও উহার অধীন দেশগুলিতে মোট ৯·৬ মিলিয়ন টন চিনি উৎপন্ন হইবে। কিউবায় উৎপন্ন হইবে ৫·৫ মিলিয়ন, আর ফিলিপাইনে মাত্র ২০০,০০০। ঘোর যুক্তরাষ্ট্রে মোট ২ মিলিয়ন টন উৎপন্ন হইতে পারে।

পৃথিবীর প্রধান রপ্তানিকারক তিনটী দেশ—জাভা, ফরমোজা ও ফিলিপাইন—যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রত্যেক বৎসর ৩·৮ মিলিয়ন টন বিশ্বের বাজারে সরবরাহ করিত। এবৎসর এইসমস্ত দেশ বড় জোর ৫ লক্ষ টন সরবরাহ করিতে পারিবে। প্রাক্‌যুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছিতে এই সমস্ত দেশের এখনও বহু বৎসর লাগিবে।

ইয়োরোপে উৎপাদন কিছু বাড়িলেও কিউবা হইতে আমদানিকারীর প্রয়োজন মিটাইবে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

কাঁথি মোটর-ওয়ার্কস্ ইউনিয়ন

কাঁথি সহরে মোটর মালিক ও কর্ম্মচারীর মধ্যে সদ্ভাব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা, যাত্রিসাধারণের সর্ব্বপ্রকার অভাব-অসুবিধা দূরীকরণের দ্বারা সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে গত ৩১শে ভাদ্র বুধবার স্থানীয় আম্রকুঞ্জে মহাসমারোহে বিশ্বকর্ম্মা পূজার সহিত এই ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইউনিয়নের সভ্য-সংখ্যা প্রায় দুই শত। প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে সমাগত সকল শ্রেণীর প্রায় আট শত লোককে প্রসাদ বিতরণে আপ্যায়িত করা হইয়াছে। যাহা হউক, যাত্রিবাহী মোটরের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ইউনিয়ন দ্বারা যাত্রিসাধারণের সকল প্রকার অভাব অসুবিধা ও দুর্ভোগ দূর হইলেই এই ইউনিয়ন-প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবার আশা করা যায়।

পাকিস্তানে জনস্বাস্থ্য

পাকিস্তান স্বাস্থ্য-সম্মেলনের তিনদিবস-ব্যাপী অধিবেশন গত ১২ই নভেম্বর লাহোরে সমাপ্ত হইয়াছে। পাকিস্তানের প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া সেবাকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি চিকিৎসা পরিষদ্ ও একটি সেবা-পরিষদ্ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, এই সম্মেলন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের একত্রীকরণের সিদ্ধান্ত এবং একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

বামপন্থী সম্মেলন

ভারতীয় বামপন্থী দল একত্রীকরণ সম্মেলনে ভারতের বামপন্থী দলসমূহের ভবিষ্যৎ নিয়তম কার্য্যসূচী স্থির করিবার জন্য সি পি সি বোসী, মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ, স্বামী সহজানন্দ, পণ্ডিত শীলভদ্র যাজী প্রভৃতি সাতজনকে লইয়া এক উপসমিতি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু কোনানিষ্ট পার্টি এই সভায় যোগদান না করিলে বামপন্থী একত্রীকরণে সাফল্য লাভ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সমাজতন্ত্রীদল এই বামপন্থী একত্রীকরণ সমর্থন করিবে বলিয়া মনে হয় না।

স্বামী সচ্চিদানন্দ কর্তৃক আহূত এই সভায় ফরওয়ার্ড ব্লক, কিষাণ সভা, আর এস পি, কমিউনিষ্ট পার্টি, সিমো-ক্রাটিক জানগার্ড, ইনডিপেণ্ডেণ্ট ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কর্মীরা যোগদান করেন।

ভারতীয় গুবাক-শিল্পের ভবিষ্যৎ

গত ৩রা নভেম্বর (১৯৪৭) তারিখে নয়াদিল্লীতে গুবাক-শিল্প কমিটির এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। উহাতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের সহকারী সভাপতি স্যার দাতার সিং। তিনি বলেন, প্রধানতঃ গুবাক উৎপাদনের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের দেশের সহস্র সহস্র পরিবার জীবনধারণ করিয়া থাকে। ১৯৪৫ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরের সুপারি উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানির হিসাব হইতে জানা যায় যে, ভারতে বৎসরে মোট ৬০ লক্ষ ৪৭ হাজার মণ সুপারি ব্যবহৃত হয় এবং উহার মূল্য ৩০ কোটি টাকারও অধিক।

ভারতীয় ডোমিনিয়ন ও পাকিস্তানের মোট ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৪০০ একর ভূমিতে সুপারি জন্মে। উহার মধ্যে ৩ হাজার একর ভূমি পশ্চিম-বঙ্গে, ২ লক্ষ ৬২ হাজার ৭০০ একর পূর্ব্ববঙ্গে, ২৭ হাজার ২০০ একর আসামে, ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৮০০ একর অবি মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ এবং মহীশূর, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরে পড়িয়াছে। জানা যায়, ভারতীয় ডোমিনিয়নে ও পাকিস্তানে বাৎসরিক সুপারি উৎপাদনের পরিমাণ ৪৮ লক্ষ ১০ হাজার ৮০০ মণ এবং উহার মূল্য ২৪ কোটি টাকা।

সুপারি-শিল্পের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়ায় ইহাতে বহু বড় বড় সমস্যা দেখা দিয়াছে। তন্মধ্যে বিদেশী সুপারির প্রতিযোগিতা অন্যতম।

১৯৪৫ সনে দক্ষিণ ভারতের সুপারি উৎপাদনের একদল প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকটে সুপারি শিল্পের শোচনীয় অবস্থা, উৎপাদনের ব্যয়-বাহুল্য, সুপারির মড়ক, ক্রয়-বিক্রয়ে অব্যবস্থা, সিংহল প্রভৃতি দেশ হইতে সস্তা দামে প্রচুর সুপারি আমদানির সম্ভাব্যতা প্রভৃতি সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাঁহারা সুপারির ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের দাবী করেন। ঐ বোর্ডের অনুরোধে কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত সরকারী উপদেষ্টা ভারতে গুবাকশিল্পের অবস্থা তদন্তের ব্যবস্থা করেন। সুপারি উৎপাদন ও উহার ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৬-৪৭ সনে ৩ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৭-৪৮ সনে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন।

বর্ত্তমানে সুপারি-শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সুপারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কয়েকটি আঞ্চলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন আছে।

মোলাকাৎ

কর্ম্মবীর আবিষ্কার

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত সম্বরনাথ সরকারের কথোপকথন)

প্রঃ—বাঙ্গলা দেশের কর্ম্মবীর সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উঃ—বাঙালী জাতের কেরাণী-ইস্কুলমাষ্টার শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেক পুরুষই বীর। আট-দশটা ছেলেমেয়ের পরিবার নিয়ে ঘেরস্থালী-চালানো বীরত্ব। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বড়-বড় সংসার চালানো মামুলি কথা নয়। গরীবের পক্ষে জীবন-সংগ্রামে ঘাড় খাড়া রাখা খুবই বাহাদুরির কাজ। রোগে-শোকে কষ্ট-পাওয়া নরনারীর পক্ষে বেঁচে থাকাটাই বীরত্ব। তা সত্ত্বেও বাঙালীর বাচ্চারা অনেক ছোট-বড়-মাঝারি অসাধ্য-সাধনের ক্ষমতা দেখাচ্ছে।

প্রঃ—বাঙালী গরীব আর ঘেরস্থদেরকে বীর বল্‌ছেন কেন?

উঃ—ধনধারো-ঘুঘো পরিবারের ছেলে-মেয়েদেরকে বাঙ্গুষ ক'রে তুলেছে তারা। গরীবেরা দেশকে বাড়িয়ে দিয়েছে অসংখ্য উপায়ে। স্বার্থত্যাগ, স্বদেশ-সেবা, সাহিত্য-সৃষ্টি, বিজ্ঞান-গবেষণা, কারখানা-স্থাপন, বৃহত্তর ভারত-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কাজের জন্য লোক এসেছে কোন্ শ্রেণীর পরিবার হ'তে? প্রধানতঃ পাঁচিশ-পঞ্চাশ-পঁচাত্তর টাকার রোজগারওয়ালা পরিবার হ'তে এসেছে এই ধরণের জনহিতৈষণা বাঙালীর বাচ্চা।

প্রঃ—কাদের ছেলেরা দেশকে বড় ক'রে তুলেছে?

উঃ—বাঙালীর কেরাণী কর্মবীর। বাঙালীর ইস্কুল-মাস্টার কর্মবীর। পয়সাওয়ালা লোকের ছেলেরা এই সকল স্বদেশ-সেবার কাজে যত নেমেছে তার চেয়ে বেশী নেমেছে গরীব লোকের ছেলেরা। বাঙালীর গরীবেরা কর্মবীর। কেরাণীর খুটিরে রয়েছে দেশপ্রাণ কর্মবীর। ইস্কুলমাস্টারের ঘরে দেখা দিয়েছে স্বদেশযোগী কর্মবীর।

প্রঃ—এই ধরণের দৃষ্টান্ত কি অনেক আছে?

উঃ—উনবিংশ শতাব্দীর আগাগোড়া দেখতে পাই এই দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি। গরীবের বাচ্চারাই অনেকাংশে বর্তমান ভারতের আসল কর্ণধার বা ধুরন্ধর। দু-চার-দশজন পয়সাওয়ালা লোকের কৃতিত্ব অস্বীকার করার দরকার নাই। কিন্তু বেশীর ভাগই দেখা যায় যে, অজ্ঞাত-কুল-শীল বাপ-মার ছেলেরা নিজ হাত-পায় জোরে আর মাথার জোরে বাঙলা দেশে গজিয়ে উঠেছে। বাঙালী জাতকে বাস্তবিক পথে ঠেলে দিয়েছে গরীবের বাচ্চারা।

প্রঃ—বিংশ শতাব্দীর বাঙালী সম্বন্ধেও কি সেকথা বলা চলে?

উঃ—আলবৎ চলে,—খুব বেশী-বেশী চলে। ১৯০৫ সনের গৌরবময় বঙ্গবিপ্লব কাদের করেছিল কারা? সেদিন হ'তে আজ পর্যন্ত কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের কাজে, স্বরাজ-স্বাধীনতার কাজে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাজে, সুকুমার শিল্প-সাহিত্যের কাজে কোন্-কোন্ শ্রেণীর বাঙালীর দান আকার-প্রকারে বেশী? গরীব পরিবারের ছেলেরাই স্বদেশী-স্বরাজ-স্বাধীনতা-জাতীয়শিক্ষার বিপুল আন্দোলনে অগ্রণী হয়েছে। ১৯০৫ সনে ব্যাঙ্কিং, বীমা, জাহাজের কারখানা, বিজলীর ক্যাইরি, ওষুধের কারখানা, বহির্বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজে অনেক বাঙালী টাকার মুখ দেখতে পাচ্ছে। এদের অনেকে বাঙালী কারবারের প্রবর্তক বা মালিক। কেহ-কেহ হয়ত অ-বাঙালী ভারতীয় বীমা-ক্যাইরি ইত্যাদি শিল্প-বাণিজ্যের কর্ণধার। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই এক-একজন আলামোহন। তারা দশ-বিশ-পঁচিশ বছর আগে কী ধরের লোক ছিল? অধিকাংশ ছিল গরীব। তাদের বাপ-দাদারা ছিল আরও গরীব।

প্রঃ—আপনি কি বলতে চান যে, স্বদেশী যুগের পরবর্তী কালে আজ পর্যন্ত যত-বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যে আর নতুন-নতুন কৃষি-শিল্পে লেগে রয়েছে তারা সকলেই আলামোহন দাসের মতন কর্মবীর?

উঃ—প্রকারান্তরে তাই বলছি বারে-বারে। কোন আলামোহন হয়ত গণ্ডাকয়েক টাকা বেশী রোজগার করছে, আর-কোন আলামোহন হয়ত কারবারটা খাড়া করতে গিয়ে হয়রাণ-পরেশাণ হয়ে পড়ছে। কোন আলামোহন নিজ-কারবারের মালিক। কোন আলামোহন হয়ত পরকীয় কারবারের কর্ণধার। সব-রকমই আছে। লাখপতি-দশ-লাখপতি দুচারজন যে নাই তা নয়। আবার হাজারি-চারহাজারিও বেশ-কিছু দেখা যায়। তাছাড়া "অন্ত অক্ষয় বহুরত্ন"—মেজাজী গরীব শিল্পী-বেপারীর সংখ্যা অগণিত। আমার বাপ-জোকে সফলতা-বিফলতার হিসাব নাই। হিসাব করি আমি শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লড়াই, লড়াইয়ের প্রবৃত্তি, লড়াইয়ের ক্ষমতা।

প্রঃ—একালের বাঙলার রকমারি আলামোহন দেখতে পাচ্ছেন?

উঃ—মাটি কামড়ে প'ড়ে রয়েছে শ'য়ে-শ'য়ে হাজারে-

হাজারে বাঙালীর বাচ্চা। কোন ঝিঙা রয়েছে ব্যাঙ নিয়ে, কোন ঝিঙা রয়েছে ক্যাস্টরি নিয়ে। কারুর হাতে চল্‌ছে বীমার হাল, কারু তদবিরে চল্‌ছে বহির্বাণিজ্য। এরা সকলেই কর্মবীর। এমন কি মারোআড়ি-শাসিত বড়বাজারেও বাঙালী বেপারীর টিকি দেখা যাচ্ছে মন্দ নয়। ঠীক একসচেঞ্জে বাঙালীর ছায়া পড়েছে।

প্রঃ—আমাদের বল্‌তে পারেন কতগুলা আলামোহন একালের শিল্প-বাণিজ্যে মোতায়েন রয়েছে?

উঃ—বাঙালী জাতের টাঁকে আমাদের উল্লেখযোগ্য আলামোহনের সংখ্যা বোধ হয় কম-সে-কম শ'-পাঁচেক। ১৯২৫ সনে হয় ত ছিল শ'দুয়েক। ১৯০৫-এ বোধহয় একশ'র বেশী ছিল। ১৯৫৫-৭০ সনে দেখা যাবে হয়ত হাজার ছেড়েছে। বাড়্‌তির পথে বাঙালী সমাজে এই আর এক অভীপ্‌-প্রণালী। তুলনায় বুঝবার জন্য জেনে রাখা ভালো যে,—আর্থাণ-সমাজে বা বিলাতে রয়েছে বোধহয় লাখ পাঁচেক আলামোহন।

পত্রিকা-জগৎ

"ক্রপস্ অ্যাণ্ড্ মার্কেটস"

(জানুয়ারী, ১৯৪৭)

মার্কিণ কৃষি বিভাগের—তথ্যই সংগ্রহ দপ্তর হইতে প্রকাশিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা সমালোচনার জন্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ, আবাদের পরিমাণ এবং উৎপন্ন প্রত্যেকটি ফসলের বাজারদরের উঠানামার বিশেষ বিবরণযুক্ত মূল্যবান তালিকাসমূহ পত্রিকাগুলির বিশেষত্ব। তাছাড়া চুম্বকে মার্কিণের বিরাট কৃষি-উদ্যমের পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে এই চুম্বক বা সারবস্তুটির মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হইল :—

১৯৪৬ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৫২ প্রকার শস্যের মোট আবাদের পরিমাণ ৩৪৬ মিলিয়ন একর। পরবর্তী তিন সনের তুলনায় আবাদ কিছু কম হইলেও ১৯৩০ সন হইতে ১৯৪২ সন পর্য্যন্ত সময়ের বার্ষিক গড় আবাদের চেয়ে নিশ্চয় অনেক বেশী।

যুদ্ধের পর বাহির হইতে অন্ন আমদানি হ্রাস পাওয়ায়ও যুক্তরাষ্ট্রে শস্যের আবাদ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ১৯৪৪ সনে এই আবার আবার প্রাগ্‌যুদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রয়োগের ফলে মার্কিণ মুল্লুকে কৃষির অভাবনীয় উন্নতি ঘটিতেছে। নানা জাতীয় শস্য, আলু ও তামাকের একর প্রতি উৎপাদনের হার যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯২৩-৩৩ সনগুলির বার্ষিক গড়ের তুলনায় ১৯৪৬ সনে একর প্রতি বাড়তি ১৩৪% দাঁড়াইয়াছে।

১৯৪৬ সন মার্কিণ মুল্লুকে ফল উৎপাদনের রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। ১৩ রকমের ফল উৎপাদন ১৯৪৬ সনের তুলনায় এক-ষষ্ঠাংশ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১৯৪৬ সনে মার্কিণ মুল্লুকে শাক-সব্জী উৎপন্ন হইয়াছে ৯২ লক্ষ টন। তন্মধ্যে ৬৩ লক্ষ টন সংরক্ষিত করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আর কোন বৎসর এত শাক-সব্জী উৎপন্নও হয় নাই বা সংরক্ষণও করা হয় নাই।

১৯৪৬ সনে মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রে ৫৩,৮৮৫,০০০,০০০টী ডিম উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৫ সনের তুলনায় উৎপাদন ৫% কম হইলেও বার্ষিক গড় উৎপাদনের তুলনায় ৯০% বেশী উৎপন্ন হইয়াছে।

১৯৪৬ সন খাদ্য-শস্য উৎপাদনেও সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছে। এই সনে মোট ৫৫ মিলিয়ন একর জমিতে খাদ্যশস্যের আবাদ হইয়াছে।

সমালোচনা

সায়েন্টিফিক ম্যান ভার্সাস পাওয়ার পলিটিক্স; হ্যান্স জে মর্গেন; ইউনিভার্সিটি অব্ শিকাগো প্রেস; শিকাগো; ২৪৫ পৃঃ; ৩ ডলার।

বিজ্ঞান সব-কিছু সমস্যা, এমন কি রাজনৈতিক সমস্যাগুলারও সমাধানে সমর্থ—এই ধারণার যে কি ভাবে ব্যাভিচার ঘটিয়াছে, গ্রন্থকার তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিভাবে যে এই ধারণার সৃষ্টি হইল, তিনি তাহাও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, একমাত্র মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, বিশেষতঃ তাহার নীতিজ্ঞানই সামাজিক সমস্যাগুলার সমাধানে সমর্থ।

"চিল্‌ড্রেন্ ইন্ দি কমিউনিটি"—চিল্‌ড্রেন্স বিউরো কর্তৃক প্রকাশিত; ফেডারেল সেকিউরিটি এজেন্সী; ওয়াশিংটন; ১৯৪৬; ১৮২ পৃঃ; ৩৫ সেন্ট।

দুর্দান্ত ছেলেদের সাহায্য করার জন্য ১৯৩৫ সনে চিল্‌ড্রেন্স বিউরো নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে পরীক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয় তাহার বিবরণী আলোচ্য গ্রন্থে স্থানলাভ করিয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন বিউরোর অধ্যক্ষ কাথেরিন্ এফ লেমকট। তিনি বলেন, "ছেলেদের স্বভাব নির্ণয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের আবশ্যক ট্রেনিং-দান সবচেয়ে বড় সমস্যা। কর্মীরা শিশুদের শ্রেণী-বিন্যাস করিতে সমর্থ। শ্রেণী-বিন্যাসের পর কোন্ ছেলের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা দরকার তাহা সহজেই নির্ণয় করা যাইতে পারে এবং কোন্ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হওয়া কর্তব্য তাহাও স্থির করা যাইতে পারে।"

গ্রন্থপঞ্জী

১। দি কোর্স অ্যাণ্ড কণ্ট্রোল অব ইনফ্লেশন; কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটী প্রেস; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ১০৬ পৃঃ; ১·২৫ ডলার।

২। এক্‌জিকিউটিভ্ এবিলিটি: ইটস্ ডিস্‌কভারি অ্যাণ্ড ডেভালপমেণ্ট; হ্লীটন ও চার্লস ডাব্লিউ ম্যাসন; দি অ্যান্টিকা প্রেস; ইয়োলো স্প্রিংস; ওহিয়ো; ১৯৪৬; ১৪০ পৃঃ; ৪·৫০ ডলার।

৩। দি বিজনেস আউট-লুক ফর ১৯৪৭; ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কনফারেন্স বোর্ড; নিউইয়র্ক; ১৯৪৬; ৫২ পৃঃ; ৫০ সেন্ট।

৪। রিসোর্সেস অন্ পাবলিক অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশন; জন মেরিয়ান্ গস; অ্যালবমা ইউনিভার্সিটি; অ্যালবমা; ১৯৪৭; ১৫০ পৃঃ; ২ ডলার।

আর্জেন্টিনার পাওনা ষ্টার্লিং ব্যালেন্স

শ্রীদিলীপকুমার মালাকার,
গবেষক, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ

আরজেনটিনার জীবন-নাট্যে স্বদেশসেবক প্রেসিডেণ্ট পেরোঁ আর এক নূতন অভিনয় সুরু করিয়া দিয়াছেন। ই নাটকে আরজেনটিনা মহাজন ইংলণ্ড বাতক। আরজেনটিনার রাষ্ট্রনায়ক পেরোঁ পাওনাদার আর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বেনাদার।

ষ্টার্লিং ব্যালান্সের পাওনাদার স্বরূপ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের

নিকট আরজেনটিনার পাওনা টাকার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে সাড়ে তের কোটি পাউণ্ড। এই টাকার পরিবর্তে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আরজেনটিনার রেল কোম্পানীগুলি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন কেনাবেচার স্বরূপটা একবার দেখা যাক্। বুয়েনো আয়ার গ্রেট সাদার্ণ

রেলওয়ে—৪০,৪৪৭,২২২ পাউণ্ড

ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে—১৭,৫১০,০৪৪

" প্যাসিফিক রেলওয়ে—৩২,৯৫৯,৭৪৮

সেণ্ট্রাল আরজেনটিনা রেলওয়ে —৪০,৮১৯,৪১৮

রাইওস " — ৪,২০৮,৭৫৭

আরজেনটিনা নর্থ ইস্টার্ণ " — ৩,৯৪৪,৭৩১ "

মোট ১৫০,০০০,০০০ "

আরজেনটিনা সরকারকে আর মাত্র ছেঁড় কোটি পাউণ্ড দিতে হইবে।

বেশ আর পাওনা, এই দুইটী কথার মধ্যের বিষয়টাকে ছাড়িয়া দিলে চলিবে। বিষয়টী বেশ গুরুতর। কেন না, যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পকেট হইতে আজ অবধি কোন প্রাণ্ট ষ্টার্লিং-ব্যালেন্সের পাওনাচ্ছলে এক আধলাও বাহির করিতে পারে নাই, সেখানে পেরোঁ সফল হইয়া আরজেনটিনার মর্য্যাদা বাড়াইতে পারিলেন কেন? তুনা বৃটিশ গবরমেণ্ট এত সহজে ভাল মানুষটী সাজিয়া গেলেন কেন।

এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উঠিতে পারে (১) এত টাকা এক সঙ্গে দেওয়ার সময় এখন নয়; (২) আরজেনটিনার ঘোলঘেলে রাজনীতিক অবস্থায় আর কোম্পানীগুলি চালান বিশেষ সুবিধাজনক হইবে না; (৩) কোম্পানীগুলি ছাড়িয়া দিলে দেনা শেষ হইয়া যাইবে, আর পেরোঁ খুসী থাকিলে অন্য দিক্ হইতে বেশী লাভ হইবার আশা আছে; (৪) দক্ষিণ আমেরিকাকে আরও কিছু দিন চুষিবার বাসনায় "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে"—ইত্যাদি বাক্যটির আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছেন পেরোঁ লোকটা বড় বেশী বেয়াড়া। আর সাম্বনে এখন আন্তর্জ্জাতিক ঝঞ্ঝাট এত বেশী যে, ভবিষ্যতে সুদিন না আসা অবধি পেরোঁর তালে-তালে পা ফেলিয়া চলিয়া যাওয়াই উত্তম। রাজনীতির পাশা খেলায় পাশা কখন উল্টিয়া যাইবে কে জানে!

এবার আরজেনটিনার লাভালাভটাও একবার খতিয়ান করা যাক্। যে টাকাটা পাওয়ার হয়ত কোন আশাই ছিল না, তাহা পাওয়া জোর কপাল বলিতে হইবে। তারপর ইংরেজের নিকট সেই টাকা পাওয়ায় রাষ্ট্রের মর্য্যাদা বাড়িয়া গেল এবং সমগ্র জাতির প্রাণেও বল বাড়িয়াছে। জাতির কাছে পেরোঁ একজন মহাশক্তিমান পুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এখন তাঁহার আদেশ পালনে তাহারা আর কোনো দ্বিধা করিবে না। লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিও তাঁহার কথায় চলিতে ইতস্তত করিবে না। টাকা দিয়া সব সময় সব কাজ হয় না। ইংরেজ টাকা দিলেও পেরোঁকে নূতন লাইন গড়ার জন্য সুবিধাজনক জায়গার অপেক্ষায় থাকিতে হইত। পেরোঁ যাহা পাইয়াছেন তাহা একেবারে তৈরী জিনিষ। যে শক্তি তাঁহাকে এখনই এই ব্যাপারে খরচ করিতে হইত, ইহা পাওয়ার ফলে সেই শক্তি এখন অন্যদিকে এবং নূতন কাজে লাগাইতে পারিবেন। ইংরেজ কোম্পানীগুলি যেসব রেলওয়ে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা যে বিশেষ মূল্যবান সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। আরজেণ্টিনার লোককে রেলগাড়ী চড়াইবার জন্য তাহারা লাইন করে নাই। উহার এক মাথা ছিল আরজেনটিনার মর্ম্মস্থলে, আর এক মাথা ছিল ইংরেজ বণিকের ব্যাঙ্কে। যাক্, যাহা হইল ভালই হইল।

আমরা ভাবিতেছি, ব্যাপার ভারি চমৎকার। সপ্তদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকেও আজ বৈষয়িক সমৃদ্ধির উপকরণ এবং উপাদানগুলি অতি সহজেই ছাড়িয়া দিতে হইতেছে—"অন্তে পরে কা কথা।" মনে হয় অতঃপর পেরোঁ অন্যান্য উপায়ও ধরিবেন। তারপর দেখা দিবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধের পালা।*

* শ্রীবিনীতকুমার ব্যানার্জ্জী প্রণীত "আরজেনটিনার স্বদেশসেবক পেরোঁ" পুস্তিকার এক অধ্যায় হইতে মুদ্রিত। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৪৭। মূল্য ছয় আনা।

Registered No. B-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—চক্ষু-চিকিৎসালয়। আলু চাষের অবস্থা। ৬০

আর্থিক ভারত ঃ—জাহাজী-শ্রমিকদের উন্নয়ন-চেষ্টা। ৬০

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—মার্কিণ কৃষি। বিশ্ব শর্করা পরিস্থিতি। ৬১

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—কাঁথি মোটর ওয়ার্কস ইউনিয়ন। পাকিস্থানের জন-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। রামগড়ী সম্মেলন। ভারতীয় তুলা-শিল্পের ভবিষ্যৎ। ৬২

গোলাকাৎ ঃ—কর্মীর অধিকার ৬৩

পত্রিকা-জগৎ ৬৪

সমালোচনা ৬৬

গ্রন্থপঞ্জী ৬৬

প্রবন্ধ ঃ—আর্জেন্টিনার পাওনা টাকা ব্যালেন্স শ্রীদিনীপকুমার মালাকার ৬৬

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাঘ—১৩৪৪ আর্থিক উন্নতি ২২শ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

রাষ্ট্রের ধৃতি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)
Established April, 1926
Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar. *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director
Dr. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE JANUARY-FEBRUARY NUMBER, 1948

Section 1. Wealth of Bengal : The *Bhadui* Crops in West Bengal. Mangoes of Maldah. An Improvement Scheme for Eastern Pakistan. p. 104.

Section 2. Economic India : Foreign Food Crops in India. Export of Jute from India. The Damodar Embankment. p. 104.

Section 3. World Economy : Turkey's Good Fortune. The Teakwood of Burmah. p. 106.

Section 4. Men, Institutions and Movements : Shelters for Homeless *Sindhi* Refugees. The Central Government Jute Research Laboratory. International Rice Conference. Re-construction of Provincees on Linguistic Basis. p. 106.

Section 5. Interview : Dr. Probodh Bagchi, an expert on China. p. 107.

Section 6. World of Journals : *The Compass. Soviet Press Translation. Economy and World Politics.* p. 109.

Section 7. Reviews : The New Italy. Making the Peace Treaties.

Section 8. Bibliography: 5 books announced. p. 111.

Article : Unemployment Insurance.
By Sarathi Nath Sett, M. A. p. 111.

বাংলার সম্পদ

পশ্চিমবঙ্গে ভাদুই শস্য

পশ্চিমবঙ্গের ১৯৪৭-৪৮ সনের বিভিন্ন ভাদুই শস্যের প্রাথমিক পূর্বাভাস হইতে জানা যায় যে, পূর্ব বৎসরের ১,৯৮১,৯০০ একরের স্থলে আলোচ্য সনে ১,৭৩১,০০০ একরে ভাদুই শস্যের আবাদ হইয়াছে। পূর্ব বৎসর ১,৪১০৬,৯০০ একরের স্থলে এই সনে ৯,৪১৫,১০০ একর জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছে। পূর্ব বৎসর স্বাভাবিক ফসলের শতকরা ৮৫ ভাগ ফসল হইয়াছিল। এইবার মাত্র শতকরা ৭৫ ভাগ ফসল হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

মালদহের আম্র

মালদহ জেলা আমের জন্য বিখ্যাত। আম্র রপ্তানি বাবদ মালদহ জেলায় প্রায় কোটী টাকা আমদানি হইয়া থাকে। ইহার সহিত খনী, মজুর, ব্যবসায়ী, রেল কর্তৃপক্ষ ও জাহাজ কর্তৃপক্ষ বিজড়িত। আম্র পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত কলিকাতা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং প্রভৃতি আসামের অন্তর্গত গৌহাটী, তেজপুর, ডিব্রুগড়, ডিনসুকিয়া, শিলং প্রভৃতি এবং পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত খুলনা, যশোহর, বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে রপ্তানি হইয়া থাকে এবং তথাকার ব্যবসায়ী এবং মজুরগণও ইহার দ্বারা প্রচুর লাভবান হইয়া থাকে। জোমিনিয়ন পৃথক হওয়ায় এই আম্র রপ্তানি অন্য জোমিনিয়নের মধ্য দিয়া চালান দেওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। বর্তমানে নৌকাপথে ও রেলপথে যান চলাচলে যেরূপ প্রতিবন্ধক ও বিশৃঙ্খলা তাহাতে আম্র রপ্তানি করা একরূপ অসম্ভব। আম্র কাঁচামাল। ইহার রপ্তানিতে রাস্তা ঘাটে বিলম্ব হইলেই ব্যবসায়ীদের ভীষণ ক্ষতির সম্ভাবনা। আম্র মরশুম আগত প্রায়। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃপক্ষ যদি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করেন তাহা হইলে মালদহ জেলা অর্থনৈতিক কষ্টের সম্মুখীন হইবে এবং জেলাবাসী ভীষণ অভাবগ্রস্ত হইয়া দুর্ভিক্ষের করাল-কবলে পতিত হইবে। অতএব উভয় বঙ্গের কর্তৃপক্ষ এদিকে সময় থাকিতে অবহিত হইবেন।

পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন পরিকল্পনা

ঢাকা, ১৭ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক উন্নয়ন কাজের জন্য ১৯৪৮-৪৯ সনের বাজেটে প্রায় ১৫ কোটী টাকা ধরা হইয়াছে। এই টাকা পূর্ব পাকিস্তানে হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি, কাপড়ের কল, কাগজের কারখানা প্রভৃতি শিল্পোন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হইবে।

উপরিউক্ত ১৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের নিকট হইতে সাহায্যস্বরূপ চাওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আর্থিক ভারত

ভারতে বিদেশী খাদ্যশস্য

গত ৮ই জানুয়ারী (১৯৪৮) পর্যন্ত এক সপ্তাহে বিদেশ হইতে ভারতে ২৫ হাজার ৫০০ টন গম, ২১ হাজার ৩০০ টন ভুট্টা, ১৫ হাজার ৮০০ টন যব, ১৩ হাজার ৫০০ টন মিলো, ৫ হাজার টন চাউল এবং ৩ হাজার টন ময়দা আমদানি হইয়াছে।

গত ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত আর এক সপ্তাহে বিদেশ হইতে ভারতে ২৮ হাজার ৩০০ টন গম, ৮ হাজার ৮০০ টন চাউল, ২৩ হাজার ২০০ টন ভুট্টা, ১ হাজার ২০০ টন জোয়ার, ৩ হাজার ৩০০ টন যব ও ৭ হাজার ৮০০ টন বিলো আমদানি হইয়াছে।

ভারত হইতে পাট রপ্তানি

ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট কাঁচা পাটের সরবরাহ পরিস্থিতি এবং পাটকলগুলির আবশ্যকতার পরিমাণ আলোচনা করিয়াছেন। আগামী ২৩শে জুন (১৯৪৮) পর্য্যন্ত ছয় মাসে রপ্তানিযোগ্য পাটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া উহা ৫ লক্ষ গাঁইট করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যদি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে, তবে রপ্তানিযোগ্য পাটের পরিমাণ বাড়ানো যায় কিনা তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এই ছয় মাসে কোথায় কোন রপ্তানি ব্যবসায়ী কত পরিমাণ পাট চালান দিতে পারিবেন সে সম্পর্কে কলিকাতা বন্দরের সরকারী প্রধান রপ্তানি-নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তা আবেদন আহ্বান করিবেন।

দামোদর বাঁধ

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনাটি একটি বহুমুখী পরিকল্পনা। ইহা কার্য্যকরী হইলে সন্নিহিত অঞ্চলে বন্যা দমিত হইবে; প্রায় ৭ লক্ষ ৬০ হাজার ৮ শত একর জমিতে সেচকার্য্যের সুবিধা হইবে এবং সাড়ে তিনলক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। আমেরিকার টেনেসি উপত্যকা প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। উক্ত কর্পোরেশনের কার্য্য হইবে সন্নিহিত অঞ্চলের কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান। এই উদ্দেশ্যে উক্ত কর্পোরেশন ল্যাবরেটরী বা গবেষণাগার স্থাপন ও পরিচালনা এবং কৃষিশালা প্রতিষ্ঠা ও এতৎসম্পর্কিত নানাবিধ পরীক্ষা ও গবেষণা করিতে পারিবেন।

দামোদর নদ বাঙ্গলা ও বিহারের যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, তাহার শিল্পসম্ভাবনা আশাতীত রূপ অঞ্চলের সমান। কিন্তু ঘন ঘন বন্যার জন্য ঐ নদ কুখ্যাত। যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ঐ অঞ্চলে স্থাপিত হইবে, সেগুলিকে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য বন্যা-নিয়ন্ত্রণও উক্ত কর্পোরেশনের অন্যতম প্রধান কার্য্য। কতকগুলি বাঁধ নির্ম্মাণ এবং জল সংরক্ষণ করা হইবে।

বন্যার জল ও সংরক্ষিত জলকে কাজে লাগান হইবে। এইভাবে প্রায় দুইলক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে। কিন্তু বন্যার জল ও তদুৎপন্ন বিদ্যুতের পরিমাণের নিশ্চয়তা নাই বলিয়া বাষ্পচালিত যন্ত্রে আরও দেড়লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইবে। ফলে নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে খুব সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে এবং শিল্পোন্নয়নের সুবিধা হইবে।

উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জিলায় ৭ লক্ষ ৬০ হাজার ৮শত একর জমির সেচকার্য্যে বিশেষ সহায় হইবে এবং যেস্থলে বর্ত্তমানে বৎসরে মাত্র একটি করিয়া ফসল উৎপন্ন হয়, সে স্থলে তখন দুইটি করিয়া ফসল হইবে।

সেচকার্য্যের জন্য যে নালা তৈয়ার করা হইবে তাহাতে নৌকা প্রভৃতি জলযান চলাচল করিতে পারিবে এবং কলিকাতা ও ধনিঅঞ্চলে যাতায়াত আরও সুসাধ্য হইবে।

এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী করিতে ৫৫ কোটি টাকা লাগিবে।

নালা, জলাধার, বাঁধ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে গেলে অনেকগুলি গ্রাম ও অনেক জমি জলমগ্ন হইবে। এই ভাবে যাহারা বাস্তুহীন হইবেন, তাঁহাদের পুনর্ব্বসতির সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করা এবং তাহাদিগকে সম্যক ক্ষতিপূরণ দেওয়া উক্ত কর্পোরেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব থাকিবে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

তুরস্কের সৌভাগ্য

ওয়াশিংটনে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের নিকট ৪ খানা সাবমেরিণ প্রেরণ করিতেছে। মার্কিণ নৌ-সৈন্যগণ ঐগুলি লইয়া তুরস্কের বন্দরে উপস্থিত হইবে। মার্কিণ নৌদপ্তর ঘোষণা করে যে, তুরস্ককে দেয় ১০ কোটি ডলার ঋণ অনুসারে ঐ দেশকে যে ১৪ খানা রণতরী যোগান হইবে সাবমেরিণগুলি তাহারই অন্তর্ভুক্ত।

গ্রীসকে সাহায্যদানের পরিকল্পনা অনুসারে ঐ দেশও ৯ খানা মার্কিণ গানবোট লাভ করিবে।

ব্রহ্মের সেগুন কাঠ

জুন মাসের প্রথম দিকেই ব্রহ্মের সেগুনের বন জাতীয় সম্পত্তি হইবে এবং যাবতীয় কাঠের ব্যবসাও জাতীয় সম্পত্তি হইবে। ব্রহ্মের কৃষি এবং বন বিভাগের দপ্তর বিদেশী সেগুন কাঠের ব্যবসায়ীদের জানাইয়াছেন যে, এই শিল্প জাতীয়করণের জন্য ব্রহ্মের এক-তৃতীয়াংশ সেগুনের বন সরকার কর্তৃক দখল করা হইবে। কর্মী এবং বিদেশী বন-মালিকদের প্রতি এই মর্মে এক নোটিশ জারি করা হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে বনভূমি জাতীয়করণ কমিটির সহিত কথাবার্তা চালান। যুদ্ধের পূর্বে এই দেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় আড়াই লক্ষ টন সেগুন কাঠ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইত। আভ্যন্তরীণ অশান্তির জন্য বর্তমানে সেগুন কাঠ রপ্তানির পরিমাণ যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

সিন্ধুর বাস্তুহারাদের আশ্রয় কেন্দ্র

সিন্ধু হইতে আগত বাস্তুহারাদের জন্য কিরূপ ভাবে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা স্বয়ং জানিয়া লইবার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্বসতি-দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র নিয়োগী আজমীঢ়, হেউলি, মাড়োয়ার জংসন ও মাড়োয়ার পালিস্থিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন। আজমীঢ় ও হেউলি কেন্দ্রে বর্তমানে যথাক্রমে ২০ হাজার ও ১ হাজার ১৫০ জন শরণার্থী আছে এবং মাড়োয়ার জংসনে আছে ৫ হাজার জন এবং মাড়োয়ার পালিতে আছে ৪ হাজার জন বাস্তুহারা। দুঃস্থ শরণার্থীদিগকে বিনা খরচে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাড়োয়ার জংসনে বাস্তুহারাদের জন্য ফেণ্ড ৩ ট্রেন পাঠানো হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পাট গবেষণাগার

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট সমিতি শীঘ্রই একটি কেন্দ্রীয় কৃষিজাত পাট গবেষণাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ গবেষণাগার কলিকাতা হইতে বিশ মাইল দূরবর্তী চুঁচুড়া নামক স্থানে স্থাপিত হইবে। যাহাতে একর-পিছু পাট উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমানের তুলনায় বৃদ্ধি করা যায় এবং উৎপাদিত পাট উৎকৃষ্ট শ্রেণীরও হয় সে জন্য ঐ গবেষণাগারে গবেষণা চালানো হইবে এবং ঐ উদ্দেশ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম সেখানে রাখা হইবে।

চুঁচুড়ায় গবেষণাগার এবং গবেষক ও অন্যান্য কর্মচারী-দিগের ঘরবাড়ী নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাট সমিতিকে ৫০ একর ভূমি ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বর্তমান বৎসরে গবেষণাগারের প্রারম্ভিক ব্যয় মিটাইবার জন্য সমিতি ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

এই সমিতি পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত তাঁহাদের সমস্ত গবেষণাকেন্দ্র ইতিপূর্বেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আন্তর্জাতিক চাউল সম্মেলন

নয়াদিল্লী, ২৯শে ফেব্রুয়ারী—বিশ্ব সভার খাদ্য ও কৃষি সংগঠন ফিলিপাইনের বেগুইয়োতে আন্তর্জাতিক চাউল সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। ১লা মার্চ হইতে ১৪ই মার্চ পর্যন্ত এই সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন :—ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের সহঃ সম্পাদক মিঃ এস ওয়াই কৃষ্ণস্বামী; কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণাগারের ডাইরেক্টার ডাঃ কে রামিয়া; সুন্দর বন খাদ্য সম্পর্কিত গবেষণাগারের ডাইরেক্টার ডাঃ ডি এন পটবর্দ্ধন এবং ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের অর্থনৈতিক সহকারী উপদেষ্টা মিঃ জে এম রাও।

১৯৪৬ সনে ভারতই এই প্রকারের এক চাউল সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সনে ত্রিবান্দ্রমে চাউল সম্মেলনের সম্ভাব্য কর্ম্ম-তালিকা সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক বিশেষজ্ঞদল বৈঠকে মিলিত হন। তাঁহারা (১) উৎপাদনের হার-বাণিজ্য ও দর (২) ক্রয় বিক্রয়ের অবস্থা দর নির্দ্ধারণ ও ছুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় মজুত করা এবং (৩) বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাউল লইয়া গবেষণা, ধান হইতে চাউল প্রস্তুত, এবং তাহা সংরক্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ১৯৪৭ সনে জেনেভায় খাদ্য ও কৃষি সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে বিশেষজ্ঞদের বিবরণ সম্পর্কে বিবেচনা করা হয়, পরে বিশ্ব খাদ্য পরিষদেও বিবরণ সম্পর্কে বিবেচনা করেন। বিশেষজ্ঞগণ যে সুপারিশ করেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার জন্য চাউল উৎপাদনকারী প্রত্যেক রাষ্ট্রকে একটি সম্মেলনে আহ্বান করার আয়োজন করা হয় তদনুসারেই ফিলিপাইনে এই সম্মেলন আহূত হইয়াছে। আলোচনা যাহা হইবে তাহা সম্পূর্ণ সরকারী মর্য্যাদায় হইবে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন

পাটনা, ১লা মার্চ—বিহারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহ "হিন্দবার্ত্তার" সহিত এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন যে, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির সীমা পুনর্গঠনের আন্দোলন তিনি সমর্থন করেন।

তিনি বলেন যে, কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছে; সুতরাং বিহারের কিয়দংশ পশ্চিম বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ যে দাবী করিয়াছে কংগ্রেস-সঙ্গঠনের তাহা মানিয়া লওয়া উচিত।

প্রধানমন্ত্রী এইরূপ মন্তব্য করেন যে, 'পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা বিনা সংঘর্ষেই ইহার মীমাংসা হইবে।"

—হিন্দবার্ত্তা

মোলাকাৎ

চীন-ভারতী প্রবোধ বাগ্‌চী

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত কথোপকথন)

প্রঃ—বাঙালী বা ভারতীয় কর্তৃত্বে বিদেশী-আন্দোলন চলছে না কি?

উঃ—চীনা-আন্দোলন সম্বন্ধে বাঙালী বা ভারতবাসীকে বেশ-কিছু স্বাধীন বলতে পারি। বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে চীনা-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়েছে। এতে চীনাদের কর্তৃত্বও বেশ-কিছু আছে। ষোল আনা বাঙালী বা ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এটা নয়। চীনা পণ্ডিত তান্ ইয়ুন-শান আসল কর্ত্তা। বেশ ভাল লোক,—অনেকদিন ধরে বোলপুরে আছেন। প্রতিষ্ঠানের জন্য মোটা টাকা আসে চীন হতে।

প্রঃ—চীন-প্রচার সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি বদলে চাই কাকে-কাকে বলবেন?

উঃ—চীন-বিষয়ক চাই বা চীন-প্রচারক বললে অধ্যাপক প্রবোধ বাগ্‌চীর নাম করা হচ্ছে আমার বক্তব্য।

তবে "প্রচার"-সেবায় প্রবোধ যাওেননি। কোন প্রচার-সমিতির সঙ্গেও বোধ হয় যোগ নাই। কাজেই চাই বলাও ঠিক কি না সন্দেহ। চীনা ভাষা জানেন। চীনা ভাষার ওপর ভর করে ফরাসীতে বই লিখেছেন। তাছাড়া সম্প্রতি বই বেরুলো "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড চায়না" (১৯৪৪) নামে। চীন নিয়ে আছেন। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও প্রবোধ বাগ্‌চীর মতন লোক চাই বাঙলাদেশে। প্রবোধ আমার পারিভাষিকে চীন-দক্ষ বা চীন-শাস্ত্রী। বিদেশী ভাষা জানা না থাকলে আমার মেজাজ মাফিক বিদেশ-দক্ষ হওয়া অসম্ভব। এই হিসাবে প্রবোধ রায় আর ধীরেন্দ্র মৌলিক ইতালিয়ান-শাস্ত্রী বা ইতালিয়ান-দক্ষ। যাদবলাল রায়-চৌধুরী আরবী-জানা পণ্ডিত। এই ধরণের আরব-শাস্ত্রী বাঙালী-হিন্দুদের ভেতর আরও চাই। "মৌলবী যাদবলাল" পথ-প্রদর্শক সন্দেহ নাই।

প্রঃ—আপনার "চীনা সভ্যতার অ-আ-ক-খ" আর "বর্ত্তমান যুগের চীন সাম্রাজ্য" প্রকাশ করেছিলেন তরুণ বয়েস যাহা বছর বিশ-পঁচিশ আগে। আপনিও ত চীন-প্রচারক। আপনার ঐ বই দুটা পড়ে অনেক বাঙালী প্রবীণ ও প্রবীণ চীন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছে। এই দুই বইয়ের নাম সাংবাদিক ও শাস্ত্রিক মহলে সুপরিচিত।

উঃ—তা হ'তে পারে। অনেক-কিছুর প্রচারক বা প্রবর্ত্তক এই অধম। তবে একমাত্র চীন নিয়ে কারবার করা আমার পেশা নয়। চীন-বিশেষজ্ঞ চাই। চীনা ভাষায় আর সংস্কৃতিতে ওস্তাদ হওয়া চাই। যোল চীনা বই থেকে তর্জ্জমা করবার ক্ষমতা থাকা চাই। সেই হিসে প্রবোধ বাগ্‌চী যুবক বাঙলার পথ-প্রদর্শক।

প্রঃ—প্রবোধ বাগ্‌চী চীনা ভাষা কিরূপ জানে?

উঃ—তা ওজন করবার ক্ষমতা আমার নাই। আমাদের মতন লোকের চেয়ে বেশী জানে নিশ্চয়ই।

প্রঃ—প্রবোধ বাগ্‌চীর "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড চায়না" বইয়ে কি বর্ত্তমান যুগের লেনদেন-বিষয়ক আলোচনা আছে?

উঃ—না। সবই প্রাচীন ও মধ্য যুগের মাল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যোগাযোগের বৃত্তান্ত এই বইয়ে পাওয়া যায়।

প্রঃ—আপনার "চাইনীজ রিলিজ্যন থ্রু হিন্দু আইজ্" (হিন্দু-চোখে চীনা ধর্ম) বই বেরিয়েছিল তো ১৯১৬ সনে সাংহাইয়ে। সেই বইয়েও তো ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চীনা-ভারতীয় লেনদেনের কথা আছে। প্রবোধের বইয়ে আর আপনার সেই আঠাইশ বছর আগেকার বইয়ে প্রভেদ কী?

উঃ—সেই বই যখন লিখি তখন আমি ফরাসীও জান্‌তাম না, জার্ম্মাণও জান্‌তাম না। বইটা অবশ্য লেখা হয়েছিল চীন-প্রবাসের সময়। চীনা ভাষা তখনও জান্‌তাম না, আজও জানিনা। আমার রচনা একমাত্র ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রবোধের বইয়ে ইংরেজী নজীরগুলা তো আছেই। তার ওপর আছে ফরাসী নজির। অধিকন্তু প্রবোধ চীনা-জানা লোক। কাজেই এই বইয়ে আর আমার বইয়ে বেশ-কিছু প্রভেদ মালুম হওয়া উচিত।

প্রঃ—আপনার "চীনা-সভ্যতার অ-আ-ক-খ" বইয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী যুগ সম্বন্ধেও তথ্য পাওয়া যায়?

উঃ—হাঁ। কিন্তু একমাত্র ইংরেজি নজিরের ওপর ভর করে বইটা লেখা হয়েছিল।

প্রঃ—আধুনিক চীন সম্বন্ধে আপনার "বর্ত্তমান যুগের চীন সাম্রাজ্য"ই কি বাঙালীর সর্ব্বপ্রথম বই?

উঃ—না। আমার বই লেখা হয় ১৯১৫-১৬ সনে। তখন ইউয়ান শী-কাইয়ের বিরুদ্ধে সুন ইয়াৎ-সেনের দল বিদ্রোহী। বিশ শতাব্দীর প্রথম রক্তক্ষেত্রের দ্বিতীয় বৎসর চল্‌ছিল। তার আগে বেরিয়েছিল রামদাস সরকার প্রণীত "চীন-বৃত্তান্ত"। তাঁর রচনায় পাওয়া যায় মাঞ্চু-বিরোধী সুন-প্রবর্ত্তিত

বিপ্লব ও লড়াইয়ের কথা (১৯১১-১২)। তিনি সেই সময় বর্ধার উত্তর সীমানায় চীনের এক শহরে ভারত-গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী ছিলেন। তার আগেও লেখা হয়েছিল "চীন-ভ্রমণ"। ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক ছিলেন গ্রন্থকার। তাঁর রচনায় আছে ১৯০০-০১ সনের বিদেশী-বিরোধী যুবক চীনের বিদ্রোহ-বৃত্তান্ত। ইন্দুমাধব ছিলেন ইংরেজ সেনাবিভাগের ডাক্তার।

:—আজকাল বাঙালীরা চীনা-আন্দোলন বলতে একমাত্র বা প্রধানত রবীন্দ্রনাথের চীন-ভ্রমণ সংক্রান্ত কাজ-কর্ম বুঝে থাকে। কিন্তু আপনি সেই কবেকার ইন্দুমাধব মল্লিক পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছেন?

উ:—কি করবো, ভায়া? আমি গরীব মানুষ। কোন নামজাদা লোকের কাজকর্মকে আমার পক্ষে দেশের প্রথম, প্রধান বা একমাত্র কাজকর্ম সমূহে রাখা অসম্ভব। টুকরা-টাকরা কাজকর্ম এই অধমের বিচারে বাদ যায় না। টাকাটা-সিকিটা-দোআনিটা যা-কিছু কোন লোকের দান হোক না কেন,—সবই আমার হিসাবে এসে হাজির হয়। খবরটা যদি জানা না থাকে তা হ'লে আলাদা কথা।

প্র:—রবীন্দ্রনাথ আপনার কতদিন পর চীনে গিয়েছিলেন?

উ:—আমি ছিলাম ১৯১৫-১৬ সনে। বৈশ্বিক অভিযান ঘ'টেছিল বোধ হয় ১৯২২-২৩ সনে। আমি তখন বার্মাশিতে।

প্র:—চীনা-ভারতীয় মেলমেলককে বৈশ্বিক আন্দোলন বলা উচিত কি?

উ:—কী উচিত আর কী অনুচিত, তার বিচার করা কঠিন। সত্যিকার রাষ্ট্রীয়িক যুগ সবে সুরু হচ্ছে বলা যেতে পারে। এখনো অনেকদিন ধ'রে বাঙালী জাত্ রবির নাম ভাঙিয়ে খেয়ে ও দুনিয়ায় ঘুরে যাবে। কাজেই বহুকাল পর্যন্ত লোকেরা রবিকেই সর্বপ্রথম, সর্বপ্রধান বা একমাত্র চীনা-ভারতীয় মেল-মেলের প্রবর্তক বা প্রচারক বিবেচনা করতে বাধ্য। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

প্র:—কতদিন পর্যন্ত এই চিন্তাধারা থাকবে মনে হচ্ছে?

উ:—বোধ হয় বছর পঁচিশেক আমরা এইরূপ বৈশ্বিক আওতায় থাকবো। ১৯৬৫-৭০ সনের যুগে রবীন্দ্রনাথকে "অন্যতম" চীন-প্রচারক বা চীনা-ভারতীয় মেলমেলের প্রবর্তকরূপে ইজ্জত দেওয়া হ'তে থাকবে। তখন ইন্দুমাধব মল্লিক, রামলাল সরকার ইত্যাদি "রামা-শ্যামা-আবদুল-ইস্মাইলের" যথোচিত ইজ্জত দেওয়া সম্ভব হবে।

পত্রিকা-জগৎ

"দি কম্পাস"

(মার্চ, ১৯৪৭)

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা। আলোচ্য সংখ্যায় "ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সোস্যালওয়ার্ক এডুকেশন" নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য গঠন-প্রণালী ও কার্যক্রমের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। একটী প্রবন্ধে ইঞ্জিনিয়ারিং, নার্সিং ব্রত-চিকিৎসা, লাইব্রেরিয়ান গিরি—এই কয়টী বৃত্তির শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সমাজ-সেবা সম্বন্ধে শিক্ষাদান সম্পর্কে মাপজোক ও তথ্যও আলোচ্য-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সোভিয়েট প্রেস ট্রান্সলেশনস্

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার ইন্টার্ন ইন্‌স্টিটিউট হইতে প্রকাশিত অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা; বর্ষিক মূল্য ৫ ডলার।

ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয় নাই এইরূপ সোভিয়েট সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাসমূহ হইতে নানা প্রকার তথ্য সরবরাহের জন্যই আলোচ্য পত্রিকাখানি পরিকল্পিত। রুশিয়া ও সুদূরপ্রাচ্য সম্পর্কে ছাত্র ও গবেষকদিগকে মৌলিক মালমশলা সরবরাহ করাও পত্রিকাখানির অন্যতম খাতা। আপাততঃ ইজ্‌ভেস্তিয়া ও প্রাভ্‌দা হইতে তথ্য সরবরাহ সম্ভব হইলেও ভবিষ্যতে অন্যান্য সূত্র হইতেও পত্রিকাখানার মারফতে রুশিয়ার খোঁজখবর পরিবেশন করা হইবে।

১৯৪১ সনের ৩০শে মার্চ সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির ইংরাজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে:—বাল্টার পরিস্থিতি; গ্রীসে বৃটিশ অভিযানের বছর দুই, ইজ্‌ভেস্তিয়া হইতে সংগৃহীত—ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রাভ্‌দা হইতে ইন্দোনেসিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের পাশবতারা, ইরমিশর আলোচনা।

১৯৪১ সনের ৩০শে জানুয়ারী সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলা স্থানলাভ করিয়াছে:—ওয়ার্লড্ ইকনমি অ্যাণ্ড ওয়ার্লড পলিটিক্স্ থেকে ইন্দোনেসিয়ার ঘটনাবলী; ইজভেস্তিয়া থেকে সোভিয়েট জীবনের মূল আইন; লেনিনগ্রাড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার ধারা; প্রাভ্‌দা থেকে সোভিয়েট সুইডিস ক্রেডিট চুক্তি, পুঁজিবাদী দুনিয়ার জাতি বৈষম্য।

ওয়ার্লড ইকনমি অ্যাণ্ড ওয়ার্লড পলিটিক্স্

এই কশ পত্রিকার ১৯৪৬ সনের জুন সংখ্যায় পুঁজিবাদের সঙ্কট সময়ে পুঁজিবাদী দেশগুলার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও পররাষ্ট্র নীতি, বিদেশী মার্কিণ পুঁজির বিস্তার এবং যুদ্ধোত্তর যুগে বিভিন্ন দেশে মোতায়েন সশস্ত্রবাহিনীর সংখ্যাশক্তি—এই তিনটী মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান লাভ করিয়াছে।

সমালোচনা

দি নিউ ইটালি; মুসোলিনি গ্রিওভ্; দি রয়াল ইন্‌স্টিটিউট অব ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স; নিউইয়র্ক, ১৯৪১; ১১৮ পৃঃ, ডেড্ ডলার।

১৯৪৩ সনের ২৫শে জুলাই তারিখে ফ্যাসিবাদের পতনের পর ১৯৪১ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ইতালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হালচালের ধারাবাহিক বিবরণী গ্রন্থখানিতে স্থানলাভ করিয়াছে। ইতালির বর্ত্তমান অবস্থাও অনিশ্চিত; তবুও গ্রন্থকার বিশ্বাস করেন, ফ্যাসিবাদের থেকে গণতন্ত্রের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত একটা অধ্যায় শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে। বাইরের অভিযানের কবল থেকেই দেশটির মুক্তিপথ আরম্ভ হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, রাজতন্ত্রের অবসান এবং গণপরিষদ সংগঠনের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। ইটালির আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার দেশটি যতদূর আত্ম-নির্ভরশীল হইয়াছে, শিল্প ও পুঁজিপাট্টা এবং বাণিজ্যের অবস্থাই বা কিরূপ সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য অধ্যায়ে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ইটালির দান দেশ-প্রেমিকদের প্রতিরোধ, ফ্যাসিবাদীর উৎপাদন ও শান্তি-চুক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে।

পরিশিষ্টে ১৯৪০ সন থেকে ১৯৪৬ সন পর্য্যন্ত প্রধান ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণী, ফ্যাসিবাদের পতনের পর ইতালীয় মন্ত্রিসভাসমূহের তালিকা, ও গ্রন্থপঞ্জী স্থানলাভ করিয়াছে।

মেকিং দি পিস্ ট্রিটিজ, ১৯৪১-১৯৪৭; ডিপার্টমেণ্ট অব ষ্টেট পাবলিকেশন; ওয়াশিংটন; ১৯৪৭; ১৫০ পৃঃ; ৩০ সেণ্ট।

শান্তি-চুক্তির প্রথম যবনিকা উত্তোলিত হয় আটলান্টিক সনদে; অতঃপর ইয়াল্টা ও পট্‌স্‌ডাম সম্মেলন আহূত হয়।

এইভাবে ইতালি, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, রুমেনিয়া ও যিনস্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ-চুক্তি সমূহের পটভূমি রচিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে ইউরোপে শান্তি-চুক্তির ইতিহাস এইভাবে বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থগুলিতে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি স্থানলাভ করিয়াছে: শান্তি চুক্তির মৌলিক নীতি; সন্ধি করা ও উহা রক্ষা করা বৈত সমস্যা; আত্মসমর্থন ও যুদ্ধবিরতি; ইয়াল্টায় ও পটসডামে শান্তি প্রচেষ্টা; লণ্ডনে প্রথম পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন; ইত্যাদি।

গ্রন্থখানিতে কয়েকখানি মানচিত্র এবং বিভিন্ন সরকারী রিপোর্ট স্থান লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। দি কিউচার অব্ জার্মাণ রিপারেশন্স; ডোভিড লিলিয়েন্থল; এন-পি-এ ওয়াশিংটন; ১৯৭৪; ৮৮ পৃঃ; ৫০ সেণ্ট।

২। দি বিগ ফোর ইন জার্মানি; ডেভিড্ এল মিকম্যান; এন-পি-এ; ওয়াশিংটন; ১৯৪৭; ৮৮ পৃঃ; ৫০ সেণ্ট।

৩। এ হিষ্টরী অব রাশিয়া; বার্নার্ড পায়েস; আলফ্রেড এ নফ; ৫০১ ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ; নিউইয়র্ক; ১৯৪৭; ৫৯০ পৃঃ; ৩·৭৫ ডলার।

৪। মানিটারী রিকনষ্ট্রাক্সন্স ইন বেলজিয়াম; লিও এইচ ফ্রিয়ে; কিংস ক্রাউন প্রেস; নিউইয়র্ক; ১৯৪৭; ৮৮ পৃঃ; ২·৭৫ ডলার।

৫। পোর্তোরিকান পারাডক্স; ভিসেন্তে পেক্রেল্লো; ইউনিভার্সিটী অব পেন্সিলভেনিয়া প্রেস; ফিলাডেলফিয়া; ১৮১ পৃঃ; ৩ ডলার।

বেকার-বীমা

শ্রীনারায়ণনাথ শেঠ, এম এ

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা নিয়া আজ সভ্যজগতের সকলের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। শ্রমিকজগতে কিরূপে সহজলভ্য ও উপভোগ্য বস্তুসম্ভার দিয়া শ্রমিকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা চলে, এই নিয়া বহু সমাজতত্ত্ববিদ্ মাতামাতি করিতেছেন। বিলাতের স্যার উইলিয়াম বেভারিজের নাম আজ ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতের তথা সমগ্র জগতেই বিশেষ পরিচিত। অধুনা সমগ্র বিশ্বব্যাপী বেকার-সংখ্যাবৃদ্ধি নাশ করিয়া শ্রমিকদের পুনর্জীবন লাভ করাবার ব্যবস্থা দেশের শাসনতন্ত্রের চরম আদর্শ হওয়া উচিত। আজ আমরা যে কোন সভ্যদেশের শ্রমিকদের সুখসুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ব্যবস্থা লক্ষ্য করিলেই সহজে বুঝিতে পারিব যে, সেখানকার শ্রমিকদের উন্নয়ন ব্যবস্থার প্রতি সদাজাগ্রত শাসনতন্ত্রই যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। মানুষকে বাঁচিবার জন্যই দৈহিক শ্রম করিয়া, অর্থোপার্জন করিতে হয় এবং মানুষ যদি দৈহিক শ্রম করিতে অক্ষম হয়, তার অর্থ সামাজিক জীব হিসাবে তার কর্তব্য করিতে অনিচ্ছা নহে, অপারগতা। সে যাহাতে সামাজিক সকল কর্তব্য করিতে পারে সেদিকে সমাজের দৃষ্টি থাকা উচিত। সেই কারণেই শ্রমিক যখন বেকার হইয়া পড়ে, তার ব্যক্তিগত দোষের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সামাজিক সার্বজনীন কল্যাণের প্রতি, তার বেকারত্বে কত ক্ষতি হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সরকারমেণ্টের বেকারবীমার ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা জানি, জার্মাণী, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও জাপান এবং প্রায় সকল স্বাধীন দেশের গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রহিয়াছে, যাহাতে শ্রমিকরা মানুষের মত বাঁচিয়া জীবনকে উপভোগ করে তৎপ্রতি। সমাজের নিম্নস্তরে তাদের জীবন কাটাইতে হয় বলিয়া তাদিকে নিম্নস্তরের মানুষ হিসাবে অবজ্ঞা না করিয়া

পুরাপুরি যতদূর সম্ভব বাঁচাবার ব্যবস্থা করাই প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

জার্ম্মাণীতে মহামানব বিস্‌মার্কের আমলে প্রথম সামাজিক বীমার আইন প্রণয়নের জন্য আন্দোলন চলে। নিয়ম ছিল যে, বেকারগণ যতদিন নূতন কাজে যোগদান না করে, ততদিন তাহাদের রিলিফ দেওয়া সরকারের বিশেষ কর্ত্তব্য। এই নিয়ম পরে পরিবর্ত্তিত হয়—কেননা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে যদি শ্রমিকদের আহারবিহারের ব্যবস্থা চলে তাতে শ্রমিকদের দ্রুত নৈতিক অবনতির সম্ভাবনা। কাজেই আইন হইল যে, বেকার বীমার উপকারিতা পাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করার পর মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রতি মাসে বা সপ্তাহে মাথাপিছু বেতনের কিছু অংশ বেকার-বীমাভাণ্ডারে জমা দিতে হইবে। এইভাবে সেই সঞ্চিত অর্থ দ্বারা সকলপ্রকার বেকার শ্রমিকদের সাহায্য করা চলিবে। ১৯২৭ সনে জার্ম্মাণীতে পুরোর রিলিফ্‌এ খরচ হইয়াছিল প্রায় ১০১৬,০০০,০০০ মার্ক বা ৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড এবং সেই বৎসরই বেকার-বীমা আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। ১৯৩০ সনে জার্ম্মাণীতে বেকারবীমার ফলে প্রতি শ্রমিককে নির্দ্ধারিত বেতনের শতকরা ৬·৫ অংশ জমা দিতে হয় এবং মালিকের জমার ভাগও ঐরূপ। ১৯৩৩ সনে জার্ম্মাণীতে সাহায্যের হার ছিল প্রতি সপ্তাহে ৭ মার্ক হইতে ৩৮ মার্ক পর্য্যন্ত। ১৯৩৩ সনে জার্ম্মাণীতে বেকারবীমা ভাণ্ডারের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ: আদায় খাতে—২৮১,০০০,০০০ মার্ক; ট্যাক্স—৫১৪,০০০, মার্ক, বিবিধ—৩০,০০০,০০০ মার্ক; মোট—১,৫৩১,০০০,০০০ মার্ক।

ইংলণ্ডে ১৯১১ সনে বেকারবীমা আইন বিধিবদ্ধ হয়। সাপ্তাহিক সাহায্যের হার ছিল বৎসরে ১৫ সপ্তাহে ৭ শি; এবং মোটামুটি ২৫,০০০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে এই বীমা সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪০ সনের হিসাবে দেখা যায় যে, বেকারবীমার অধিকার লাভ করিয়াছে মোট ১৫,০০০,০০০ জন। বাৎসরিক ৪২০ পাউণ্ডের নিম্ন আয়ের সকল শ্রেণীর মধ্যেই এই বীমার প্রচলন হয়। প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু বেতনের যে অংশ বেকার খাতায় কারখানার মালিকরা সংগ্রহ করিয়া রাখেন। উচ্চতম ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধদের এবং নিম্নতম ১৪ বৎসরের বালক শ্রমিকদের দেয় হার এক নয়। ইংলণ্ডেও বেকারবীমার আইনে দুই প্রকারের স্কীম্ প্রচলিত আছে। সাধারণ বা জেনারেল স্কীম্ এবং এগ্রিকাল্‌চারাল্ স্কীম। পুরুষ ও স্ত্রী শ্রমিকের দেয় হার বিভিন্ন। নিয়মাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

মাথাপিছু নির্দ্ধারিত জমার হার :—

জেনারাল স্কীম

	পুরুষ	স্ত্রী
২২ বছর এবং ৬৫ বৎসরের মধ্যে	১০ পে	৯ পে
১৮ ,, ২১	৯ পে	৮ পে
১৬ ,, ১৮	৫ পে	৪½ পে
১৬ বছরের কম	২ পে	২ পে

এগ্রিকালচারাল স্কীম

২২ বছর এবং ৬৫ বৎসরের মধ্যে	৩½ পে	৩ পে
১৮ ,, ২১	৩ পে	২½ পে
১৬ ,, ১৮	২ পে	১½ পে
১৬ বছরের কম	১½ পে	১ পে

মালিক এবং শ্রমিক ছাড়াও গবর্ণমেণ্ট বীমাকারীদের মাথাপিছু কিছু সাহায্য করে।

বীমাকারী কর্ম্মচ্যুত হবার সঙ্গে সঙ্গে মালিকের নিকট হইতে তার বেকার-বই সংগ্রহ করিয়া বেকার এক্সচেঞ্জ অফিসে তার ন্যায্য পাওনা দাবী করিতে পারে। বীমাকারীকে বেকারবীমার সর্ত্ত অনুযায়ী কর্ম্মচ্যুত হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অন্ততঃ ৩০ বার জমা শোধ করিতে হইবে, এবং দুই বৎসরের মধ্যেই তা হওয়া চাই। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে। শুধু ২০ বার জমা শোধ করিলে এগ্রিকাল্‌চারাল্ স্কীমের পাওনার অধিকার হয়। তাহা ছাড়া বীমাকারী যখন যুদ্ধের ফলে অক্ষম হয়, বা অসুস্থ হওয়ায় কর্ম্মচ্যুত হয়, মাত্র ১০ বার জমা

শোধ করিলেই সে পাওনা দাবী করিতে পারে। কোন কারণেই সে তার বেকার অবস্থার জন্য দায়ী নহে, এই সর্তে পাওনা দেওয়া হয়। সাহায্যের আবেদন করার তিন দিন পর তার দাবী গ্রাহ্য হয়। এক সপ্তাহে দুইদিন বেকার থাকিলেও এই দাবী গ্রাহ্য হয়। সাপ্তাহিক সাহায্যের হার নিম্নরূপ :—

	জেনারাল্ স্কীম	এগ্রিকালচারাল্ স্কীম
২১ এবং ৬৫ বছরের মধ্যে		
পুরুষদের	২০ শি	১৮ শি
১৮ এবং ২১ বৎসরের যুবকদের	১৬ শি	১৫ শি
১৭ এবং ১৮ বৎসরের বালকদের	৯ শি	৭ শি ৬ পে
১৭ বছরের কম বালকদের	৬ শি	৫ শি
২১ এবং ৬৫ বছরের স্ত্রীলোকদের	১৮ শি	১৫ শি
১৮ এবং ২১ বছরের যুবতীরে	১৪ শি	১২ শি
১৭ এবং ১৮ বছরের বালিকাদের	৭ শি ৬ পে	৬ শি
১৭ বছরের কম মেয়েদের	৫ শি	৪ শি
পূর্ণবয়স্ক নির্ভরশীলদের	১০ শি	৯ শি
নির্ভরশীল সন্তানদের	৪ শি	৪ শি
অসুস্থ সন্তানদের	৩ শি	৩ শি

এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এগ্রিকালচারাল্ স্কীমে সাহায্যের হার প্রতি সপ্তাহে ৪১ শি এর কম হইতে পারে, কিন্তু বেশী হইতে পারে না। সাধারণ বা জেনারেল্ স্কীমের বীমাকারীর দাবী মাত্র ১৮০ দিন বা ৩০ সপ্তাহের বেশী গ্রাহ্য হয় না এবং এগ্রিকালচারাল্ স্কীমের নিয়মানুযায়ী মাত্র ৯০ দিন বা ১৫ সপ্তাহে সে দাবী গ্রাহ্য হয়। ১৮০ দিন বা ৩০ সপ্তাহের পাওনা পাইবার পর বীমাকারীকে পুনর্বার দরখাস্ত দাখিল করিতে হয় এবং ১০ বার জমা শোধ করিলে তার দাবী গ্রাহ্য হয়।

বাবসা-বিবাদ হেতু কর্মচ্যুত হইলে, স্বেচ্ছায় কর্মত্যাগ করিলে বা অসৎ আচরণ পরিলক্ষিত হইলে, বীমাকারীর পাওনার দাবী গ্রাহ্য হয় না। মোটামুটি আলোচনা দ্বারা বিলাতের প্রচলিত বীমা আইনের সহিত আমরা পরিচিত হইলাম। এই ধরণের বীমা আইন আমেরিকাতে প্রচলিত হইয়াছে। একথাটা এই সঙ্গে জানিয়া রাখা ভাল যে, বীমা আইন শুধু বেকার-সমস্যা সমাধানের সহায়তা করে না, যাহাতে শ্রমিকদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, কাজে স্ফূর্তি আসে, তাহার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ১৯৩১ সনের প্রথম আটমাসের মধ্যে বীমা ভাণ্ডারে জমা হইয়াছিল ৫২,০০০,০০০ পাউণ্ড, এবং খরচ হয় ১১,০০০,০০০ পাউণ্ড। ১৯৩২ সনের আয় হয় ১৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

স্যর উইলিয়ম্ বেভারিজের নূতন পরিকল্পনায় এই বেকার বীমার আরও বিশদ আলোচনা হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের নূতন আইনের ফলে বেকার-সমস্যার সমাধান হইতেছে।

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—পশ্চিমবঙ্গে ভাদুই শস্য। মালদহের আম। পূর্ব্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন পরিকল্পনা। ১০৪

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতে বিদেশী বাণিজ্য। ভারত হইতে পাট রপ্তানি। দামোদর বাঁধ। ১০৪

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—তুরস্কের সৌভাগ্য। ব্রহ্মের সেগুন কাঠ। ১০৬

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—সিন্ধুর বাস্তহারাদের আশ্রয় কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারের পাট গবেষণাগার। আন্তর্জাতিক চাউল সম্মেলন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন। ১০৬

মোলাকাৎ ঃ—চীনপন্থী প্রবোধ বাগচী। ১০৭

পত্রিকা-জগৎ ১০৮

সমালোচনা ১১০

গ্রন্থপঞ্জী ... ১১১

প্রবন্ধ ঃ—বেকার-বীমা।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, এম এ

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—রচিত

দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো, ১ম ভাগ ৩৷৷০

২য় ভাগ ৪৷৷০

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য ১৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—ওরিয়েণ্টাল বুক এজেন্সী, ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা।

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ফাল্গুন—১৩৫৪ **আর্থিক উন্নতি** ২২শ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পৃথিবীর মধ্যে আমি,—'সহমান' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—সব আশার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)
Established April, 1926
Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar. *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta

Director
DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE FEBRUARY-MARCH NUMBER, 1948.

Section 1. Wealth of Bengal : Bad Condition of the Weavers. Teaching of English in West Bengal. Import of Rice in West Bengal. Price of Fish in Calcutta. p. 116.

Section 2. Economic India : Budget of the Bihar Government. Bombay Government's Housing Scheme. Budget of the C. P. Government. Indian Commercial Exhibition at Singapore. p. 116.

Section 3. World Economy : Planned Extension of Forest in U. S. S. R. Foreign Trade of Britain. The Sterling Balance of Ceylon. p. 117.

Section 4. Men, Institutions and Movements : Trade Union Cogress. Europe Union. p. 118.

Section 5. Interview : Russian Movement in Bengal. p. 119.

Section 6. World of Journals : *The Agricultural Situation.* p. 122.

Section 7. Reviews : A History of Russia. p. 123.

Section 8. Bibliography: 6 Books announced. p. 123.

Article : The Revolutionary Asia.
By Bijan Banerji, M. A.,
Research Fellow, Bengali Institute of Sociology. p. 124.

বাংলার সম্পদ

তাঁতীদের দুর্দশা

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত নরসিংহদী থানার অধীন পাঁচদোনা ইউনিয়ন তাঁতী সমিতির সেক্রেটারী মাদবদী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সোসাইটির সুপারভাইজার ও ডিপো অফিসার প্রভৃতির সহযোগে সুতা বিলির সময়ে তাঁতী সম্প্রদায় হইতে সুতার মূল্য বাবদ নাকি গায়ে দেওয়ার অতিরিক্ত নানা খরচ আদায় করা হইতেছে। ইহার ফলে তাঁতীরা পথে দাঁড়াইতে বসিয়াছে। তাঁতীদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর ও দরিদ্র। তাহাদের সমিতির নামের সুতা নাকি যোগসাজসে একেরটা অপরের নিকট বিক্রয় হইতেছে। এই দুর্নীতির ফলে বহু তাঁতী নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ঘরে বসিয়া আছে, তাঁতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বহু পুরাতন তাঁতীর স্থানে অপর নূতন লোক নির্বাচন করিয়া সুতা বিলি করা হইতেছে। এই সম্বন্ধে জরুরী তদন্তের উপর তাঁতীদের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। (পত্রান্তরে)

ইংরাজী শিক্ষা বর্জ্জন

পশ্চিম বাঙ্গলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং মধ্য ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে ইংরাজী শিক্ষা নিষিদ্ধ করিয়া পশ্চিম বাঙ্গলা সরকার আদেশ জারী করিয়াছেন। ১৯৪৮ সনের বর্ষারম্ভের দিন হইতেই এই আদেশ বলবৎ হয়।

পশ্চিমবঙ্গে চাউল আমদানি

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ভারত সরকারের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক অনুমতিপত্র পাইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য নেপাল এবং অন্যান্য রাজ্য হইতে চাউল ও ধান্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

প্রকাশ, ইতিমধ্যে ডাঃ রায় সংবাদ পাইয়াছেন যে নেপাল হইতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য শীঘ্রই ১ লক্ষ টন ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ হইতে ৫০ হাজার টন ধান্য পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া একটি সংবাদ আসিয়াছে।

কলিকাতায় মাছের মূল্য

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর শুল্ক ধার্য্য হওয়ায় সহরে অকস্মাৎ মাছের দর বাড়িয়া গিয়াছে।

পাকিস্তান হইতে প্রতিদিন সহরে দুই হাজার হইতে তিন হাজার মণ মাছ সাধারণতঃ আমদানি হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে পণ্য চলাচলে, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক ধার্য্য হওয়ায় পাকিস্তান হইতে মাছ আমদানি ব্যাহত হইয়াছে। সরবরাহ কমিয়া যাওয়ায় স্বভাবতঃ মূল্য-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

আর্থিক ভারত

বিহার সরকারের বাজেট

বিহারের অর্থসচিব ডাঃ অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ হিন্দিতে বিহার সরকারের ১৯৪৮-৪৯ সনের বাজেট পরিষদে পেশ করিয়াছেন। হিন্দিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অর্থসচিব বলেন যে, ১৯৪৭-৪৮ সনের জন্য বাজেটের সংশোধিত হিসাব হইতেছে ১৭ কোটি ১০'৩১ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৮-৪৯ সনের বাজেট হিসাব হইতেছে ২১ কোটি ৫৬'৭৮ লক্ষ টাকা। এই বাজেটে ৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

১৯৪৭-৪৮ সনের সংশোধিত ব্যয় হইতেছে ১৬ কোটি ৮৯'৮৮ লক্ষ টাকা। আর ১৯৪৮-৪৯ সনের ব্যয়

হইতেছে ২০·৩ কোটি টাকা। সুতরাং এই বৎসরের বাজেটে ৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা এবং পূর্ব্ব বৎসরের হিসাব অনুযায়ী আরও ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বাঁচিবে।

বোম্বাই সরকারের গৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনা

বোম্বাই শ্রম-উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুত গুলজারিলাল নন্দ বোম্বাই সরকারের গৃহ নির্ম্মাণের পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। এই পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১ লক্ষ ২৫ হাজার গৃহ নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইহাতে মোট ব্যয় হইবে ৪ কোটি টাকা।

১৫ হাজার গৃহ সরকার পক্ষ হইতে নির্ম্মিত হইবে। অবশিষ্টগুলি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান, সমবায় প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সাহায্যে মালিকগণ ব্যক্তিগতভাবে নির্ম্মাণ করিবেন।

মধ্যপ্রদেশের বাজেট

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার প্রদেশ পরিষদে শিক্ষাসচিব শ্রীযুত এস ডি গোখেল ১৯৪৮-৪৯ সনের বাজেট পেশ করিয়াছেন। বাজেটে ৬ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দেখানো হইয়াছে। শ্রীযুত গোখেল বলেন যে, নূতন বৎসরে কোন নূতন কর ধার্য্যের প্রস্তাব করা হয় নাই। নূতন আর্থিক বৎসরে উন্নয়ন ও 'খাদ্য বাড়াও' পরিকল্পনার জন্য ৪৬০৬০০০০ টাকা ব্যয় করা হইবে। শিক্ষা সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রীযুত গোখেল বলেন, প্রদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১১জন মাত্র অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন। সার্ব্বজনিক শিক্ষার জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা সরকার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর বিশেষ অভাব রহিয়াছে। এই অভাব পূরণের জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সমস্ত শিক্ষিত লোকদের সহায়তা করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রদেশে পাঞ্জাব হইতে আগত প্রায় ১০ হাজার আশ্রয়প্রার্থীর বসবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাছাড়া আশ্রয়প্রার্থীদিগকে স্থানের জন্য ৫০লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে।

সিঙ্গাপুরে ভারতীয় বাণিজ্য প্রদর্শনী

কিছুদিন পূর্ব্বে সিঙ্গাপুরের গবর্ণর ভারতীয় বাণিজ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এতদুপলক্ষে বিপুল জনসমাগম হয়। প্রদর্শনী উদ্বোধনের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর প্রায় ৫০,০০০ দর্শক প্রদর্শনী দেখিতে আসে। এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় বাণিজ্য দ্রব্যের জন্য অভূতপূর্ব্ব আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের চামড়ার সামগ্রী, অস্ত্র চিকিৎসার যন্ত্রাদি, রেশম, পশম ও তুলার বস্ত্রাদি ও অলঙ্কার প্রভৃতির প্রতি ব্যবসায়ী-মহল বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছে।

প্রদর্শনী উদ্বোধনের পূর্ব্বে সিঙ্গাপুরের গভর্ণরকে অভ্যর্থনা জানাইয়া ভারত সরকারের প্রতিনিধি শ্রীযুত এ এ খিতি বলেন, "যে সময়ে ভারত বহু ব্যাপারে ব্যস্ত, সেই সময়েই এখানে এই প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছে। গবর্ণর বলেন, "আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এই প্রদর্শনী দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, ভারতীয়গণ আবার সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।"

দুনিয়ার ধনদৌলত

রুশিয়ায় বন-জঙ্গলের বিস্তৃতি সাধন

সোভিয়েট রুশিয়ার কৃষিদপ্তর অনাবৃষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনের জন্য বন-জঙ্গলের বিস্তৃতি-সাধনের এক বিরাট পরিকল্পনা করিয়াছে। এইজন্য বর্ত্তমান বৎসরে তৃণবহুল স্টেপ্ অঞ্চলে ২০০,০০০ একর জমিতে নানাজাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এই অঞ্চলকে সংরক্ষিত জঙ্গল রূপে ঘোষণা করা হইবে। তাহা ছাড়া আগামী

পাঁচ হইতে আট বৎসরের মধ্যে মধ্যকণিকার ২,৫০০,০০০ একর জমি বনভূমিতে রূপান্তরিত করা হইবে।

কৃষিগুরু চাষআবাদে যন্ত্রপাতির ব্যবহার আরও বেশী বর্দ্ধিত করার পরিকল্পনা স্থির করিয়াছে। ১৯৪৭ সনের তুলনায় বর্ত্তমান সনে ৭৫,০০০,০০০ একর বেশী জমিতে ট্রাক্টরের সাহায্যে চাষ আবাদ পরিচালিত হইবে। নদীগুলার সংস্কার সাধন করিয়া কাঠ চালান ব্যবস্থার সাহায্য করা হইতেছে। ১৯৫০ সনের মধ্যে রুশ দেশে ৬১,৩০০,০০০ ঘন ফুট কাঠ নদীতে ভাসাইয়া চালান দেওয়া সম্ভব হইবে।

বিলাতের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯৪৭ সনের তৃতীয় কোয়ার্টারে (তিনমাস) পূর্ব্ববর্ত্তী কোয়ার্টারের তুলনায় বিলাতে ৩৭·৩ মিলিয়ন বেশী অর্থাৎ মোট ৩০২·৬ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের রপ্তানি বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়াছে। বৃটিশ দেশগুলায় রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ ২৪·৬ মিলিয়ন পাঃ (১৮%) এবং অন্যান্য দেশে ১২·৭ মিলিয়ন পাঃ (১০%)। মোট রপ্তানি বাণিজ্যে বৃটিশ দেশগুলার হিস্যা ৫৩·৫% (১৬১·৯ মিলিয়ন পাঃ)। আলোচ্য কোয়ার্টারে বৃটিশ ভারতই বিলাতী মালের শ্রেষ্ঠ খরিদ্দার।

আলোচ্য-কোয়ার্টারে আমদানির পরিমাণ ৫১৮·৬ মিলিয়ন পাঃ। পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মাসের তুলনায় আমদানি বাড়তি ৬৩·১ মিলিয়ন পাঃ। বৃটেনের অধিকৃত দেশগুলা থেকে আমদানি বাড়িয়াছে মাত্র ২·৮ মিলিয়ন পাঃ এবং বাইরের দেশগুলা থেকে ৪২·৩ মিলিয়ন পাঃ।

সিংহলের ষ্টার্লিং পাওনা

বৃটেনের কাছে সিংহলের প্রাপ্য ষ্টার্লিং সম্পর্কে আলোচনার জন্য সিংহলের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত জে আর জয়বর্দ্ধনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। ১৯৪৭ সনে সিংহলের পাওনা হইয়াছে ৫ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড।

সিংহলের স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীযুক্ত গুণতিলক ও প্রতিনিধিদলের সহিত যাইবেন। আরও জানা গিয়াছে যে, এই প্রতিনিধি দল সিংহলে বিদেশী মূলধন আমদানি সম্পর্কেও আলোচনা করিবেন।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

ভারতীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস

ভারতীয় জাতীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির দুইদিনব্যাপী অধিবেশন শেষ হইয়াছে। কমিটি 'শিল্পচুক্তি' সময়োপযোগী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছে।

কমিটির মতে উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলনে শ্রমিকদের উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা এবং তাহাদের মধ্যে পূর্ণ দায়িত্ব-জ্ঞান সৃষ্টির জন্য দেশের শাসনব্যবস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রণে পূর্ণ অংশীদাররূপে শ্রমিকদের মর্য্যাদাবৃদ্ধির উপযোগী বিধিব্যবস্থাদি আশু প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন।

কারখানা-কমিটি ও উৎপাদন-কমিটি সমূহের মারফৎ পরিচালক ও শ্রমিকদের মধ্যে কার্য্যকরী যোগসূত্র স্থাপন, মধ্যস্থতা, অ্যাডজুটিকেশন ইত্যাদির দ্বারা শ্রমিকদের প্রতি ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা এবং শ্রমিকদের যথোপযুক্ত বাসস্থানের জন্য কমিটি গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। বর্ত্তমান শ্রমিক-বিরোধ আইনের যে-সমস্ত দোষত্রুটি আছে সেইগুলি সংশোধনের জন্য কমিটি গভর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রচলিত আইন অনুসারে, ট্রাইবুনালের এজলাস চলিতেছে বা উহার রোয়েদাদ কার্য্যকরী করিতে বিলম্ব হইতেছে ইত্যবসরেই মালিকগণ ছাটাই আরম্ভ করিয়া দুঃসাহস প্রদর্শন করিতেছে। কমিটী এইজন্য শ্রম-বিরোধ আইনের ২১ ও ৩৩ ধারা সংশোধনের দাবী করিয়া বলেন যে, অতঃপর ছাটাই ব্যবস্থাকে "স্থিতাবস্থা"র বিঘ্ন সাধকরূপে

ঘোষণা করিয়া ট্রাইবুন্যালের রায় বা রোয়েদাদ কার্য্যকরী করা সম্পর্কে গাফিলতি ও ত্রুটিবিচ্যুতির যথোপযুক্ত শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কয়লা খনির শ্রমিকের বিশেষতঃ দক্ষ শ্রমিকগণের বেতন সম্পর্কে অন্তঃপর কমিটি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কমিটির মতে এই বেতন স্থায্য নহে এবং উপযুক্ত বেতন স্থির করিবার জন্য কমিটি সরকারকে এক ট্রাইবুন্যাল অথবা সালিশী বোর্ড নিয়োগ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

পশ্চিম ইয়োরোপীয় ইউনিয়ন

ইঙ্গফরাসী বেনেলাক্স সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বেলজিয়ামস্থ ব্রিটিশ দূত ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম ইউরোপের পক্ষ-শক্তি চুক্তি খসড়ার প্রধান সর্ত্তগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, এই চুক্তিতে যে কোন দেশের প্রবেশাধিকার থাকিবে। কিন্তু সকলের পক্ষে তাহা সুবিধাজনক হইবে না বলিয়া জানা যায়। প্রতিনিধিদলের সহিত সংশ্লিষ্ট মহলে প্রকাশ যে, বেনেলাক্স অর্থাৎ বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড ও লাক্সেম্বুর্গ প্রভৃতি স্মারকলিপির প্রধান সর্ত্তগুলিই চুক্তিপত্রের মূলপত্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে এবং ইঙ্গ-ফরাসী ও বেনেলাক্স দেশগুলির স্ব স্ব মন্তব্যগুলিও আলোচ্য সীমাংসার পর সর্ত্তে পরিণত হইবে।

প্রতিনিধি দলগুলির প্রধানদের মধ্যে একটি বৈঠক বসিবার পর যথারীতি নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ যে, ঘটনাক্রমে উক্ত চুক্তিতে ইটালীকে সংযুক্ত করার কথা আলোচিত হইয়াছে। প্রস্তাবটি ফ্রান্স কর্তৃক উত্থাপিত হয় এবং বৃটেন কর্তৃক সমর্থিত হয় বলিয়া জানা যায়। তবে পক্ষশক্তি কর্তৃক চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হইবার পর ইটালী সর্ত্তে যোগদান করিবে।

বেলজিয়ামস্থ ব্রিটিশ দূত স্যার অর্জ্জ রেণ্ডেল একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, বেনেলাক্স খসড়াতে কোন বিস্তৃত সামরিক ব্যবস্থা নাই। চুক্তিপত্রে সামরিক ব্যবস্থার জন্য কোন বিশেষ অধ্যায়ও থাকিবে না। তবে তাহার অর্থ ইহাই হইবে না যে, পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা কোন আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করা হইবে না।

মোলাকাৎ

বঙ্গে রুশ-আন্দোলন*

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত কথোপকথন)

প্রঃ—রুশ-আন্দোলনের দিকে আপনার সহানুভূতি আছে?

উঃ—বিদ্যুৎশক্তির সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে আমার জীবনের আসল মন্ত্র। এই জন্য রসের বাড়ীতে যেতেও প্রস্তুত আছি। রুশিয়া যদি যমালয়ও হয় তাহ'লেও তার সঙ্গে যুবক বাঙলার আনাগোনা আর লেনদেন অবশ্যভাবে বাঞ্ছনীয়। বাঙলা-দেশে রুশ ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করা উচিত। বাঙালী ছোক্‌রাদেরকে রুশিয়ায় গবেষণা করবার উদ্দেশ্যে খরচপত্র দিয়ে পাঠান উচিত। সোভিয়েট-সুহৃৎ-সমিতি এই দুই কাজ হাতে নিলে বঙ্গ-সংস্কৃতির অনেক উন্নতি হবে। বাঙালী জাত ব্যক্তির দিকে আরও এগুতে পারবে।

প্রঃ—আপনি একমাত্র রুশিয়া সম্বন্ধে আন্দোলনের ব্যবস্থা করাতে চান?

উঃ—না। আমি চাই যে-কোনো উন্নতিশীল বস্তি বিদেশের জন্য বাঙালীর ভাবে কম্‌সে-কম্ একটা একটা ক'রে প্রতিষ্ঠান। হেমচন্দ্রের বুখ্‌নিটা আমি সর্ব্বদাই আওড়িয়ে থাকি।

* এই কথোপকথন হইয়াছিল ১৯৩৪ সনের মে মাসে।

প্রঃ—কোন্ বুথ্‌নিটা ?

উঃ—কে না জানে ? :—

"যাও সিন্ধুনীরে ডুবুর শিখরে
গগনের গ্রহ তারতম ক'রে
বায়ু উল্লাসিত বহুশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

"আন্তর্জাতিক যন্ত্র-পরিষৎ" কায়েম ক'রেছি বার বছর হ'লো (এপ্রিল ১৯০২)। লড়াইয়ের হাঙ্গামায় কাজকর্ম্ম বন্ধ আছে। "বঙ্গীয়-এশিয়া পরিষৎ" ইত্যাদি পরিষদ্‌ও কিছুকালের জন্য ধামা-চাপা রেখেছি। এই কারণেই "বঙ্গীয় আর্থাপ-বিদ্যাসংঘ" আর "বঙ্গীয় হাতে-সচার" কাজও বন্ধ আছে।

প্রঃ—বিদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব কায়েম করবার চেষ্টা আপনার পরিষদ্-গুদার ভেতর দিয়ে করা হয় কি ?

উঃ—না। আমার পরিষৎ, সংঘ, সভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে মেলামেশা, সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব ইত্যাদি চিজের স্থান নাই,—অথবা নেহাৎ গৌণ। লেখাপড়া, পঠন-পাঠন, গবেষণা, প্রবন্ধ, পুঁথি, কেতাব, বিদ্যা বাড়ানো ইত্যাদি শুক্‌নো চিজ এই সকল পরিষদের সওদা। রাষ্ট্রিক রস-কষ এইসবের ভেতর পাওয়া অসম্ভব। সব-কিছুই জ্ঞানযোগের মামলা। কোনো দেশের স্বপক্ষে-বিপক্ষে মত-পাকানো বা আন্দোলন-চালানো আমার পরিষদ্‌গুদার ব্যবস্থায় অসম্ভব।

প্রঃ—কোনো বিদেশের সঙ্গে সৌহার্দ্য কায়েম করবার ব্যবস্থা বাঙালীর কোনো প্রতিষ্ঠানে আছে ?

উঃ—হাঁ। কয়েক বৎসর ধ'রে নেপালের সঙ্গে বন্ধুত্বের লেন-দেন চালাবার জন্য একটা আয়োজন চল্‌ছে। দু-বছর দু-একবার ডাক্তার হরিদাস মুখোপাধ্যায় কল্‌কাতায় (আর মজুফ্‌ফর্‌পুর, পাটনা, কাশী ইত্যাদি জায়গায়) নেপাল নিয়ে জল্‌সার ব্যবস্থা করেন। তাতে ভারতবাসীকে খানিকটা নেপাল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা হয়।

প্রঃ—ডাক্তার হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম শুনিনি তো ?

উঃ—কল্‌কাতায় হাজার-হাজার ডাক্তার। ক-জনের নাম শোনা সম্ভব ? হরিদাস গাছপালা হ'তে ওষুধ বাহির ক'রে অনেক রোগীর উপকার ক'রেছেন। নেপালের সঙ্গে যোগাযোগ বহুকাল ধ'রে। এঁর ব্যবস্থায় "বঙ্গীয় নেপাল-সমিতি" বা "ভারতীয় নেপাল-পরিষৎ" কায়েম হ'তে পারে। এই ধরণের পরিষৎ ইরাণ, তুর্কী, ইজিপ্ট ইত্যাদি যে-কোনো দেশ সম্বন্ধেই গ'ড়ে তোলা উচিত। প্রত্যেক দেশের জন্য জরুরি দু'একজন করিৎ-কর্ম্মা বাঙালীর উঠে প'ড়ে লাগা।

প্রঃ—আর কোনো বিদেশ সম্বন্ধে বাঙালীর প্রতিষ্ঠান নাই ?

উঃ—বর্ম্মাতির রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার সুরেন বসু, দাঁতের ডাক্তার রফি আহম্মদ আর সুধীর মজুমদার, সাবানের রাসায়নিক অমিন দাসগুপ্ত ইত্যাদি কয়েকজন মার্কিন-ফের্ত্তা বাঙালী কল্‌কাতায় আমেরিকা-ক্লাব চালাচ্ছে। বছর দ্বিশেক ধ'রে চল্‌ছে। অবশ্য ভাল চলে না।

প্রঃ—রুশ-আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় কে-কে চাঁই বা মাতব্বর ছিলেন ?

উঃ—বাঙালীদের ভেতর মানব রায়, ভূপেন দত্ত, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অবনী মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি মাৎসিনি-ভক্ত রিস্‌যার্ক-পন্থী ন্যাশন্যালিস্ট বা স্বজাতি-নিষ্ঠ যুবারা সোভিয়েট রুশিয়ার প্রথম যেতেন। এঁরা ১৯২২ সনে মস্কো পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রেছিলেন। লেনিন্-ট্রট্‌স্‌কি ইত্যাদি বোলশেভিক বীরদের সঙ্গে বাঙালীর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের যোগাযোগ কায়েম হয়। তখন আমি বিদেশে। মস্কো হ'তে "হাজী" হ'য়ে যাঁরা ফিরে এসেছিলেন তাঁদের কার-কার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল।

প্রঃ—পরবর্ত্তী অবস্থা কেমন দেখ্‌ছেন ?

উঃ—দেশে ফিরে এসে (১৯২৪-এর শেষাশেষি) দেখ্‌ছি মুজফ্‌ফর আহম্মদ আর সৌম্যেন ঠাকুর কল্‌কাতায় চালাচ্ছেন সাপ্তাহিক "লাঙল"। তারপর ওঁদেরই

হাতে "গণ-বাণী" সাপ্তাহিক বেরোয়। সে ১৯২৬-২৮ সনের কথা। এঁরা রুশ-প্রচারক, সোভিয়েট-সুহৃৎ। ১৯৩১-৩৫ সনে মার্ক্স্-দর্শন আর লেনিন-নীতি বাঙালী লিখিয়ে-পড়িয়েদের মহলে কিঞ্চিৎ-কিছু চল্‌তে সুরু করে। বিগত দশ বছরে সোভিয়েট রুশিয়ার জীবন-দর্শন আর রাষ্ট্রিক কাঠামো ও আর্থিক কাজকর্ম সম্বন্ধে চলনসই ধারণা কিছু-কিছু ছড়িয়ে প'ড়েছে। এই বিষয়ে যুবক বাঙলার কোনো-কোনো মহল আজ-কাল বেশ-কিছু এগিয়েবসেছে। বিনয় ঘোষ প্রণীত "সোভিয়েট সভ্যতা" (দুই খণ্ড, ১৯৩৯-১৯৪১) আর সত্যেন মজুমদার প্রণীত "স্তালিন" (১৯৪১) সুখপাঠ্য বই। ১৯৪১ সনে কায়েম হ'য়েছে সোভিয়েট-সুহৃৎ-সমিতি। হীরেন মুখোপাধ্যায়-লিখিত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস-বইয়ের তর্জমা বর্ত্তমান বৎসরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত'র তর্জমায় রুশ গল্প হালিয় হ'লো (১৯৪৪)। কিতি মুখার্জিও রুশ গল্পের তর্জমা-প্রচারক।

প্রঃ—সার্ব্বজনিক সংস্কৃতির সঙ্গে রুশ-আন্দোলনের যোগা-যোগ কেমন ?

উঃ—আজকাল বি, এ ক্লাসের ইতিহাস পড়্‌বার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রুশ-বিপ্লবের কথাও মুখস্থ করতে হয়। তাছাড়া দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকায় রুশিয়া-বিষয়ক অথবা রুশ-প্রভাবওয়ালা গল্প বা প্রবন্ধের আওতা বেড়ে চ'লেছে।

প্রঃ—আপনি রুশ-গবেষণার কাজে সময় দিয়েছেন ?

উঃ—১৯১৭-১৮ সনে অর্থাৎ বোল্‌শেভিক বিপ্লবের সময় এই অধম ছিল নিউইয়র্কে। সেই আবহাওয়ায়ই লেনিনকে যুবক এশিয়ার পক্ষে বিংশ শতাব্দীর যুগাবতার ব'লেছি "কিউচারিজ্‌ম্ অব্ ইয়ং এশিয়া" (যুবক এশিয়ার ভবিষ্য-নিষ্ঠা) বইয়ে (বার্লিন, ১৯২২) তার চিহ্নাৎ আছে। বইটা আজকাল পাওয়া যায় "সোশিঅলজি অব্ রেভোল্যুশন, ফাসিজম্ অ্যাণ্ড হিউম্যান প্রোগ্রেস্" (১৯৩৯) নামে। "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর "প্যারিসে রুশবাস", "পরাজিত জার্ম্মানি" আর "ইতালিতে বারকয়েক" লেখা হয় ১৯২০-২৫ সনে। তার ভেতর রুশ-আন্দোলনের ধারা আছে যতদূরসম্ভব। রুশ-আন্দোলনের আধ্যাত্মিক জন্মদাতা মার্ক্স্-সাহিত্য। সেই সাহিত্যের অন্যতম আর্ষাণ গীতা-কোরাণ-বাইবেল—"পরিবার, সোশ্যি ও রাষ্ট্র" নামে—,আর ফরাসী গীতা-কোরাণ-বাইবেল—"ধনদৌলতের রূপান্তর" নামে,—বেড়েছি ১৯২০-২৫ সনের ভেতর। ট্রট্‌স্কি-প্রণীত আর্ষাণ বইয়ের বাংলা চুম্বক দিয়েছি "নবীন রুশিয়ার জীবন-প্রভাত" বইয়ের (১৯২৫-২৬)। এই সকল বইয়ের প্রত্যেক অধ্যায় প্রথমে বেরিয়েছিল মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায়। তখন আমি ইয়োরোপের নানাদেশে প্রবাসী। কিন্তু ঘটনাচক্রে কখনো রুশিয়ায় পা ফেলা হয়নি। কাজেই মস্কোয় গিয়ে "হজ" ক'রে আস্‌তে পারি নি।

প্রঃ—দেশে ফিরে আস্‌বার পর রুশ-গবেষণার কাজ আপনি কিছু ক'রেছেন ?

উঃ—আমি কোনো দলের লোক নই। অধিকন্তু রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কোনো গলি-ঘোঁচে আমার গতি-বিধি নাই। কোনো দল আমাকে নিজের লোক ভাবে না। এমন চরমভাবে নির্দ্দল লোক কেহ জগতে আছে কিনা সন্দেহ। তবে ফরাসী, ইতালিয়ান, আর্ষাণ ইত্যাদি সংস্কৃতি, এমন কি রুশ-সংস্কৃতিকেও, সর্ব্বদাই আমাদের দেশে প্রচারের জন্য চেষ্টা ক'রে আস্‌ছি। আগেকার মতনই,—১৯২৫ সনে দেশে ফেরার পরও রুশ-চর্চ্চা বজায় আছে। প্রায় প্রত্যেক বইয়ের কোনো-না-কোনো অধ্যায়ে রুশিয়ার কথা অথবা সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজ্‌ম্-বিষয়ক আলোচনা আছেই আছে। রুশ-গবেষণায় আমি আজও ইস্তাফা দিইনি। অধিকন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এম-এ পড়াতে গিয়ে মার্ক্স্-লেনিন-ট্রট্‌স্কি-স্তালিন আইনোরে চিন্তের মতন ব্যবহার

ক'রতে হয়। রুশিয়ার কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক তথ্য ও সংখ্যা রোজই কিছু-কিছু নিজে সিলে থাকি। আবার পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদেরকে পেলাতে হয়।

প্রঃ—রুশতত্ত্বপূর্ণ আপনার দু'একটা বইয়ের নাম ক'রবেন?

উঃ—কোন্‌টার নামই বা করি? প্রত্যেক বইই তুলনা-মূলক। নাম দেখে আমার কোনো বইয়ের ভেতর-কার মাল বুঝ্‌বার জো নাই। "নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন" বইয়ের (১৯৩২) দুই খণ্ডে রুশ মসলা ছড়ানো আছে। আর ১৯৪৩ সনে প্রকাশিত "ইকুয়েশন্‌স্ অব্ ওয়ার্লড-ইকনমি" (বিশ্বদৌলতের সাম্য-সম্বন্ধ) বইয়েও রুশ-জার্মাণ লড়াইয়ের যন্ত্র-কথা আর অর্থ-কথা আলোচিত হ'য়েছে। কাজেই এই ছাব্বিশ-সাতাইশ বৎসরের একটা দিনও রুশিয়া-হীন জীবন বা চিন্তাধারা চল্‌ছে না।

প্রঃ—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক ইংরেজি বইয়ে আর পত্রিকায় আমরা দুনিয়ার সকল প্রকার তথ্য ও তত্ত্বই তো পাই। তার ওপর আপনি রুশ, জার্মাণ, ফরাসী, মার্কিন, ইতালিয়ান, জাপানী ইত্যাদি নানা সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ চাচ্ছেন কেন?

উঃ—একমাত্র বৃটিশ-চোখে দুনিয়া দেখ্‌তে ভারতবাসী অভ্যস্ত। এইজন্য আজ পর্য্যন্ত ভারত-সন্তানের চোখ ফুট্‌লো না। আমাদের ভারতীয় অধ্যাপক, বিজ্ঞান-গবেষক, সাংবাদিক, শিল্পী, বণিক, মজুর-নায়ক ইত্যাদি নানা পেশার লোকেরা অত্যধিক ইংরেজ-চোখো লোক। ভারতীয় সংস্কৃতি বিলাতী সংস্কৃতির অঙ্কশায়িনে পরিণত হ'য়েছে। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ভারতীয় অধ্যাপকগণ যুবক ভারতকে ইংরেজের গোলামে পরিণত ক'রে ছেড়েছে।

প্রঃ—এই গোলামি নিবারণের উপায় কী?

উঃ—এই গোলামি হ'তে উদ্ধার পাবার জন্য রুশ-জার্মাণ-জাপানী-মার্কিন ইত্যাদি বিশ্বশক্তির রকমারি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগা-যোগ। রকমারি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দুনিয়া দেখ্‌তে শেখা উচিত। রুশ-জার্মাণ-জাপানী-মার্কিন আর অন্যান্য ভাবধারা ও কর্মপ্রণালী ভারতের অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে দেওয়া আবশ্যক। একমাত্র ইংরেজ সংস্কৃতির তাঁবে এসে ভারতসন্তান কাণা হ'য়ে প'ড়েছে। চাই খোলা চোখে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় চলাফেরার আটপৌরে সুযোগ। অনেক বারই ব'লেছি—চাই ধনাননী দৃষ্টিভঙ্গী। এইজন্যই চাই বাঙালীর তাঁবে রুশ-পরিষৎ, মার্কিন-পরিষৎ, জার্মাণ-পরিষৎ, তুর্ক-পরিষৎ, ফরাসী পরিষৎ, ইরান-পরিষৎ, ইত্যাদি রকমারি প্রতিষ্ঠান। সঙ্গে সঙ্গে আবার ব'লে রাখ্‌ছি,—বিলাতী সংস্কৃতির বরকট চাই না। এই অধম বিলাত-ভক্তও বটে।

পত্রিকা-জগৎ

দি এগ্রিকাল্‌চারাল সিচুয়েশন

(অক্টোবর, ১৯৪৭)

আলোচ্য সংখ্যায় মার্কিণের ভূমিসম্পদ্ বিষয়ক একটী মূল্যবান প্রবন্ধ স্থানলাভ করিয়াছে। নিম্নে প্রবন্ধটীর সারমর্ম্ম দেওয়া হইল :—

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মার্কিণ ভূমি সম্পদের যথেষ্ট বাড়তি সাধিত হইয়াছে। ১৯৩১ সনের তুলনায় ১৯৪০ সনে ক্ষেতখামারের উৎপাদন এক-পঞ্চমাংশ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯২০ সনের তুলনায় বাড়তির পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ।

১৯৪৫ সনের কৃষি সেন্সাসে দেখা যায় মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের ৬০% জমি বিলি করা হইয়াছে। উহার মধ্যে শস্যভূমির পরিমাণ ৪৫১ মিলিয়ন একর, তৃণভূমির পরিমাণ

৪৮১ মিলিয়ন একর। বনভূমির অন্তর্গত কৃষিক্ষেত্রের ১৬৬ মিলিয়ন একর। মোটের উপর অর্দ্ধেক জমি কৃষি ক্ষেত্র অথবা চারণভূমি রূপে ব্যবহৃত। চারণ-ভূমির মোট পরিমাণ ৬২৪ মিলিয়ন একর। বন-জঙ্গলের পরিমাণ ৬২৪ মিলিয়ন একর।

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ১০% অর্থাৎ ১,৭০০ মিলিয়ন একর জমি শস্য-ক্ষেত্র, তৃণভূমি অথবা বন-জঙ্গলে পরিবৃত। বাকী ১০% জমির ৭১ মিলিয়ন একর সহর, পাকা সড়ক ইত্যাদি দ্বারা অধিকৃত এবং ৪৪ মিলিয়ন একর জমিতে ক্ষেত খামারের ঘর বাড়ী, রাস্তা, ইত্যাদি অবস্থিত। মরুভূমি, পাহাড়, জলাভূমি ইত্যাদির পরিমাণ ৭৮ মিলিয়ন একর। এই সমস্ত জমি চাষ আবাদের অনুপযুক্ত। বর্ত্তমানে মোট আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় প্রায় ৫৪০ মিলিয়ন একর অর্থাৎ মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় আড়াই একর। ইহার এক-পঞ্চমাংশ জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। মাথাপিছু $\frac{১}{৫}$ একর জমিতে ফল ও শাক-সব্জী উৎপন্ন হয়।

সমালোচনা

এ হিষ্ট্রী অব্ রাশিয়া; বার্ণার্ড পারেস; আলফ্রেড এ নফ্; ৪০১, মাডিসন অ্যাভেনিউ; নিউইয়র্ক; ১৯৪৭; ৫৬৫ পৃঃ; ৩'৭৫ ডলার।

বইখানা প্রথম বাহির হয় ১৯২৬ সনে। রাশিয়ার এই ইতিহাসে স্লাভ জাতির প্রাগৈতিহাসিক উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান পরিস্থিতি পর্য্যন্ত আলোচনা করা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই জনসাধারণের বিশেষতঃ চাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হইয়াছে। স্যার বার্ণার্ড পূর্ব্বে লিভারপুল ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশ ইতিহাস এবং রুশ ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি রুশিয়ার সহিত তাহার প্রতিবেশীদের সম্পর্ক, বিশেষতঃ ইউরোপ ও বিশ্বের ইতিহাসে রুশিয়ার স্থান নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।

দুইটি বড় অধ্যায় সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে লিখিত। কম্যুনিষ্ট বিপ্লব রাশিয়ার সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য গ্রন্থকার ১৯০৬ সনে রুশিয়ায় যান এবং ভ্রমণ-শেষে প্রথম অধ্যায়টি রচনা করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়টি সংযোজিত হয় যুদ্ধের পর। উহাতে সোভিয়েট রুশিয়ার যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলির পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থের সহিত এক বিরাট গ্রন্থপঞ্জীও জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ১১খানা মানচিত্র সংযোজিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) দি প্রবলেম অব্ দি টার্কিস ষ্ট্রেটস; হ্যারি এল হাওয়ার্ড; ডিপার্টমেণ্ট অব্ ষ্টেট পাবলিকেশন্; ওয়াশিংটন; ১৯৪৭; ৬৮ পৃঃ; ৩০ সেণ্ট।

(২) চায়নীজ ইকনমিক অ্যাণ্ড্ ফিনান্সিয়াল রি-কন্ষ্ট্রাক্সন; আর্থার এন ইয়ং; দি কমিটি অব্ ইণ্টারন্যাশনাল পলিসি; নিউইয়র্ক; ১৯৪৭; ৮১ পৃঃ; ১০ সেণ্ট।

(৩) অ্যামেরিকাজ রোল ইন চায়না; এডারেট ভি ইঙ্গিল; অ্যামেরিকান ইনষ্টিটিউট্ অব্ প্যাসিফিক রিলেসন্স; নিউইয়র্ক; ১৯৪৭; ৬৪ পৃঃ; ২৫ সেণ্ট।

(৪) দি ষ্ট্রিকেন্ নেশণ্ড; দি রৌরি অব্ পোর্ত্তো-রিকো; রেক্সফোর্ড গাই টাগওয়েল; জাবল ডে ডোরান এণ্ড কোং; নিউইয়র্ক সিটি; ১৯৪৭; ৭০৪ পৃঃ; ৪'৫০ ডলার।

(৫) দি ইউনাইটেড্ নেশন্স অ্যাণ্ড্ ওয়ার্ক; ওয়ার্ল্ড পিস্ ফাউণ্ডেসন; বোষ্টন; ১৯৪৭; ১৪৭ পৃঃ; ৪০ সেণ্ট।

(৬) টুমরোজ্ ফুড; হেনরী রোটি ও এন ফিলিপ নরম্যান্; গ্রেটিস্ হুল; নিউইয়র্ক; ১৯৪৭; ২৪৮ পৃঃ; ৩'৫০ ডলার।

বিপ্লবী এসিয়া

শ্রীবিজন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ

বহু যুগের অড়তার পরে এসিয়া আজ আবার নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের মত জেগে উঠ্‌ছে। পূর্ব্ব, মধ্য, পশ্চিম,এশিয়ার যে কোন দিকেই তাকানো যা'ক না কেন—সর্ব্বত্রই অশান্তির বিপুল প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। ইন্দোচীনে ফরাসীদের পুনঃ প্রবেশে আনামীরা আপ্রাণ বাধা দিচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজদের সাথে আজ প্রায় এক বছরের বেশী লড়ে চ'লেছে। বর্ম্মার অশান্তি শাসনতান্ত্রিক সুবিধা, প্রাপ্তিসন্ধেও ক'মে যায়নি। ভারতের তো কথাই নেই। নেতৃত্বন্দের মুক্তির সাথে সাথেই যুদ্ধোত্তর অশান্তি সত্যমূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় আন্দোলন একদিকে যেমন চরমপন্থী হ'য়ে ওঠে, তেমনি শ্রেণী সংগ্রামও সাথে সাথে ঘানা পাকিয়ে ওঠে। পশ্চিম এসিয়াতে প্যালেষ্টাইনের গোলযোগের তীব্রতা থেকে আরবলীগের কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এরই মধ্যে মিশরের রাজা ফারুক পলাতক বিপ্লবী প্যালেষ্টাইনের মুফ্‌তি ও মরোক্কোর আব্‌দুল করিমকে আশ্রয় দিয়েছেন। সুদান নিয়ে মিশরে ও ইংরাজে যে মন কষাকষি হচ্ছে তা'র পরিণতি শান্তিপূর্ণ নাও হ'তে পারে।

এসিয়ার এই অশান্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এসিয়াবাসীদের মধ্যে সংগ্রামশীলতা প্রাধান্য পাচ্ছে। ইউরোপের মোটাবুদ্ধি দেশ সমূহ এসিয়াটাকে বশে রাখতে পারছিল এসিয়াবাসীদের লজ্জাজনক সহিষ্ণুতার জন্য। ইচ্ছায় হোক আর বাধ্য হ'য়েই হোক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এসিয়া শিখেছে বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি পেতে। তাই ইউরোপ যখন এসিয়ার ঘরে ব'সে এসিয়ার সম্পদ ভোগ করেছে, তখনও এসিয়া খুব একটা বেদ অনুভব করেনি। কিন্তু আজ এসিয়া আর সহ্য করতে রাজী নয়—কারণ আজ সে মুক্তি চায় জীবনকে ভোগ করার জন্য। তার মানে এসিয়া আজ অবচেতন মনে ইউরোপ ব'নে গেছে। তাই ইউরোপ যেমন এসিয়াকে নিরালায় ভোগ ক'রতে পেরেও ঘরে কোনদিন শান্তি পায়নি, আজ তেমনি ঘরে শান্তির সমস্যার চাইতেও এসিয়ায় শান্তিতে রাজত্ব করা বেশী কঠিকর হ'য়ে উঠ্‌ছে।

যে স্রোতধারা বেয়ে এসিয়ার এই পরিবর্ত্তন এলো তা'র ত্রিবেণী, বাংলা, জাপান ও সোভিয়েটের বিভিন্ন খাতে ব'য়ে শত যুদ্ধ এসে মিলিত হয়। এই ধারা-গুলির উৎস ইউরোপের দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজবিন্যাস ও সৃষ্টিতত্ত্বকে এসিয়ার ছাঁচে ঢালাই করার চেষ্টার মধ্যে লুকানো র'য়েছে। ভিন্ন ভিন্ন পথ ধ'রে ও সাফল্যের বিভিন্ন মাত্রা নিয়ে বাংলাদেশ, জাপান, সোভিয়েট এই চেষ্টার অনুশীলন করে। ইংরাজদের আগমনের সাথে সাথেই বাংলাদেশের রামমোহন বুঝলেন, ইউরোপের জয় যতটা না সামরিক—তা'র বেশী মূল্যবোধের। তাই ইউরোপীয় রেণেসাঁর সার যে যুক্তিবাদ তা'রই ভিত্তিতে তিনি ভাবপ্রবণ ও সংস্কারশাসিত হিন্দুসমাজকে ঢেলে সাজতে চাইলেন। কিন্তু বাহিরমুখ অগ্রসর হ'য়ে এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি থেমে যায়—কারণ সমাজের সম্পদ ও শিক্ষার মান এই যুক্তিবাদের প্রসারের পক্ষে অসমান ছিল। তাছাড়া সমাজের ব্যক্তিসাধারণের কাছে যে আত্মাভিমান থাকা স্বাভাবিক, তাও এই মতবাদের অনুকূল ছিল না। কিন্তু বাংলার মনীষার সেদিন অপ্রাচুর্য্য ছিল না। তাই বেরিয়ে এলেন বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ। ইউরোপের জীবনের গতিবাদ ও বাস্তববাদ তাঁরা চালাই ক'রলেন হিন্দুর বিশ্বাস ও মূল্যমানের ভিত্তিতে। একদিকে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' যেমন দেশকে আরাধ্যা ক'রে তুললো, অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ হুঁসিয়ারী দিলেন 'হে ভারত ভুলিও না জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।' যে আদর্শ প্রচার ক'রে কিংবটে আর্য্যাণীকে সদ্ধতি ও সংগ্রামের পথে টেনেছিলেন তাও ছিল : দেশের দাবী নিজের ভোগের আগে। গীতার নিষ্কাম ধর্ম্মের নূতন প্রচার সুরু ক'রলেন অরবিন্দ এর সাথেই। তাই বঙ্গভঙ্গের উপলক্ষ নিয়ে যে বিপ্লব বাংলায় দেখা দিল তা'কে সংগ্রামে সাহিত্যে ও দর্শনে আর সমাজ-

জীবনে ছোট বড় শত সহস্র কর্মযোগী গুরুর সন্ন্যাসীরা মূলে বলে ভরিয়ে দিলেন। শিল্প-বাণিজ্যে বাংলার প্রচেষ্টা সফল হয়নি। কারণ সেদিকে বাঙালীর দৃষ্টি ছিল গৌণ। বাঙালী দেখেছিল একান্ত ক'রে ইউরোপের ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে। তাই দেশাত্মে পাল্লা দিতে গিয়ে বাণিজ্য-প্রতিযোগিতার কোন আকর্ষণ সে অনুভব করেনি। তাই স্বদেশী বিপ্লবে বাংলা সংগ্রামকেই বড় ক'রে দেখেছে, অর্থকরী সার্থকতাকে নয়। তাই যুগান্তরের বাংলাই আজাদহিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব করেছে।

জাপান এসিয়ার সবচাইতে বড় গুরু। প্রথম পরিচয়েই জাপান ইউরোপের অস্ত্রের উৎকর্ষের দিকে নজর দেয়। এই অস্ত্রের উৎকর্ষ আরও ক'রবার জন্য জাপান ইউরোপের বিজ্ঞান শিখতে যায় হয়। পরাজয়ের ক্ষত পূর্তিহিংসা নেবার জন্য জাপান পাশ্চাত্যের দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পজীবন এবং এমনকি শাসনতন্ত্র পর্যন্ত অনুকরণ করে। তাই দেশবিদেশ থেকে অধ্যাপক নিয়ে এলো জাপান ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। জাপান তখন তা'র রাজতন্ত্রের বনিয়াদকে ইংলণ্ডের ছাঁচে ঢেলে নেবেছে। এই ক্রত অনুকরণের পথে জাপান ইউরোপকে ইউরোপীয় মূল্যমানেই যায় মানতে চাইল। তাই সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে স্বদেশের মান ও সম্পত্তি বাড়াবার দিকে তার নজর প'ড়ল। তাই এল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযান ও বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে রুশিয়ার সাথে লড়াই। এই বিজয়গুলি জাপানকে যুগপৎ ইউরোপের কাছে শ্রদ্ধেয় ও এসিয়াবাসীদের কাছে বিস্ময়-পূর্ণ দৃষ্টান্তে পরিণত ক'রলো। জাপানের এই সাফল্যই চীনের পরবর্তী গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু এবারের লড়াইয়ে জাপান ইউরোপের সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে সবাইকে খেতবিদ্বেষে অনুপ্রাণিত ক'রলো আর সাথে সাথে ইউরোপের মূল্যবান আগ্নেয়াস্ত্র এসিয়ার দেশে দেশে ছড়িয়ে দিল। তাই নিখর নিঝুম সুরপ্রাচ্যের যেসব দেশে বিপ্লব কোনদিন সম্ভব হয়নি—আজ তারাই অদ্ভুত সাহস ও দৃঢ়তার সাথে ইউরোপের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে রুখছে। তাই জাপান হেরেও হারেনি—কারণ এসিয়া আজ ইউরোপের উপনিবেশ আর থাকছে না। এই অর্থে বাংলাদেশও ব্যর্থ হয়নি যদিও আজ তার আসন ভারতের পশ্চাৎ পঙক্তিতে। ইংরাজকে আজ ভারতীয় ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানতে হ'চ্ছে।

এসিয়াবিপ্লবে সোভিয়েটের স্থান নিয়ে তর্ক উঠতে পারে যে, সোভিয়েট এসিয়ার চাইতে ইউরোপেরই বেশী। হয়তো তার সাম্রাজ্যের আমলে এই কথাই সত্য ছিল। অবশ্য পশ্চিম ইউরোপের সমর ও কূটনীতি বিশারদগণ রুশিয়াকে এসিয়ার 'ভল্লুক' হিসেবেই গণ্য ক'রে এসেছে। কিন্তু তাদের আমলে ইউরোপীয় রুশিয়ানরা ছিল রাজার জাতি আর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এসিয়া ছিল বিজিত উপনিবেশ। তখনকার লোকেরা রাজার কাছে ইউরোপের রুশিয়ানদের সমান ব্যবহার কোন দিনও আশা ক'রতে পারেনি। সাম্যবাদী বিপ্লবের পরে এই সব দেশকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে রুশিয়ান রিপাব্লিকের সমান অধিকারসম্পন্ন সাধারণ তন্ত্রের আখ্যা দেওয়া হয়। এই দিক্ থেকে রুশবিপ্লব পরোক্ষভাবে এসিয়ার বিপ্লবকে সাহায্য ক'রেছে। কিন্তু এর চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক্ রুশবিপ্লবের আছে। এই দিকটা আর্থিক পরিবর্তনের দিক। বিপ্লবের পরে অর্থনীতিক পরিকল্পনা অনুসারে সোভিয়েট সমবায় কর্তৃত্বে যন্ত্রপরিচালিত কৃষি ব্যবস্থা সর্বত্রই প্রবর্তন করে। এই পথ ধ'রে এসিয়ার জনন ও চারণভূমিতে শিল্পায়নের পত্তন হয়।

এই শিল্পায়ন, তার ফলাফল ও তাহার পদ্ধতির গুরুত্ব এসিয়ার বর্তমান জীবনে খুবই বেশী। যে যাদুবিদ্যার বলে সংখ্যায় কম ইউরোপীয়রা বহুগুণে সংখ্যাধিক এসিয়ার মত মহাদেশকে বশে রাখতে পেরেছিল, তাহার এই শিল্পায়নের মধ্যেই লুকানো র'য়েছে। অর্থনীতির বিচারে এই বিপ্লব যন্ত্রের সাহায্যে শ্রমিকের মাথাপিছু উৎপাদন বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। আর দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনযাত্রার এই বিপ্লব শ্রমিককে নিয়মানুগ ও সাবলম্বী ক'রে তোলে মাথাপিছু শ্রমিকের জীবনমানকে বাড়িয়ে। এই কারণেই শিল্পায়িত দেশের অপেক্ষাকৃত কমলোকও কৃষিনির্ভর দেশের অগণিত জনসংখ্যার চাইতে বেশী বলীয়ান হয়ে

ওঠে। ইতিহাসেও দেখা যায় যে, শিল্প বিপ্লবের সুবিধা একাকী ব্রিটেন তথা ইউরোপ পেয়েছিল ব'লেই চির-কালের স্বাধীন ভূমি এশিয়া ইউরোপের কাছে হার স্বীকার করে। ইউরোপের সমকক্ষতা ক'রতে হ'লে এবং ব্যক্তি-গতভাবে ইউরোপের জীবন অনুকরণ করার চাইতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্পায়ন করাই বেশী ফলপ্রদ—তার প্রমাণ বাংলা দেশের ব্যর্থতা ও জাপানের সাফল্যেই পাওয়া যায়। রামমোহন বাংলা দেশকে ইউরোপীয় জীবনদর্শনকে ব্যক্তিগত ও আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুশীলন ক'রতে অনুপ্রাণিত করেন। এতে ক'রে যে সাংস্কৃতিক মিশ্রনের জটিলতার উদ্ভব হয়, তাতে এক নূতন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সৃষ্টি হ'য়েছে, বিচ্ছিন্ন ভিন্নে স্বতঃস্ফূর্ত ও বিপ্লবী আন্দোলন ও নেতারও জন্ম হ'য়েছে—কিন্তু বাস্তবে ইংরাজশাসনকে ঘায়েল করা যায় নি। অন্যদিকে জাপান সংস্কৃতি ও সাহিত্যে হয়তো বাংলার মত নূতনত্ব দেখাতে পারে নি, কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভুত্বকে অনুরেই বিনষ্ট ক'রেছে। বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের ভিতরে এই সত্যের বিলম্বিত উপলব্ধির পরিচয় মেলে।

এশিয়ার একাধিক দেশই হয়তো এই সত্যের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিল, এমন কি ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হয়ত কিছু সুযোগও পেয়েছিল, কিন্তু সার্থকায় হ'য়ে উঠতে পারে নি, কারণ মূলধনের অভাব, যন্ত্রের অভাব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব। এখানেই ফলবিপ্লবের নূতন শিক্ষা। এই বিপ্লব এই শিক্ষাই দেয় যে মালিকানার বিলিব্যবস্থার মধ্যে যে মূলধন জমানো প'ড়ে আছে, তাকেই ঠেলে সামনে মূলধনের প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়া যায়। আর যন্ত্র ও দক্ষতা সাময়িকভাবে আমদানি ক'রে স্বয়ং-সমর্থ হওয়া যায়। উদাহরণে আসা যাক। রুশিয়ার বিপ্লবীরা জমির মালিকানাকে সরকারী কর্তৃত্বে নিয়ে গিয়ে যন্ত্রচালিত ও সমবদ্ধ কৃষির প্রবর্তন ক'রে প্রচুর বাড়তি খাদ্যের উৎপাদন করে। পরে এই বাড়তিকে রপ্তানি ক'রে এরই বিনিময়ে গিয়ে আমদানি ও বেকার সমস্যা-পীড়িত দেশগুলি থেকে যন্ত্র ও শ্রমিক আমদানি ক'রে কারখানা ও বিদ্যুৎ শিল্পের গোড়াপত্তন করে। এই অভিজ্ঞতা এশিয়ার লোকেদের মনের থেকে শিল্পা-য়নের অসম্ভাব্যতার ভূত দূর ক'রে দেয়, যেমন জাপানের সামরিক বিজয় এশিয়াকে একদিন বুঝিয়েছিল চোখে আঙুল দিয়ে যে ইউরোপ অজেয় নয়। তাই আজকের এশিয়ার দিকে দিকে যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিপ্লব ও সংঘর্ষ চলছে তার মূলে আদর্শ জুটিয়েছে বাংলাদেশ, সাহস দিয়েছে জাপান ও পরিণামে সাফল্যে বিশ্বাস জুগিয়েছে সোভিয়েট। এই ত্রয়ীকে বাদ দিলে এশিয়ার বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতকেই বাদ দেওয়া হয়।

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—তাঁতীদের দুর্দশা। ইংরেজী শিক্ষা বর্জন। পশ্চিমবঙ্গে চাউল আমদানি। কলিকাতায় ধানের মূল্য। ১১৬

আর্থিক ভারত ঃ—বিহার সরকারের বাজেট। বোম্বাই শহরের গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা। মধ্যপ্রদেশের বাজেট। সিঙ্গাপুরে ভারতীয় বাণিজ্য প্রদর্শনী। ১১৬

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—রুশিয়ার ধনবণ্টনের বিস্তৃতিসাধন। বিলাতের বহির্বাণিজ্য। সিংহলের খনি পাওনা। ১১৭

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—জাতীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস। পশ্চিম ইয়োরোপীয় ইউনিয়ন। ১১৮

মোলাকাৎ ঃ—বঙ্গে রুশ আন্দোলন

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধ ঃ—বিপ্লবী এশিয়া

শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ ১২৬

২, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

চৈত্র—১৩৩৪

আর্থিক উন্নতি

২২শ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI
(ECONOMIC PROGRESS)
Established April, 1926
EDITED BY PROF. DR. BENOY KUMAR SARKAR, *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta

Director
DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE MARCH-APRIL NUMBER, 1948.

Section 1. Wealth of Bengal : Economic News of Nudden, Epidemic Cattle Disease. p. 128.

Section 2. Economic India : Foreign Food-grains in India. Development of Industry in India. A New Railway Line in Orissa. p. 128.

Section 3. World Economy : A City for Scientific Researches. Condition of the Japanese Piece-goods Industry. A Five-year Plan for Japan. p. 129.

Section 4. Men, Institutions and Movements : The Problam of Tropical Diseases. Prevention of Tuberculosis. p. 130.

Section 5. Interview : The Famine in 1350 B.S. p. 132.

Section 6. World of Journals : *International Labour Review*. P. 134.

Section 7. Reviews : The New Italy. p. 134.

Section 8. Bibliography: 4 books announced. p. 135.

Article : Our Population Problem.
By Dilip Kumar Malakar, Research Fellow,
Bengali Institute of Sociology. p. 135.

বাংলার সম্পদ

কলিকাতার অর্থ-কথা

কলিকাতার বাসীন্দা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াতে বাজারের দ্রব্যাদি অত্যন্ত চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে, সুতরাং সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা দাঁড়াইয়াছে। বাজারে প্রাতে বেলা নয়টার পর দ্রব্যাদি প্রায় ফুরাইয়া যাইতে দেখা যায়। যাহাতে অধিক পরিমাণে জিনিস আমদানি হয় তাহার ব্যবস্থা না হইলে সাধারণ গৃহস্থের মহা বিপদ হইবে।

নবদ্বীপে স্বাস্থ্যের ক্রমশই অবনতি ঘটিতেছে। অধিকাংশ রাস্তার জল জমিয়া অত্যধিক দুর্গন্ধ পাকযুক্ত হইয়া বদ্ধ গ্যাস সৃষ্টি করিতেছে; সেই সঙ্গে মশামাছির জন্ম হইয়া সাধারণের স্বাস্থ্য বিশেষভাবে নষ্ট করিতেছে। সুতরাং রোগ-পীড়া বেশ দেখা যাইতেছে; মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে সরকার বাহাদুর দয়া করিয়া প্রজাসাধারণের উপকারার্থ আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ড্রেন করিয়া দিলে অনেকের জীবন রক্ষা পাইবে। (বসুমতী)

গো-মড়ক

কাঁথি অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক গো-পীড়ার আক্রমণে ১০।১২ ঘণ্টার মধ্যেই দলে দলে গরু মরিতে থাকায় লোকে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। সুস্থ ও সবল গরুগুলি সহসা রোগাক্রান্ত হইয়া গলা ফুলিয়া ও মুখ হইতে লালা বাহির হইয়া ১০।১২ ঘণ্টা যাইতে না যাইতেই মারা যাইতেছে। এই ব্যাধিটা এমন সংক্রামক যে, কোন স্থানে উহা দেখা দিলেই সে অঞ্চলের সকল গরুই ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া উজাড় হইতেছে। আমরা কাঁথি থানার নারাল বাথিয়া, তেঁতুলমণ্ডী, লাউদাওা, শ্রীরামপুর, শঙ্করপুর, বালিয়া, আমুয়া প্রভৃতি গ্রামে ঐরূপ রোগাক্রান্ত হইয়া বহু গরুর প্রাণহানি হইবার সংবাদ পাইয়াছি। কাঁথি থানার ২০নং বহুলিয়া গ্রামবাসী বাবু রামচরণ কর লিখিয়াছেন যে,—বহুলিয়া ও তৎপার্শ্ববর্তী অনেকগুলি পল্লীতে ঐ সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে বহু গরু মারা গিয়াছে এবং এখনও মারা যাইতেছে। কোন বিজ্ঞ গো-চিকিৎসক না থাকায় সকল ক্ষেত্রেই অচিকিৎসায় গরুসকল মারা যাইতেছে। ঐ রোগটাকে গ্রেগ বলে কহিয়া লোকে স্থানে স্থানে যদিও মৃত গরুগুলিকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু মৃতের সংখ্যাধিক্যের জন্য এখন আর তাহা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ফলে ক্রমেই ইহার বহু বিস্তৃতি ঘটিতেছে। এই কৃষি-প্রাণ দেশের গরুই কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায়। তাহার গরুর মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা যেরূপ ৩।৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহা যেরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, তাহাতে এ সময় চাষের গরু ঐরূপ অবাধে মারা পড়িতে থাকিলে আবাদ কার্য্যের বিষম ব্যাঘাত ঘটিয়া দেশ একেবারে উৎসন্ন হইবে। কাজেই বর্ত্তমান ভীষণ দুর্দ্দিনে রোগাক্রান্ত পল্লীসমূহে সরকার হইতে অবিলম্বে উপযুক্ত-সংখ্যক গো-চিকিৎসক পাঠাইয়া ইহার প্রতিরোধ ব্যবস্থার দ্বারা উহার দেশব্যাপীর এই আতঙ্ক দূর করা আবশ্যক।

(নীহার)

আর্থিক ভারত

ভারতে বিদেশী খাদ্যশস্য

গত ২৫শে মার্চ (১৯৪৮) পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে বিদেশ হইতে ভারতে ৩১ হাজার টন গম, ৩০ হাজার টন চাউল, ৯ হাজার ৫০০ টন ভুট্টা, ১১ হাজার ৯০০ টন যব ও ২ হাজার ৯০০ টন মিলো আমদানি হইয়াছে। ইহা লইয়া বর্ত্তমান বৎসরে ভারতে বিদেশী

খাদ্যশস্য আমদানির মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে নিম্নরূপ :—

গম—২ লক্ষ ২২ হাজার ১০০ টন, ময়দা ২৮ হাজার ১০০ টন, চাউল ২ লক্ষ ৬০০ টন, ভুট্টা ২ লক্ষ ৩০ হাজার ২০০ টন, জোয়ার ৩ হাজার ৫০০ টন, যব ১ লক্ষ ৭ হাজার ২০০ টন ও বিবো ৬৭ হাজার টন।

ভারতে শিল্পপ্রসার

ভারত গবর্ণমেণ্ট মূলধন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অনুসারে গত ২৮শে এপ্রিল (১৯৪৮) পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে ১১টি যৌথ-প্রতিষ্ঠানকে ১০ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৬০০ টাকার মূলধন মঞ্জুর করিয়াছেন। মোট মূলধনের মধ্যে একটি জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে সাতকোটি টাকা, একটি কাপড়ের কলকে ৫০ লক্ষ টাকা, একটি জীবন বীমা কোম্পানীকে ২৫ লক্ষ টাকা, ভূমি উন্নয়ন ও ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের একটি প্রতিষ্ঠানকে ২০ লক্ষ টাকা, জলের কল স্থাপন ও সরবরাহের একটী প্রতিষ্ঠানকে ১০ লক্ষ টাকা, একখানি দৈনিক সংবাদপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য ১০ লক্ষ টাকা, ম্যাগনেসিয়াম ফ্লোরাইড ও অন্যান্য শিল্পোপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারের প্রতিষ্ঠানকে ৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

উড়িষ্যায় নূতন রেলপথ

ভারত সরকারের রেলবিভাগের মন্ত্রী ডাঃ জন মাথাই কটক পরিভ্রমণকালে উড়িষ্যার প্রদেশপাল ডাঃ কাটজুর সভাপতিত্বে প্রদেশপালের গৃহে অনুষ্ঠিত এক সরকারী সম্মেলনে উড়িষ্যায় রেলপথ সম্পর্কে বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রস্তাবিত হীরাকুদ বাঁধের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে যেসমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেগুলি হইতে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য ও উপরিউক্ত এলাকার উৎপন্ন শস্য রপ্তানির জন্য এই নূতন পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রেলপথ প্রস্তুত করিতে এবং তালচের শাখা রেলপথ রাউরকেল্লা সংযোগস্থলে কলিকাতা-বোম্বাই রেলপথের সহিত সংযুক্ত করিতে ভারত সরকারের প্রায় পাঁচকোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং এই কার্য্য শেষ হইতে আড়াই বৎসর সময় লাগিবে। এই রেলপথ প্রস্তুত হইলে, উড়িষ্যার খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির সহিত যোগসূত্র স্থাপিত হইবে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

বৈজ্ঞানিক নগর

বৃটেনে সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক নগর নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাণকার্য্য দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। শব্দের গতি অপেক্ষা দ্রুতগামী বিমান তৈয়ারী করিবার জন্য গবেষণা করা হইতেছে।

এই নগর নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ৩০ কোটি টাকা লাগিবে। এখানে প্রায় পাঁচ সহস্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইবে এবং তাহার মধ্যে চৌদ্দ শত জন বৈজ্ঞানিক থাকিবেন। কিছু যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া গবেষণা কার্য্য আগামী দুইমাসের মধ্যেই আরম্ভ করিতে চেষ্টা করা হইবে। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইতে আরও প্রায় চার বৎসর সময় লাগিবে বলিয়া প্রকাশ।

এই পরিকল্পনায় একটি বায়ু-সুড়ঙ্গ তৈয়ার করিবার কথা বলা হইয়াছে। ইহা প্রায় ঘণ্টায় ১৪৪০ মাইল বেগ সঞ্চার করিতে সক্ষম হইবে। ইহার গতিবেগ শব্দের গতিবেগের দ্বিগুণ হইবে। একটি বিমান-অবতরণ পথ নির্ম্মাণ করা হইবে এবং উহা প্রায় পাঁচ মাইল লম্বা হইবে।

এই বায়ু-সুড়ঙ্গে কোন বিমান চালনা ও পরীক্ষা

করিতে খুব শক্তিশালী বায়ু-বেগের প্রয়োজন। এই নগরীতে পূর্ণোদ্যমে কাজ চলিবার সময় সমগ্র ম্যাঞ্চেষ্টার নগরীর প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-সরবরাহের সমান বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন হইবে।

সকলপ্রকার বৈজ্ঞানিক কার্য্য পরিচালনার করিবার জন্য মিঃ ভি এ পোরিথকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইনি গত যুদ্ধে জার্ম্মাণির ভি-২ রকেটের নির্ম্মাণপ্রণালী আবিষ্কার করিয়া মিত্রশক্তির যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন।

জাপ বস্ত্র-শিল্পের অবস্থা

জাপ বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইঙ্গ-মার্কিণ বস্ত্র বয়ন শিল্প সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে জাপ বস্ত্র শিল্প মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকুতে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে; ফলে জাপানীদের জীবনযাত্রার মান অনেকখানি হ্রাস-প্রাপ্ত হইবে। কারণ, জাপানীদিগকে রপ্তানি বাণিজ্য অব্যাহত রাখিবার জন্য দেশের মধ্যে বস্ত্র ব্যবহার হ্রাস করিতে হইবে। ইহাদের মতে, ১৯৩৭ সনের জাপ কাঠিতে বস্ত্র রপ্তানি করিতে ও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে জাপানের মোট ৮৫ লক্ষ টাকুর প্রয়োজন।

জাপ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

জাপানের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা যাহাতে ১৯৫২ সনের মধ্যে প্রাগযুদ্ধ স্তরে ফিরিয়া যাইতে পারে সেজন্য জাপান সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন।

অর্থনৈতিক স্থিতিকরণ বোর্ড উপরিউক্ত পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বৈদেশিক মূলধন না হইলে এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে না।

পঞ্চশক্তি আর্থিক চুক্তি

ব্রেটনউড্স্ চুক্তিতে যে পাঁচটি পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্র দস্তখত করিয়াছে, সেই রাষ্ট্রসমূহের অর্থসচিবগণ বেলজিয়মের অর্থ-বিভাগের দপ্তরে এক বৈঠকে মিলিত হন। তাঁহাদের সম্মুখে একটি সুনির্দ্দিষ্ট আর্থিক পরিকল্পনা রহিয়াছে এবং ঐ পরিকল্পনা তিনভাগে বিভক্ত :—

(১) ইউরোপে মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা পরিসমাপ্ত হইয়া যাওয়ার পর ঐ পাঁচটি রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুসৃত হইবার জন্য একটি যৌথ আর্থিক নীতি।

(২) মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা বলবৎ থাকাকালীন একটি মধ্যবর্ত্তিকালীন নীতি।

(৩) মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার পূর্ব্বেকার কয়েকমাসে যেসমস্ত জরুরী সমস্যাসমূহ দেখা দিবে, তাহার সমাধানের জন্য একটি স্বল্পকালীন পরিকল্পনা।

স্পেনকে আর্জ্জেন্টিনার ঋণ দান

বুয়েনস আয়ারসে যে নূতন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার ফলে স্পেন আর্জ্জেন্টিনার নিকট হইতে ১,৭৫০ মিলিয়ন পেসোস্ (১১০ মিলিয়ন পাউণ্ড) ঋণ লাভ করিবে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ-সমস্যা

একচল্লিশটি বিভিন্ন জাতির ১০০০টিরও বেশী প্রতিনিধির উপস্থিতিতে "ইণ্টার-ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অন্-ট্রপিক্যাল মেডিসিনের" চতুর্থ অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। জেনারেল ভন্টকল (ফরাসী) স্থিতাবস্থাকালীন পরিষদের সভাপতি, মেঃ কঃ আফ্রিদি (পাকিস্তান) ও ডাঃ পেরোজ (ব্রাজিল) সহ সভাপতি এবং ডাঃ ভ্যান হুব্ (বেলজিয়াম) কর্ম্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

উক্ত সভায় যুক্তরাষ্ট্রপুঞ্জের স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগের নিকট পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ রোগ, "বিশ্বব্যাপক মেরু"

হাতে মানব সমাজ রক্ষার ভার গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান জানান হয়। বিশেষজ্ঞরা জানান যে, নবলব্ধ রোগপ্রতিকারক সালফা ড্রাগ 'রেপটোমাইসিন ও টিকার সাহায্যে চিকিৎসা চলিতে পারে। ডি ডি টির সাহায্যে বীজাণুবাহক কীটপতঙ্গ ধ্বংস করা সম্ভব। নিউইয়র্কের এক সংবাদে প্রকাশ যে, নিউইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্যবিভাগের ডেপুটি কমিশনার এক বেতার বক্তৃতায় বলেন, "কুষ্ঠব্যাধি চিকিৎসায় এক অসাধারণ সাফল্যলাভ করা গিয়াছে। কুষ্ঠ-রোগীরা এখন "সালফা ড্রাগের" সাহায্যে নূতন ধরনের চিকিৎসা লাভ করিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে, এই চিকিৎসায় অসাধারণ ফললাভ করা গিয়াছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই কুষ্ঠব্যাধিভীতি সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যক্ষ্মারোগ নিবারণ

ট্রপিকেল ঔষধের চতুর্থ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের এক অধিবেশনে ভেলোরের (ভারত) ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজের ডাঃ রবার্ট সি কোচ্রেনের বিবরণে প্রকাশ যে, কুষ্ঠ চিকিৎসার আবিষ্কৃত নূতন উপায় ও বিশেষ করিয়া সালফা ঔষধের ব্যবহারের দ্বারা আশা করা যাইতেছে যে, কুষ্ঠ রোগকে নিরাময়যোগ্য করা যাইবে।

তিনি বলেন, "আশাপ্রদ ফললাভ করিতে হইলে চিকিৎসার খরচ কমাইতে হইবে। সভায় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে স্বাস্থ্যসঙ্ঘের পরিচালক পীতজ্বরবাহী মশার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার জন্য আবেদন জানান।"

অধিবেশনে ট্রপিক্যাল ঔষধ বিশেষজ্ঞগণের নিকট যক্ষ্মার প্রতিষেধক হিসাবে উদ্ভূত একটি ফরাসী টীকা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া বলা হয়। পেনসিলভেনিয়ার জনৈক চিকিৎসক বলেন যে, অধিকতর পরীক্ষার পূর্ব্বে আজ পর্য্যন্ত যেরূপ দেখা গিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে, প্রতিষেধকটি বিপদহীন ও কার্য্যকর। আমেরিকান-ভারতীয়দের মধ্যে দীর্ঘদিন পর্য্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ তিনি বলেন যে, যাহারা টীকা লইয়াছেন এবং যাহারা লন নাই, তাঁহাদের মধ্যে এরূপ তফাৎ দেখা গিয়াছে যে, যাহারা টীকা লন নাই, তাঁহাদের মধ্যে তিনগুণ বেশী লোক রোগাক্রান্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মৃত্যুসংখ্যা নয়গুণ বেশী। পরীক্ষাস্বরূপ ১২৩ জন নবজাত শিশুকে টীকা দেওয়া হইয়াছিল। ছয় হইতে আট বৎসরের ভিতর তাহাদের মধ্যে একজনেরও যক্ষ্মায় মৃত্যু হয় নাই। ইহাতেই উক্ত টীকার যক্ষ্মা নিবারণী শক্তি প্রমাণিত হইতেছে।

ট্রপিক্যাল রোগের বিরুদ্ধে অভিযান

রোগ-জীবাণু বহনকারী কীট পতঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য ওয়াশিংটনে বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের লইয়া আন্তর্জাতিক ট্রপিক্যাল ঔষধ কংগ্রেস ও আন্তর্জাতিক ম্যালেরিয়া কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশন হয়। যুদ্ধকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ট্রপিক্যাল রোগ দূরীকরণের জন্য যে-সমস্ত নূতন ঔষধ বাহির হইয়াছে তাহা এই সময়ে বিশেষ প্রয়োজনে আসিবে।

যেসমস্ত রোগ মৃত্যু ঘটায় না কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের অগ্রগতির পথে বাধা দেয় সেই সমস্ত রোগ ও পুষ্টপালিত পশুদের রোগের কথাও বিবেচনা করিয়া দেখা হয়। জানা যায় যে, ডাক্তারগণ ও জন-স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্ম্মীরা এবং যোগদানকারী দেশগুলির রোগ-বিশেষজ্ঞগণ এই সভায় প্রায় ২৫০টির অধিক বৈজ্ঞানিক লিপি দাখিল করেন।

মোলাকাৎ

পঞ্চাশের মন্বন্তর

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত মন্মথনাথ সরকারের কথোপকথন)

প্রঃ—বর্ত্তমানে (১৯৪৩, ১৩৫০) বাঙ্‌লাদেশে দুর্ভিক্ষের হাহাকার চল্‌ছে। এ সম্বন্ধে আপনি কী বুঝ্‌ছেন ?

উঃ—বুঝ্‌বো আর কী ? তুমি নিজেই কম বুঝ্‌ছো কি ? আমি নিজে হাতে-হাতে ছুঁয়্‌ছি। কাপড়ে তালি লাগিয়েছি দশ জায়গায়। দেখ্‌তেই পাচ্ছো। বন্ধুরের পাঞ্জাবীর পিঠকে পিঠ, হাতাকে হাতা, আর কোমরকে কোমর সবই কাঁথা-সেলাইয়ের দশায় এসে পৌঁছেছে। তিনচার বছর আগেকার ছাতায় তালি দিয়ে কাজ চালাচ্ছি। ছাতাটা হ'য়ে প'ড়েছে চারখানা-ছিটের সামিয়ানা। মাছের সের কেজ-দুই-আড়াই টাকা। মাংসের সের টাকা তিনেক। দুধ, ঘী, কয়লা, চাল-ডাল, চিনি—যে-দিকেই তাকাই দাম পাঁচ-সাতগুণ চ'ড়েছে। ওষুধের দাম চ'ড়েছে অসীম। কাজেই দুর্ভিক্ষের হাহাকার আজকে আর অর্থনৈতিক গবেষণার চিজ নয়। নিত্যনৈমিত্তিক জীবন যাপনের ঘটনা,—আটপৌরে কথা। এসব জিজ্ঞাসা ক'রে লাভ নাই।

প্রঃ—বাড়ীঘর ছাড় দিচ্ছেন তো আপনারা নিজেরাই দেখ্‌ছি। ঘোড়া ছাড়ায় লোকজন কোথায় গেল ?

উঃ—শুধু ঘোড়া-ছাড়া কেন, গাড়খানা পরিষ্কারও নিজেরাই কর্‌ছি নিজ হাতে। রান্না করার লোক আজ আছে, কাল নাই। এও মন্বন্তরের আর এক দিক্।

প্রঃ—আজকাল লোকজনের অভাব এত বেশী কেন ?

উঃ—ঠাকুর-চাকরেরা পল্টনি ব্যারাকে নক্‌রি পাচ্ছে বেদার। পনর-বিশ-পঁচিশ টাকা যারা মেরজ-ঘরে পেতো, তারা সরকারী ফৌজের আস্তাবলে পাচ্ছে পঞ্চাশ-পঁয়ষট্টি-সত্তর। পাঁচ-সাত টাকার ছোক্‌রা-বেয়ারাকেও পল্টনের কর্ত্তারা নক্‌রি দিচ্ছে মাসিক পঁচিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে। তার ওপর পল্টনি খাবার পাচ্ছে। বড়-গোছের চুরি-ছ্যাচ্‌রামির সুযোগও ঢোঢ়ে বেশী-বেশী। কাজেই মাধুলি মেরজ'র বাড়ীতে লোক খাটবে কেন ?

প্রঃ—মফস্বলের মন্বন্তর সম্বন্ধে কিছু খবর রাখেন ?

উঃ—নিজ চোখে কিছু দেখিনি। কল্‌কাতার অবস্থা দেখে কিছু-কিছু আন্দাজ কর্‌তে পারি। নিজ-চোখে যারা দেখে এসেছে তাদের কাছ থেকেও খবর পেয়েছি।

প্রঃ—কিরূপ মনে হয় ?

উঃ—মনে আর কী হবে ? অবাক হ'য়ে যেতে হয়। কল্‌কাতায় নিজেরা যা ছুঁয়্‌ছি বা যা দেখ্‌ছি সে-সব মফস্বলের তুলনায় বিলাস-বিশেষ। দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি আর মড়ক চরম মাত্রায় দেখা দিয়েছে। আগে তা কল্পনাও করা যেতো না। চোখে দেখ্‌লে মাথা ঠাণ্ডা রাখা অসম্ভব। মাথা ঠিক রেখে সে-সব সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে বসা চল্‌তে পারে না। নেহাৎ হৃদয়হীন না হ'লে বোধ হয় এই দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ চালানো অতি-কঠিন। মায়ের কবরের ওপরকার তরুলতা সম্বন্ধে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের গবেষণা যা, ১৯৪০-এর মন্বন্তর নিয়ে লেখাপড়া করাও ঠিক যেন তাই।

প্রঃ—ব্যক্তিগত দুঃখকষ্টের বাইরে নজর ফেলে দেশের আর্থিক অবস্থা কিরূপ দেখ্‌ছেন ?

উঃ—গত বছর মাস-চারেক ধ'রে (আগষ্ট-নবেম্বর, ১৯৪০) কল্‌কাতার বুকের উপর হাজার পঞ্চাশেক হাতাতে-হাঘ'রে দুর্দশার তাণ্ডব দেখিয়ে গেল। এই হচ্ছে মন্বন্তরের এক দৃশ্য। মফস্বলের জেলায়-জেলায় না খেতে পেয়ে ম'র্‌ছে আর ম'রেছে কতলোক ? কেউ বলে সাত লাখ, কেউ বলে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ লাখ, কেউ বলে আর কিছু। যাই-

হোক, দুর্দশা অসীম। মন্বন্তরের আর এক কথা এই দিকে।

প্রঃ—এই সকল বিষয়ে গবেষণা-অনুসন্ধান কিছু হচ্ছে কি?

উঃ—বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক করুণাময় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারো। মফস্বলের নানা জেলায় গিয়ে কয়েকমাস কাটিয়ে এসেছে। খুঁটে-খুঁটে তথ্য সংগ্রহের মেজাজ ছিল করুণার। কোন্ জেলায় কতগুলা চাষীর জমিজমা বেচে ফেলতে হ'য়েছে তার হিসাবও কিছু-কিছু পাওয়া যাবে। করুণার খোঁজগুলা ছাপা হ'লে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার একটা দলীল খাড়া হ'তে পারে।

প্রঃ—কল্‌কাতার অবস্থা সম্বন্ধে কোনো খোঁজ হ'য়েছে?

উঃ—কল্‌কাতার বিভিন্ন পাড়ায় ইস্কুল-কলেজের ছেলে-দের সম্বন্ধে পরীক্ষা চালানো হ'য়েছে। বোধ হয় হাজার পাঁচেক নানা বয়সের হিসাব পাওয়া যায়। তাদের ওজন, বুক, চোখ, জীবন-শক্তি, ব্যাধির ঝোঁক ইত্যাদি বিষয়ক মাপজোক টুকে রাখা হ'য়েছে। বেশ বুঝা যায় যে, মাছ, দুধ, চিনি, ঘী, চাল-ডাল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের আপেক্ষিক অভাবের ফলে ছাত্রদের স্বাস্থ্যে ও শক্তিতে ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

প্রঃ—এসব খবর কোথায় পাওয়া যায়?

উঃ—ডাক্তার ও· নৃতত্ত্বশাস্ত্রী অনাথ চট্টোপাধ্যায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-বিভাগ বিভাগের কর্ত্তা। তাঁর অনুসন্ধান-গবেষণার অন্তর্গত এইসব মাপ-জোক। তথ্যগুলা ছাপা হ'লে লোকজনের চোখ ফুটবে।

প্রঃ—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মড়ক ইত্যাদির প্রভাবে বাঙালী-জাতের ভবিষ্যৎ কেমন দেখ্‌ছেন?

উঃ—১৯৪২ সনের পর যে-সব ছেলেমেয়ে জন্মাচ্ছে তাদের শৈশবে আর যৌবনে বেশ-কিছু শারীরিক অসুস্থতা আর দুর্বলতা দেখা যাবে। তারা জ'ন্মে অবধি দুধ পাচ্ছে না তাছাড়া ছেলে-বেলার খাদ্যাভাবও পরবর্ত্তী জীবনে তাদেরকে অনেকখানি কাবু ক'রে রাখ্‌বে। ব্যারামে ভুগ্‌তে হবে তাদেরকে বেশী-বেশী। অকালমৃত্যুও ঘট্‌বে অনেকের। ১৯৪০-৪১ সনের ব্যাধি-মৃত্যুর বেশ-একটা বড় হিস্যার জন্য দায়ী থাক্‌বে আজকের দুর্ভিক্ষ-মহামারী-মড়ক। মন্বন্তরের প্রভাব বহুকাল ধ'রে দেখা যাবে।

প্রঃ—১৯৪০ সন বাঙালী জাতকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিচ্ছে না কি?

উঃ—না। সামরিক দুর্যোগ-দুঃখ-কষ্ট হিসাবে বাঙালীরা এই মন্বন্তর আর মন্বন্তরের প্রভাব স'য়ে চল্‌বে। এই সব দুর্ভিক্ষ-মহামারী-মড়ককে লড়াইয়ের "পরোক্ষ ফল" সম্বন্ধে রাখা উচিত।

প্রঃ—লড়াইয়ের পরোক্ষ ফল কী?

উঃ—যে-কয় লাখ লোক লড়াইয়ের মাঠে-আকাশে-দরিয়ায় মারা যায় আর যে-কয়খানা বাড়ীঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় একমাত্র সেই সব লোক আর বাড়ীকে লড়াইয়ের ফল বুঝে রাখা ঠিক নয়। প্রত্যেক লড়ুয়া দেশের অবস্থা প্রায় একরূপ। লড়াইয়ের মরা লোক আর ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্পত্তি তাদের একমাত্র ফল নয়। আরও লাখ-লাখ, কোটি-কোটি লোক নিত্য-নৈমিত্তিক অরোজা জীবনে কষ্ট পাচ্ছে।

প্রঃ—অন্যান্য দেশের অবস্থাও এইরূপ কি?

উঃ—জার্ম্মানি, জাপান, রুশিয়া, মার্কিন মুলুক, বিলাত,—সকল দেশেই যে-সামরিক বা অ-সামরিক নর-নারীর দুঃখকষ্ট আজ অসীম। আমরা গরীব জাত্। এইজন্য আমাদের ব্যাধি আর লোক-মড়ক এবং দুর্ভিক্ষের আকার-প্রকার আপেক্ষিক ভাবে বেশী। মোটের ওপর আমাদের সঙ্গে তুলনায় ওসব দেশের লোকেরা লড়াইয়ের যুগে মোহাৎ সুখে-স্বচ্ছন্দে নাই। তারাও ভুগ্‌ছে বস্তর মতন।

(ক্রমশঃ)

পত্রিকা-জগৎ

ইণ্টারন্যাশন্যাল্ লেবার রিভিউ

(সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৪৬)

আলোচ্য সংখ্যায় সি বেটেলহিম লিখিত 'ফ্রান্সের আর্থিক ও সামাজিক নীতি,' সি আর ডুলি লিখিত 'মার্কিণ কলকারখানায় ট্রেনিং দান' এবং '১৯৩৮ সন হইতে ১৯৪২ সন পর্য্যন্ত সুইৎসারল্যাণ্ডে বাধ্যতামূলক দুর্ঘটনা বীমা'—এই তিনটী মূল্যবান সন্দর্ভ স্থান লাভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দপ্তরের বিভিন্ন শিল্প সমিতির পরিচয় ও কার্য্যকলাপের বিবরণীও প্রদত্ত হইয়াছে। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের হাল-চালের মামুলী খোঁজখবরও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

সি বেটেল্‌হিম্ লিখিত প্রবন্ধে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ফ্রান্সের পুনর্গঠনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে এই দেশের যান-বাহন চলাচলই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩০ হাজার কিলোমিটার রেল পথের মধ্যে ১৯৪৪ সনে মাত্র ১৮ হাজার কিলোমিটার কাজের যোগ্য ছিল। ১৯৪৬ সনে সমস্ত রেলপথে পুনরায় ট্রেন চলাচল আরম্ভ হয়। বিধ্বস্ত ৬৬ হাজার কিলোমিটার তারের মধ্যে ৪০ হাজার কিলোমিটার তার পুনরায় কাজে লাগান হইয়াছে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ১,৬৪০,০০ বর্গ মিটার কারখানা ও ঘর-বাড়ীর মধ্যে ১,১৪৫,০০০ বর্গ মিটার পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে।

ফ্রান্স যখন মুক্তি লাভ করে, তখন উৎপাদনের সূচী-সংখ্যা (১৯৩৮—১০০) দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ২০। ১৯৪৫ সনে সূচীসংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫, ১৯৪৬ সনের জুন মাসে ৮৬। সমস্ত শিল্পে একই ভাবে উৎপাদন বাড়ে নাই। খনিগুলি সহ কয়েকটী শিল্পে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়া যায়। কিন্তু লৌহ-গালাই ও রাসায়নিক শিল্প কাঁচা মালের অভাবে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। কয়লার উৎপাদন কিন্তু মোটেই আশাপ্রদ নয়। যুদ্ধের আগেও ফ্রান্স এ-দিক্ দিয়া যথেষ্ট দরিদ্র ছিল। তবে আমদানির দ্বারা তখন অভাব পূরণ করা হইত।

মোটের উপর শিল্পদ্রব্য ও কৃষিজাত উৎপাদন সম্পর্কে ফ্রান্সের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইলেও প্রাগ্‌যুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছাইতে এখনও অনেক কাঠ-খড় পোড়াইতে হইবে।

সমালোচনা

দি নিউ ইটালী ; মুসিয়েল গিন্‌স্‌বুর্গ ; রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ ইণ্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স ; ১৯৪৭ ; ৫ শিলিং।

যুদ্ধের পর একমাত্র গ্রীস ছাড়া অন্য কোন দেশে ইতালির মত অবস্থার এতবেশী উঠানামা সাধিত হয় নাই। আলোচ্য গ্রন্থে ইতালির যুদ্ধে যোগদান হইতে ১৯৪৬ সনে গণপরিষদ নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত সময়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিগুলির বিবরণী আছে এবং ঐগুলি বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ইতালিতে ফ্যাসিবাদের অবসান ঘটে। মিত্রপক্ষ ইতালির জন্য কঠোর সন্ধি-সর্ত্তসমূহ নির্দ্ধারণ করে। এই সমস্ত সর্ত্ত ইতালি সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে সচেতন করে। অন্যথায় ইতালি এক্সিস শক্তিবর্গের অন্যতম সদস্য ছিল তা কেহ মনেই স্থান দিতে পারিত না। কারণ এক্সিস শক্তিবর্গের মধ্যে ইতালি ছিল সবচেয়ে দুর্ব্বল এবং জার্ম্মাণির সাথে তার তুলনা করাই চলে না। ইতালি সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণির তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং শেষকালে ইতালির নিকট সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক, যেমনটী জার্ম্মাণির গণপ্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

১৯৪০ সনের জুলাই মাসের শেষভাগে মুসোলিনীর পতন এবং ১৯৪৫ সনের মে মাসে ইতালির পূর্ণ মুক্তি।

এই দুই সমরের মধ্যে ইতালিতে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। গ্রন্থকার ইহার মধ্যে কয়েকটি সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বার্দোলিয়ো গবর্ণমেণ্ট মারফতে মিত্র পক্ষ যে প্রতিক্রিয়াপন্থী শাসনব্যবস্থা চালু রাখে গ্রন্থকার সে-সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। বিভিন্ন পার্টির প্রতিযোগিতা ও ঘাতপ্রতিঘাত ইতালিতে গণতান্ত্রিক শাসন-প্রতিষ্ঠার পথে দারুণ বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছে—গ্রন্থকার এই কথা উল্লেখ করিলেও মিত্রপক্ষের সাময়িক সমাধান যে ইতালির বুকে জগদ্দলের মতই চাপিয়াছিল তিনি তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিয়াছেন।

ইতালির বাড়তি ও জমোন্নতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ইহার উপর ইউরোপের তথা গোটা পৃথিবীর শক্তি-সাম্য অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। ইতালিকে দখলে রাখার সময় মিত্রপক্ষ যে দেশটীকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করিয়াছে তাহা সুবিদিত সত্যেই পরিণত। ১৯৪৭ সনের জুন মাসেও দেখা গিয়াছে আমেরিকানরা বিস্তর সমরোপকরণ এবং সৈন্য পর্য্যন্ত ইতালিতে আমদানি করিয়াছে এবং বৃটিশ সৈন্য, পোলিশ সৈন্য, এমন কি জার্মাণ বন্দীরা পর্য্যন্ত ইতালির পল্লী অঞ্চলে তাহাদের সহযোগিতা করিয়াছে। দখলকার শক্তিদের সঙ্গে জার্মাণদের এই সহযোগিতা দেখিয়া অনেকের মনে বিস্ময় জন্মিয়াছে এবং কে জেতা আর কে বিজিত সে-সম্বন্ধে রীতিমত সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে এই সমস্ত ব্যাপারের কোন উল্লেখই দেখা যায় না। উল্লেখ থাকিলে বইখানা পূর্ণতা লাভ করিত সন্দেহ নাই।

গ্রন্থপঞ্জী

১। দি অ্যাটম অ্যাণ্ড দি চার্টার; পি এম ব্ল্যাকেট; লণ্ডন; ফেবিয়ান পাবলিকেশান লিমিটেড; ১৯৪৬; ১২ পৃঃ; ৬ পেঃ।

২। কালিফোর্ণিয়া বিজনেস সাইকলস্; এন কিজনার ফ্রাস্ট; ইউনিভারসিটী অব কালিফোর্ণিয়া প্রেস; ১৯৪৬; ১৩১ পৃঃ; ২·৫০ ডলার।

৩। দি ইকনমিক অ্যাণ্ড ফিনান্সিয়াল অর্গানিজেশন অব্ দি লীগ অব নেশান্স; ম্যাটিন হিল; ওয়াশিংটন, কার্ণেগী এন্ডাউমেণ্ট ফর ইণ্টার-ন্যাশনাল পিস; ১৯৪৬; ১৬৮ পৃঃ; ২ ডলার।

৪। সোভিয়েট সায়েন্স ইন দি সার্ভিস অব্ দি পিপল্; এল আই ভাভিলভ্ ও আউট লাইন অব্ দি হিষ্টরী অব্ দি অ্যাকাডেমী; ভি এল কোমারভ্; লণ্ডন; "সোভিয়েট নিউজ"; ১৯৪৬; ৬৪ পৃঃ; ১ শিঃ ৬ পেঃ।

আমাদের লোক-সমস্যা

শ্রীদিলীপকুমার মালাকার,
গবেষক, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ

আজকাল আমাদের দেশে অনেকের মুখেই শুনা যায় যে, জনসংখ্যা অসম্ভব রকমে বেড়ে চলেছে। আর সেই জন্যেই দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দুর্দশার সৃষ্টি। অবশ্য কোনো কোনো পণ্ডিত এই মত প্রকাশ করে থাকেন। এমন কি গান্ধিজী নিজেও। এই পণ্ডিতদের মতে লোক-বৃদ্ধিই দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ। সুতরাং দারিদ্র্যকে রোধ করতে হলে কৃত্রিম উপায়ে (জন্ম-কন্ট্রোল) লোক বৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে। গান্ধীবাদী সমাজনীতি ও

অর্থনীতিবিদরা এবং ডাঃ রাধাকমল মুখার্জী ইত্যাদি পণ্ডিতেরা উপরিউক্ত মত পোষণ করেন।

তাঁরা যে মত পোষণ করেন সেই মত প্রথম প্রচার করেন উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ ধনবিজ্ঞানবিদ্ ম্যালথাস। তাঁর মতে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের আগে লোকসংখ্যা বেগে বৃদ্ধি পায় এবং সেই কারণে দারিদ্র্য দেখা দেয় বহুল পরিমাণে।

এই সূত্রকে অবলম্বন করেই আমাদের দেশের অধিকাংশ পণ্ডিতেরা চলে আসছেন। কিন্তু তাঁরা একটা মোটেই ভাবেন না যে, এটা ঊনবিংশ শতাব্দী নয়। তখন বিজ্ঞান ছিল নিতান্তই শিশু। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান পূর্ণ যৌবনে পা দিয়েছে। সে যুগে যা সম্ভবপর ছিল না আজ তা সম্ভব হয়েছে একমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যে। তখন মানুষকে শুধু চাষ আবাদের উপর নির্ভর করে চলতে হত। কিন্তু বর্তমানে শিল্পের যুগে তারা আর ওর উপর নির্ভর করে চলে না। তাছাড়া শিল্প মানুষের জীবনকে আরও সহজ করে দিয়েছে। সে যুগে বহু জমি পড়ে থাকত অনাবাদি। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান-প্রয়োগে বিস্তর অনুর্বর ভূমিকে ফলবতী করে তোলা হচ্ছে। তা ছাড়া আজকাল মানুষের খাবার শুধু মাটীতেই তৈরী হচ্ছে না। যন্ত্রের সাহায্যেও উহা অতি অল্প সময়ে বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে।

অন্যান্য দেশে প্রতি বছর লোকসংখ্যা হুহু করে বেড়ে চলেছে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী বেগে এবং তারা সে সমস্যার সমাধান করে নিচ্ছে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে। কিন্তু আমাদের দেশের বেলায় ঠিক তার উল্টাটা হচ্ছে। লোক বাড়ছে কিন্তু খাদ্যদ্রব্য বাড়ার কোনোই ব্যবস্থা হচ্ছে না। আর যা-ও হচ্ছে তার গতি "শনৈঃ শনৈঃ"। সুতরাং এতে দারিদ্র্য তো বাড়বেই। শুধু চাষ-আবাদের উপর নির্ভর করলেই বর্তমান যুগে চলতে পারে না। চাই যন্ত্রনিষ্ঠা। চাই ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ।

সত্যিই আমাদের দেশে লোকবৃদ্ধি হয়েছে কি না অন্যান্য দেশের তুলনায় একবার যাচাই করে দেখা যাক্।

প্রথমে ভারতবর্ষের লোকবৃদ্ধির হিসাবটাই দেখা যাক্।

(দশ লাখে)

সন	যেখান থেকে পাওয়া গেছে	লোকসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধি
১৬০০	মোরল্যাণ্ডের হিসাবে[১]—	১০০	—
১৭৫০	শীরার হিসাবে[২]—	১৩০	—
১৮৪৭	ম্যাক্‌কুলকের হিসাবে[৩]—	১৩৩	—
১৮৫০	আর কে মুখোপাধ্যায়ের হিসাবে[৪]—	১৪০	—
১৮৬১	চন্দ্রশেখরের হিসাবে[৫]—	১৫৩	—
১৮৭২	প্রথম আংশিক সেন্সাসে—	২০৬·২	—
১৮৮১	পূরা সেন্সাসে—	২৪৩·৯[৬]	১·৫
১৮৯১	সেন্সাসে—	২৮৭·০	৯·৬
১৯০১	সেন্সাসে—	২৯৪·০	১·৪
১৯১১	সেন্সাসে—	৩১৫·২	৬·৪
১৯২১	সেন্সাসে—	৩১৮·৯	১·২
১৯৩১	সেন্সাসে—	৩৫২·৯	১০·৬
১৯৪১	সেন্সাসে—	৩৮৮·৪	১৬·৪

এখানে দেখা গেল ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার। এইবার অন্যান্য দেশের লোকবৃদ্ধির সাথে তুলনা করে দেখলে দেখা যাবে আমাদের বৃদ্ধির হার অতি নিম্নে।

গত পঞ্চাশ বছরে (১৮৮০—১৯৩০) জাপানে ও ইওরো-আমেরিকায় লোকসংখ্যা কিরূপ বেড়েছে তা দেওয়া যাচ্ছে :—

১। ইণ্ডিয়া এট দি ডেথ্ অব্ আকবর গ্রন্থ।
২। পভার্টি এণ্ড ফিজিক্যাল প্রগ্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া।
৩। কেমব্রিজ হিস্টরি এণ্ড রেটিরিক্যাল এক্কাউন্টস্ অব্ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার।
৪। ফুড্ প্লানিং ফর ৪০০ মিলিয়নস্।
৫। ইণ্ডিয়াজ পপুলেশন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছে	১৮৬%
গ্রেটবৃটেনে বেড়েছে	৫৪·১%
জাপানে „	৭৪·১ „
ইতালীতে „	৪৬·৮ „
সুইট্‌জারল্যাণ্ডে „	৪৩·৪ „
জার্মাণিতে „	৪২·২ „
এবং ভারতবর্ষে বেড়েছে মাত্র	৩৯·০ „

এ হল ১৯৩১ সনের আগের হিসাব। ১৯৪০ সনে ঐসব দেশে আরও লোক বেড়েছে। তার একটা হিসাব দেওয়া যাচ্ছে।

		মোট লোকসংখ্যা
গ্রেটবৃটেন	—	৪০,২০০,০০০
জাপান	—	৬৯,৫০০,০০০
সুইট্‌জারল্যাণ্ড	—	৪,২১০,০০০
ইতালি	—	৪৪,২০০,০০০

সহজভাবে বোঝবার জন্যে মাত্র এই কয়টি দেশের নজির দেওয়া গেল। এতে পরিষ্কার করে বোঝা যায় অন্যান্য দেশের মত আমাদের লোকবৃদ্ধি হয়নি। সুতরাং আতঙ্কিত হবার কোনই কারণ নেই। তাছাড়া প্রতি বর্গমাইলে ভারতবর্ষে লোক বাস করে মাত্র ১৯৪ জন। কিন্তু বৃটেনে বাস করে ৪৬৪ জন। জার্মাণিতে ও জাপানে প্রতি বর্গমাইলে বৃটেনের চেয়ে বেশী লোক বাস করে। সুতরাং এদিক্ দিয়েও ঘাবড়াবার এমন কিছু কারণ নেই। অন্যান্য দেশ লোকসংখ্যা বাড়াবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। এদের মধ্যে আছে বৃটেন, রুশিয়া, জার্মাণি, জাপান, ইতালি, ফ্রান্স প্রভৃতি।

রুশিয়াতে লোকসংখ্যা আরও যাতে বৃদ্ধি পায় সেই জন্যে রুশ-সরকার একাধিক সন্তানের মাকে ষ্টালিন প্রাইজ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া প্রত্যেক শ্রমিককে তার সন্তান-বৃদ্ধির জন্যে যাতে না ভাবতে হয় তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। একজন শ্রমিক তার সাপ্তাহিক কি মাসিক মজুরী ছাড়া সন্তান ভরণপোষণের জন্যে প্রত্যেক সন্তানের মাথাপিছু পাঁচ রুবল থেকে পনর রুবল মূল্য বেশী পেয়ে থাকে। এ ব্যবস্থা হচ্ছে রুশিয়ায়।

জার্মাণিতে হিট্‌লার-এর ফুরে জার্মাণ-সরকার শ্রমিকদের প্রত্যেক সন্তানের মাথাপিছু সন্তানভাতা হিসাবে ১০০ রাইখ্ মার্কস্ থেকে ৮০০ রাইখ্ মার্কস পর্যন্ত দিয়ে আসছিল। যাতে শ্রমিককে তার সন্তানের জন্যে ভাবতে না হয়। ইতালীতে আর জাপানেও সেই রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল।

বর্তমানে ইংলণ্ডেও ঠিক অনুরূপ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন স্যার বেভ্‌রীজ। তিনি নিয়ম করেছেন যে শ্রমিককে প্রথম হতে প্রত্যেক সন্তানের মাথাপিছু আট শিলিং বেশী করে দেওয়া হবে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টই লোকবৃদ্ধির পাঁড় সমর্থক। কারণ লোকবল অন্যান্য বলের তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান্। আরও কারণ হচ্ছে যুদ্ধ। যুদ্ধে লোকবলের অভাবে অনেক সময় রীতিমত সমরসজ্জায় থাকা সত্ত্বেও পরাজিত হতে হয়। আমাদের দেশ যুদ্ধে লিপ্ত নয় বলে আমরা লোকবলের অভাব বুঝতে পারি না। ভবিষ্যতে হয়ত পারব। একটা উদাহরণ ধরা যেতে পারে। এক জার্মাণির হাতেই সৈন্য বন্দী ছিল শুধু রুশিয়াতে এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। এতেই বোঝা যায় লোকবলের মূল্য।

বর্তমান ভারতবর্ষে সৈন্যসংখ্যা মাত্র দুই লাখ। এত বড় দেশের পক্ষে এ নিতান্ত অল্প। স্বাধীন ভারতে শত্রুর কবল থেকে বাঁচতে হলে আরও সৈন্য চাই। তাছাড়া চাই যন্ত্রশিল্পের জন্যে। সুতরাং ভারতের মত একটা উপ-মহাদেশের পক্ষে চল্লিশ কোটী লোক নিতান্ত অল্প। ভারতবর্ষ আরও আশী কোটী লোককে স্থান ও আহার্য দিতে পারে—যদি চাষ-আবাদের বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও যন্ত্রশিল্পের বহুল প্রসার হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের মত মরুভূমিতে আজ প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হচ্ছে শুধু বৈজ্ঞানিক উপায়ে।

আমেরিকার মিসিসিপি নদীতে বাঁধ বেঁধে তার আশে পাশে প্রচুর পরিমাণে ফসল ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছে ও বিদ্যুতের সাহায্যে যন্ত্রশিল্পের এত প্রসার হয়েছে যা ধারণার অতীত। সেখানে প্রায় ২০ লাখ লোকের বাস হয়েছে।

ঠিক অনুরূপ উপায়ে ভারতবর্ষের মত বিস্তৃত ভূমি-

ঘণ্ডে আরও চল্লিশ কোটি লোকের সংস্থান অনায়াসে করা যায়। এ ছাড়াও দেখা যায় যে, বিশ্বের লোকবৃদ্ধির তুলনায় আমাদের দেশে লোক বৃদ্ধি তো হচ্ছেই না উপরন্তু লোকসংখ্যা হ্রাস হচ্ছে। কারণ মৃত্যুহার এত বেশী যে ভাবলে পরে নৈরাশ্য এসে যায়। নিম্নের তালিকা দেখলে কিছুটা বোঝা যাবে।

প্রতি এক হাজার লোক সংখ্যায় বার্ষিক মৃত্যুহার

	১৯১১-১৩	১৯২১-৪	১৯২৬-৩০	১৯৩১-৫	১৯৩৬.	১৯৩৮	১৯৩৯
ভারতবর্ষ	২৯'৯	২৬'০	২৩'৫	২৪'৩	২২'৬	২৪'৩	২১'১
জার্মানি	১৪'৮	১৩'৩	১১'২	১১'৮	১১'৮	১১'৬	১২'৩
ফ্রান্স	১৯'৭	১৭'২	১৫'৭	১৬'৮	১৫'৩	১৫'৪	১৫'৩
ইউনাইটেড্ কিংডম্	১৪'২	১২'৪	১২'৫	১২'৩	১২'৩	১১'৮	১২'২
ইউ. এস. এ.	১৪'১	১১'৮	১০.৯	১১'৮	১১'৬	১০'৫	১০'৬
অষ্ট্রেলিয়া	১৪'৯	৯'৫	৯'০	৯'৩	৯'৫	৯'৬	৯'৯
জাপান	২০'৭	২১'৭	১৭'৮	১৯'৩	১৭'৬	১৭'৬	১৭'৬

এ হল সাধারণ মৃত্যুহারের হিসাব। শিশু-মৃত্যুহারের অবস্থা আরও শোচনীয়। ভারতবর্ষে চারটি নবজাত শিশুর মধ্যে এক বছর মাত্র একটি বাঁচে। এবং একশ-জন শিশুর মধ্যে মাত্র পঁয়ত্রিশ জন বাঁচে ত্রিশ বছর। কিন্তু হুটেনে বাঁচে একটা লোক ৭৩ বছর, সুইডেনএ ৭৬ বছর, জার্মানিতে ৬৮ বছর, ফ্রান্সে ৬৮ বছর আর জাপানে ৬৪ বছর।

এথেকে এই প্রতিপন্ন হয় যে, আমাদের দেশে লোক-সংখ্যা ত আদলে বাড়ছেই না বরং কমের দিকে। ইয়োরোপে আজ লোকবৃদ্ধির আন্দোলন চলছে, এবং লোক বাড়াবার জন্য সুপ্রজনন শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করছে। তারা শুধু লোকসংখ্যা বাড়িয়েই ক্ষান্ত নয়, তারা চায় যাতে তাদের দেশের প্রত্যেকটি লোক সুস্থ-সবল হয়ে বেশীদিন বাঁচে। এটাই তাদের কাম্য। আমাকরি আমরাও তাই চাই।*

* এই প্রবন্ধ ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের সভায় পঠিত হয়।

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—নদীয়ার অর্থ-কথা। গো-বন্ধক। ১২৮

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতে বিদেশী খাতপত্র। ভারতে শিল্পপ্রসার। উড়িষ্যায় নূতন রেলপথ। ১২৮

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—বৈজ্ঞানিক নমুনা। আপ যন্ত্র-শিল্পের অবস্থা। আণবিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। পরমশক্তি আবিষ্কৃত। ১২৯

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ-সমস্যা। কুষ্ঠরোগ নিবারণ। ইপিক্যাক রোগের বিরুদ্ধে অভিযান। ১৩০

মোলাকাৎ ঃ—পঞ্চানের মন্বন্তর।

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধ ঃ—আমাদের লোক-সমস্যা

শ্রীদীলিপকুমার মালাকার, গবেষক,
বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ ১৩৫

১, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।